প্রেমধর্ম

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর'
'অবতারতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন

প্রণীত

সন ১৩৪৫ সাল

[মূল্য ২৷৷০ টাকা

প্রকাশক :

শ্রীহরীন্দ্র নাথ দত্ত

১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা



প্রিন্টার—**শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসু**

ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস

৯-৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা



বিজ্ঞপ্তি

বিগত ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা-হলে আমি প্রেমধর্ম সম্পর্কে একাদিক্রমে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলাম। ঐ সকল বক্তৃতা বৈষ্ণবভাবে ভাবিত ছিল এবং উহাদিগের লক্ষ্য ছিল, এদেশের ভক্ত-ভাবুকের অনুভূতির সহিত বিদেশীয় মিষ্টিক্‌দিগের অনুভূতির ঐক্যমত্য প্রদর্শন করা। আমার মৌখিক ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাধারণের মধ্যে বেশ আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা জাগরিত হইয়াছিল এবং অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বক্তৃতাগুলি যেন লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তদনুসারে আমার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ জন্য গ্রথিত করিয়া 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'পরিচয়ে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করি। এক্ষণে ঐ সকল প্রবন্ধ আবশ্যক মত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়া এই প্রেমধর্ম প্রকাশ করিলাম।

বিগত শ্রাবণ মাসে আমার 'রাসলীলা' গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রাসলীলার সহিত প্রেমধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—কারণ, প্রেমধর্মের মুখ্য কথা হৃদয়ঙ্গম না করিলে রাসলীলার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। অতএব যাঁহারা রাসলীলার আস্বাদন করিতে চান, এই প্রেমধর্মের সহিত তাঁহাদের পরিচয় প্রার্থনীয়।

'প্রেমধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-রূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিলাম—'শবরীর শ্রীরাম মিলন', 'গোপীপ্রেম' ও 'ভক্তের অভিযান'। পাঠক প্রেমধর্মের সারকথা ঐ পরিশিষ্টে প্রাপ্ত হইবেন।

৩০শে ফাল্গুন
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ



শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

গীতায় ঈশ্বরবাদ	মূল্য	১॥০
উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)	,,	১।০
বেদান্ত পরিচয়	,,	১।০
কর্মবাদ ও জন্মান্তর	,,	১।০
অবতার-তত্ত্ব	,,	১৲
যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	,,	১।০
বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা	,,	১৲
রাসলীলা	,,	১৲
মেঘদূত	,,	৸০
সাংখ্য পরিচয় (যন্ত্রস্থ)		

সূচীপত্র



প্রেম ধর্ম



উপক্রম

প্রেমধর্মের সার কথা এই—ভগবান্ প্রেমময়—God is Love—প্রেম দ্বারাই তাঁহার সঙ্গে মিলন ঘটিত হয়। তিনি রস-রূপ—রসো বৈ সঃ। অতএব ভাগবত-'রস' পান কি পরিবেশন করিতে হইলে, 'রসিক' হইতে হয়।

পিবত ভাগবতং রসম্ আলয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ

—ভাগবত, ১।১।৩

যিনি 'রসিক' 'ভাবুক'—পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারই এ রসে অধিকার। 'রসিক' কে ? যাঁহার মন হরি-স্মরণে স-রস—যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ (জয়দেব)। 'ভাবুক' কে ? যিনি ভাবে উক। ভক্তির যে ঘনীভূত দশা, উহাই ভাব—উহারই নামান্তর প্রেম। যাঁহার চিত্ত প্রেমে গদগদ, ভাবে বিভোর—তিনিই 'ভাবুক'। বলা বাহুল্য এরূপ 'ভাবুক', এরূপ 'রসিক' জগতে সুদুর্লভ। চণ্ডীদাস বলিতেন—

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।

তা'ই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন, রসিক এতই বিরল যে, আজ পর্যন্ত মাত্র নয় জন রসিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই নব রসিক কে কে? জয়দেব-পদ্মাবতী, বিদ্যাপতি-লছিমা, চণ্ডীদাস-রামী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি এবং রায় রামানন্দ—রামানন্দ একাধারে পুরুষ ও নারী। অর্থাৎ খৃষ্টানেরা যেমন বলেন, এই দুই হাজার বৎসরে এক জন মাত্র খৃষ্টানের উদয় হইয়াছে এবং 'he died with Jesus Christ'—যিশুখৃষ্টের মৃত্যুতেই তাঁহার অন্তর্ধান—এ সেই ধরণের কথা।

রসরূপ ভগবানে যে প্রেম-নিবেদন—বৈষ্ণবেরা বলেন, উহাই জীবের চরম, পরম, পঞ্চম পুরুষার্থ।

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু

* * *

এই ত' পরম ফল পরম পুরুষার্থ
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। —চরিতামৃত

অতএব প্রেম সাধন নয়, সাধ্য—উপায় নয়, উপেয়,—গৌণ নয়, মুখ্য অর্থাৎ End in itself.

তাঁর ভক্তি বিনা জীবের না যায় সংসার
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার

* * *

তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়

* * *

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন
কৃষ্ণমাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ

* * *

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।—চরিতামৃত

এই মর্মে আমরা শুনিতে পাই—

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো! —হরিভক্তি-সুধোদয়

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
—ভাগবত, ৯।৪।৪৯

অর্থাৎ, ভক্ত ভগবানের সেবা করিয়াই তুষ্ট—নশ্বর স্বর্গাদিতে তাঁহার লোভ ত' নাইই—অধিকন্তু সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তিনি হেলায় তাহা পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য ভক্তভাবে ভাবিত চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ইহাই ভক্তের true attitude। ভক্ত বলেন—

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরো, সেবা করি সুখী করো
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥

সেইজন্য প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে মোক্ষ-বাঞ্ছাও কৈতব এবং প্রেম-ধর্ম সেই ধর্ম, যাহাতে কৈতব নিঃশেষে নিরস্ত—'প্রোজ্ঝিত'।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাম্—ভাগবত, ১।১।২

শ্রীধর স্বামী ইহার টীকায় বলেন,'প্রোজ্ঝিতে'র 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।

• কৈতব কি ?

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব
ধর্ম-অর্থ-কাম বাঞ্ছা আদি এই সব
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান

*　　　*　　　*

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম

*　　　*　　　*

ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥—চরিতামৃত

প্রেমিকের দৃষ্টিতে ব্রহ্মণ্যদেব ব্রহ্ম নন, পরমাত্মা নন—তিনি 'ভগবান্'। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম বটেন—

এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।১

জ্ঞানীর কাছে তিনি নিষ্ক্রিয় নিষ্কল নিরবদ্য নিরঞ্জন বটেন—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্—শ্বেত, ৬।১৯

তিনিই অধে ঊর্দ্ধে, উত্তরে দক্ষিণে, পশ্চাতে সম্মুখে বটেন—স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা বটেন—তিনি 'হৃৎপদ্মকোশে বিলসৎ-তড়িৎপ্রভং' বটেন—তিনি

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ! পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈঃ হৃদি বিচিন্ত্যম্ অগাধবোধৈঃ

—ভাগবত, ১১।৮।৪৮

—কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি ভগবান্। ভক্ত বলেন—আমি সেই প্রেমময়ের পাদপদ্ম সেবার দ্বারা এই অপার ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইব—

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব—ভাগবত, ১১।২০।৫৩

সত্য বটে, ভাগবত অদ্বয় একমেবাদ্বিতীয় পরম তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ শব্দে শব্দিত করিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানম্ অদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥

কিন্তু প্রেমিকের নিকট 'ভগবান্'ই তাঁহার সার্থক ও শ্রেষ্ঠ নাম এবং ভগবানে প্রেমার্পণই জীবের নিঃশ্রেয়স (Sommum Bonum). ইহাই প্রেমধর্ম।

এই প্রেমধর্ম যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার পারিভাষিক নাম—'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব'। 'ভাগবত' কে? ভগবান্ যাঁহার পরায়ণ। 'বৈষ্ণব' কে? বিষ্ণু যাঁহার অনন্য শরণ। এরূপ ভাগবত সুলভ হইবেন কিরূপে? সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে। আর বৈষ্ণব?

বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ
তৃণাদপি সুনীচেন পড়ে গেল বাদ।

বৈষ্ণব 'বষ্টুম' নন—বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন।

এ সম্পর্কে মহাপ্রভুর আদেশ শুনুন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব
তাড়নে ভৎর্সনে কারে কিছু না বলিব
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাঙ্গয়
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব।
সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সন্তোষ
এই মত আচার ক'রে ভক্তি-ধর্ম পোষ

পুনশ্চ— উত্তম হ'য়ে আপনারে মানে তৃণাধম
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।
যেই যে মাঙ্গয়ে, তারে দেয় আপন ধন
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান
এই মত হ'য়ে যেই কৃষ্ণ নাম লয়
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়।—চরিতামৃত

বৈষ্ণবের গুণগণ গণনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন :—

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ
সব কহা না যায় করি দিগ্-দরশন।
কৃপালু অকৃত-দ্রোহ সত্যসার সম
নির্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন
সর্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক-শরণ
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত-ষড়্‌গুণ

মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী।

অন্যত্র— যাহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণনাম
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান

* * *

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে।

আর যিনি প্রেমিক ভক্ত, তাঁহার ভাব কি? চৈতন্যদেবের প্রমুখাৎ শুনুন—

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়
কৃষ্ণ-আনন্দ-সুখ-সাগরে ডুবায়।

চৈতন্যদেব এই প্রেমিক ভক্তের ভাব অভিনয় করিয়া কিরূপ আচরণ করিতেন, কবিরাজ-গোস্বামী-কৃত তাহার বর্ণনা এইরূপ :—

অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়ানে
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে।

সেই ভাগবতের প্রাচীন কথা—

এবং-বৃতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মত্তবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥—ভাগবত, ১১।২।৪০

আমি শুষ্ক তার্কিক—কর্কশ জ্ঞানবাদী—নীরস দর্শন-বিজ্ঞান নিয়া কাল কাটাই—আমি জানি আমার পক্ষে স্নিগ্ধ নবীন প্রেম-বৃন্দাবনে প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান
--চরিতামৃত (মধ্যলীলা, নবম অধ্যায়)

—আমি ঐরূপই 'অভাগিয়া'। আমি মানি প্রাচীনদিগের উপদেশ—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ—'অরসিকের কাছে রসের প্রসঙ্গ করিও না'—তিন সত্যি দিয়া বারণ—সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দিব্য দিয়া মানা—'অভক্তের মুখে ভক্তির কথা শুনিও না'--তথাপি (কালিদাসের ভাষায় বলি)—'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ'। আমার এ চাপল্যের হেতু এই—কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রেমগ্রন্থ এবং খৃষ্টীয় ও স্থফি মিষ্টিক্‌দিগের মিষ্টিক্ সাহিত্যের একটু নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলে এমন সকল অমোঘ ও অমূল্য তত্ত্বরত্নের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যে, চিত্তে অভিলাষ জাগিয়াছে পাঠকের সঙ্গে তাহার রসাস্বাদ করি, ভাবের আদান প্রদান করি, চিন্তার বিনিময় করি। সেই জন্যই এই দুঃসাহস।

বলা বাহুল্য, প্রেমধর্মের বিবৃতি করিতে আমি ঐ সকল শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিব, এবং আমাদের বঙ্গীয় বৈষ্ণব

পদাবলীর যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিব। ঐ পদকর্তাদিগের সার্থক নাম 'মহাজন'—তাঁহারা মহাজন—আমরা তাঁহাদিগের খাতক। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বিশেষতঃ তাঁহারা ভগবানের চারণ—পশ্চিমদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'Troubadours of God', 'Poets of the Infinite', 'Minnie-Singers of the Holy Ghost', প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের মিষ্টিক্ অনুভূতিকে ভাষায় আকার দান করিয়া চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু প্রারম্ভেই একটা বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করি। চৈতন্যদেব রূপ-গোস্বামীর নিকট ভক্তিতত্ত্বের বিবরণ করিবার উপক্রমে বলিয়াছিলেন—

পারাপারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু—চরিতামৃত

আমাদের আলোচ্য বিষয় (প্রেমধর্ম) অতি ব্যাপক ও বিশাল—ইহার কতটুক্ আমার ছুঁইবার সামর্থ্য—'I can only touch the fringe of this vast and complicated subject'.

সম্বোধিলাভের অনন্তর বুদ্ধদেব অনেক বৎসর ধরিয়া প্রভূত 'দেশনা' শিষ্যবর্গকে শুনাইবার পর আনন্দ একদিন তথাগতকে জিজ্ঞাসিলেন—'প্রভু! আপনি কি সমগ্র বলিয়াছেন?' বুদ্ধদেব তখন এক বিশাল বিটপিতলে সমাসীন ছিলেন—তিনি বৃক্ষচ্যুত কয়েকটী পত্র উঠাইয়া লইয়া উত্তরে বলিলেন,— 'বৃক্ষস্থিত পত্রাবলীর সহিত বৃক্ষচ্যুত এই কয়েকটীর যে সম্বন্ধ, উপদিষ্ট দেশনার সহিত সমগ্র তত্ত্বাবলীর সেই সম্বন্ধ।' অর্থাৎ, 'চরিতামৃতে'র ভাষায়—

মোর মন তুচ্ছ—এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু
মোর মন ছুঁইতে নারে তার এক বিন্দু !

যেখানে বুদ্ধদেবের এই আত্মগ্লানি এত দৈন্য, সেখানে 'অন্যে পরে কা কথা'—বিশেষতঃ আমার মত অনধিকারীর !

প্রেমভক্তির কথা বলিতে সর্বদা আরও সংকোচ হয়—কেন না,

উষ্ট্রো যথা চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা, ন তু চন্দনস্য ।

পাছে—সেই পরিচিত উষ্ট্রের দশা ঘটে ! এই কঠিন কঠোরে সেই প্রেমময় 'রসো বৈ সঃ' আমাদের সহায় হউন !

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মধু ব্রহ্ম

আমরা 'উপক্রমে' দেখিয়াছি, প্রেমধর্মের সার কথা—ভগবান্ প্রেমময়। যিশুখৃষ্ট সর্বদা বলিতেন—'God is Love'—ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মার্কিন মনীষী এমারসান্ বলিয়াছেন—'The essence of God is Love'; অর্থাৎ তিনি প্রেমঘন—Bubbling Fountain of Love—প্রেমের অজস্র উৎস, অফুরন্ত প্রস্রবণ! তিনি প্রেমময়—তাঁহা হইতে প্রেমধারা অবিরত উৎসারিত হইতেছে। ইহা এ-দেশের প্রাচীন কথা। সেই পুরাতন উপনিষদের যুগে ঋষিরা গম্ভীর রবে প্রচার করিয়াছিলেন—

'রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি…এষ এব আনন্দয়াতি—তৈত্তিরীয়, ২।৬।১

[অয়ং = অধিকারী—শঙ্করানন্দ]

স এষ রসানাং রসতমঃ (Supremest Delight)—তিনি রসঘন, আনন্দরূপ (Dolce Amore = Sweetest Love)। এই রস হইতেই রাসশব্দ—যেখানে রসের, প্রেমের প্রপূর্তি (acme).

এই রসতত্ত্ব বিবৃত করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাক্ রসঃ, বাচ ঋক্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ অষ্টমো যদ্ উদ্গীথঃ॥

—ছান্দোগ্য, ১।১।২-৩

সামবেদে ওঁকারের প্রতিশব্দ উদ্‌গীথ—

অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথঃ—ছা, ১।৫।১
ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এই :—

স এষ উদ্‌গীতাখ্য ওঁকারঃ ভূতাদীনাং উত্তরোত্তররসানাম্ অতিশয়েন রসঃ রসতমঃ।

সকলেই জানেন ওঁকার ব্রহ্মের গুহ্য নাম *—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—
—অতএব উপনিষদ্ ইহার দ্বারা বলিলেন, ব্রহ্মই রসতম, পরম পরার্দ্ধ্য রস।

রস কি? রস আনন্দের দ্রব, নির্য্যাস।

রসঃ সারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দো হ্লাদ উচ্যতে।
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ ॥

—সুরেশ্বরাচার্য্যের দীপিকা

রস আনন্দদ্রবঃ স্বয়ং প্রকাশমানানন্দঃ—শঙ্করানন্দ

অর্থাৎ স্ব-ভাবে যাহা প্রেম, অনুভবে তাহাই আনন্দ।

ব্রহ্মই পরমানন্দস্বরূপ—

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।
বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম
আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

*এই ওঁকারকে লক্ষ্য করিয়া কঠ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—
সর্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওঁ ইত্যেতৎ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥—১।২।১৫-৬

অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল আনন্দ নন, তিনি ভূমানন্দ—'অতিগ্নীম্ (acme) আনন্দস্থ'।

অন্যভাবে উপনিষদ্ বলেন, তিনি 'মধু'—খৃষ্টানের 'ডোলচি' (sweet), বৈষ্ণবের 'মধু হ'তে মধু, তুমি প্রাণ বঁধু'—মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। † বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'মধুবিদ্যা'য় এই 'মধু ব্রহ্মে'র উপদেশ আছে। এই মধুবিদ্যা আথর্ব্বণ দধ্যঙ্ ঋষি আদিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করিয়াছিলেন—

ইদং বৈ তৎ মধু দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ অশ্বিভ্যাম্ উবাচ—বৃহ, ২।৫

মধুবিদ্যা কি? মধুবিদ্যার সার এই যে, ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা—প্রভৃতি সমস্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে সেই তেজোময় অমৃতময় মধুময় পুরুষ, সেই 'মধু ব্রহ্ম' বিরাজমান।

'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং শারীর স্তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়মেব স যোঽয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বম্॥

ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, আসাম্ অপাং সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চ অয়ম্ আসু অপ্সু তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চ অয়ম্ অধ্যাত্মং রৈতসঃ * তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব স যোঽয়ম্ আত্মা, ইদং অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বম্॥ ইত্যাদি ইত্যাদি

—বৃহদারণ্যক, ২।৫।১-১৯

---

† মধু হইতেই মধুর শব্দ 'র' প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ—যেমন 'বিদু' হইতে বিদুর এবং 'ধী' হইতে ধীর। মধুর শব্দ উপনিষদে নাই, কেবল গর্ভোপনিষদে আছে,—'মধুরাম্লতিক্তকটুকষায়রসান্ বিন্দতি।

* রৈতসঃ-রেতঃ-সম্বন্ধী

সেইজন্য ঋষিদিগের প্রেমপূত দৃষ্টিতে নিখিল বিশ্ব মধুময় বোধ হইত। ঋগ্‌বেদের 'মধু' মন্ত্র স্মরণ করুন—

মধু বাতা ঋতায়ন্তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ †

এই মধু কে ক্ষরণ করেন? মধু-ব্রহ্ম।

মধু ক্ষরতি তদ্ ব্রহ্ম—মহানারায়ণ, ১৩।১
মধু ক্ষরন্তি যদ্ ধ্রুবম্—অথর্ব্বশিরঃ, ৬

ধ্রুব কে? সেই মধু ব্রহ্ম—

বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ—বৃহ,৪।৪।২০

যিনি প্রেমময়, আনন্দময়, মধুময়,—যিনি 'রসো বৈ সঃ'—'প্রিয়' 'প্রেয়স্'* তাঁহার সার্থক সংজ্ঞা।

প্রিয়ম্ ইত্যেনং উপাসীত---বৃহ, ১।৪।৩
আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত---বৃহ, ১।৪।৮

ব্রহ্ম কেবল নিজে প্রিয় নন, যে কেহ—বস্তু বা ব্যক্তি, আমাদের প্রিয় হয়—তাহাদের প্রিয়তার কারণ এই যে, ঐ মধু ব্রহ্ম তাহাদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন—

না বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। * * ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি—বৃহ, ২।৪।৫

† এই মন্ত্র বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (বৃহ, ৬।৩।৬)।
* 'প্রেয়স' হইতে প্রেয়সী—যেমন 'বণিত' হইতে বণিতা।

অর্থাৎ 'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না—আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না—আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না,—আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না—আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।' এ আত্মা পরমাত্মা, ঐ 'মধু ব্রহ্ম'। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির তাৎপর্য এই যে, যখনই জীব কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আনন্দ অনুভব করিয়া সেই বিষয়ের প্রেমিক হয়, তখন সে বস্তুতঃ-পক্ষে সেই মধু-ব্রহ্মের ভূমানন্দের কণিকামাত্র আস্বাদন করে—কারণ, 'এষ হ্যেব আনন্দয়াতি'—তিনিই আনন্দের উৎস। তা'ই কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—Where pleasure is, there is God. অতএব তিনি শুধু প্রেয়: নহেন—তিনি পুত্রের অপেক্ষা, বিত্তের অপেক্ষা, অন্য সমস্তের অপেক্ষা প্রেয়:—প্রেয়: অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ—বৃহ, ১।৪।৮

অর্থাৎ তিনি প্রিয়-তম—

অস্মাৎ সর্বস্মাৎ প্রিয়তমঃ আনন্দঘনং হি—নৃসিংহতাপনী

তা'ই রাধা বলেন—'ডেকেছেন প্রিয়-তম কে রহিবে ঘরে ?'

তিনিই পিতম্—

পিতম্‌সে যব লগন লাগি ক্যা বিজ্যুৎ ক্যা রাশি হ্যায় (রাশি—উল্কা)।

তিনি পরম প্রেমাস্পদ (The Beloved)—

অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ—পঞ্চদশী

তিনি বামনী (Lord of Love), তিনি সংযদ্‌-বাম (Refuge of Love)।

এতং সংযদ্‌-বাম ইত্যাচক্ষতে এষ উ এব বামনী—ছান্দোগ্য।

তিনি দয়িত, বণিত—

তদ্ হ তদ্বনং নাম—তদ্বনম্ ইত্যুপাসিতব্যম্—কেন উপনিষৎ

সুফিদিগের ভাষায়, আমরা 'আসিক' (Lover), তিনি মাসুক (Beloved)—আমরা প্রেমিক, তিনি প্রেমাস্পদ এবং তাঁহার সহিত আসনাই বা প্রেম করাই আমাদের চরম পরম পুরুষার্থ।

সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা—নারদ

এ প্রসঙ্গে সুফি কবি জামির একটি কবিতা শুনুন—

Each speck of matter did He constitute
A mirror, causing each one to reflect
The beauty of His visage.
His beauty everywhere doth show itself,
And through the forms of earthly beauties shines
That heart which seems to *love*
The fair ones of this world, loves Him alone.
He alike

The treasure and the casket. "I" and "Thou"
Have here no place, and are but phantasies,
Vain and unreal.

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—তিনি শুধু প্রিয় নন—তিনি 'অস্তি' 'ভাতি' 'প্রিয়ঃ'—তিনি 'ত্রেধাত্মা'—Trinity in Unity—তস্মৈ ত্রেধাত্মনে নমঃ। তিনি 'সচ্চিদানন্দরূপায়'—তিনি সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্—সৎ, চিৎ, আনন্দ—সেণ্ট অগাষ্টিনের ভাষায়, He *is* unchangeably (সৎ), *knows* unchangeably (চিৎ) and *desires* unchangeably (আনন্দ)।

সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদি-স্বরূপ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হইতে হয়
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহ সমাশ্রয়
সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য, কারণের কারণ
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ।—চরিতামৃত

খৃষ্টানি ভাষায়—তিনি is 'the Fount of all Life, the Object of all Love, the Light of a finite World,'

পুনশ্চ 'God is pre-eminently the Perfect (পূর্ণম্ অদঃ)—Goodness, Truth and Beauty—সত্যং শিবং সুন্দরং *—. 'Light, Life and Love'—the Life that is vibrant in every atom, the Light that shines in every creature, the Love that embraces all in oneness.

সেইজন্য থিয়সফিতে বলা হয়—He is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss—'Omnipotent Power, Entrancing Wisdom and Radiant Love' (C. Jinarajadasa) ; অর্থাৎ তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন এবং প্রেমঘন—তিনি যুগপৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছল প্রস্রবণ—প্রতাপ (Power), প্রজ্ঞা (Wisdom) ও প্রেম (Love)-এর অফুরন্ত উৎস—Omnipotent, Omniscient, অথচ All-loving.

তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ (unshakable Power) লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে All-mighty—সর্বেশ্বর মহেশ্বর বলা হয়—

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ * *

* প্লেটোর 'The True, the Good, the Beautiful—True to the Sage, Good to the Saint, and Beautiful to the Artist.

সর্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১

এ ভাবে, তিনি 'মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্—কঠ, ২।৩।২

এ ভাবে তাঁহার শাসনে চন্দ্র সূর্য চলিত হয়, নদী প্রবাহিত হয়, স্বর্গ মর্ত্য বিধৃত হয়।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ * * এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে—বৃহ, ৩।৮।৯

এ ভাবে তাঁহার ভয়ে,

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ

ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।—তৈত্তি, ২।৮

'তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, সূর্য উদিত হন, অগ্নি ইন্দ্র যম স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন।' †

এইরূপ তাঁহার অতর্ক্য প্রজ্ঞা (unthinkable Wisdom)-কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ' (All-knowing) বলা হয়—

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ—মুণ্ডক, ২।২।৭

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী—শ্বেত, ৪।১৮

—যে পুরাণী প্রজ্ঞার বলে, তিনি 'sweetly and mightily ordereth all things'

যথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ-উপনিষদ্

† খৃষ্টানও এভাবে বলেন 'The Fear of the Lord is the beginning of wisdom'. এ Fear প্রাকৃত ভয় নয়—it is a sense of awe—'an indescribable awe, which stills all thought, while the soul gazes at the Godhead before its vision'. (C. Jinarajadasa's Mysticism)

এ ভাবে তিনি 'ভামনী' 'Rex Lux' (Lord of Splendour), 'নুর-তামাম' (compact of light) (কবীর), 'Light without measure' (da Todi), 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', 'the Eternal Light', যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি 'the Light that lighteth the World', দান্তের 'la luce eterna', মিল্‌টনের 'Hail Holy Light'.

এই ভাবে তিনি রুক্মবর্ণ—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্—
মুণ্ডক, ৩।১।৩

তিনি আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—(শ্বেত, ৩।৮) 'a Light that knoweth no night'.

God appears and God is Light
To those poor souls who dwell in night.—Blake

—তিনি 'সকৃদ্‌-বিভাতো হ্যেব এষ ব্রহ্মলোকঃ'—ছান্দোগ্য, ৮।৪।২
(ব্রহ্ম এব লোকঃ, ন তু ব্রহ্মণঃ লোকঃ—শঙ্কর)

—এবং তাঁহার অজস্র প্রেম (unfailing Love) লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে করুণাময় প্রেমময় (All-loving) বলা হয়। তিনি 'রসো বৈ সঃ, রসানাং রসতমঃ', তিনি Dolche Amore—Sweetest Love, তিনি রসামৃতসিন্ধু, তিনি আনন্দং ব্রহ্ম, তিনি 'মধু হ'তে মধু'—মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং, তিনি পিতম্, Beloved, বামনী, দয়িত, বণিত।

তবেই দেখিলাম, ভগবান্ কেবল প্রেমঘন নন—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন ও প্রেমঘন। এতএব প্রেমধর্ম যেমন তাঁহার সহিত মিলন মার্গ, তেমনি প্রতাপধর্ম ও প্রজ্ঞানধর্ম;—যেমন Path of Devotion, তেমনি Path of Action and Path of Intuition; —যেমন ভক্তিমার্গ, তেমনি কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। আগামী অধ্যায়ে এ-কথার একটু বিস্তারে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিধারা

আমরা দেখিয়াছি, ভগবান্ কেবল প্রেমঘন নন—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন ও প্রেমঘন—তিনি ত্রৈধাত্মা—Trinity in Unity—এবং তাঁহার সহিত মিলন-মার্গ ত্রিবিধ—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কেন? বিষয়টী বেশ জটিল—একটু নিবিড়ভাবে ইহার আলোচনা করিতে চাই।

গীতায় বিশ্বগুরু অর্জুনকে বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ

অর্থাৎ জীব 'মমৈবাংশঃ' (Divine Fragment)—ব্রহ্মখণ্ড—সেই সচ্চিদানন্দ-সিন্ধুর বিন্দু ('Drop of the Divine Ocean of Love'), ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ (Spark of the Divine Flame).

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ—মুণ্ডক

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন

জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ—চরিতামৃত

অগ্নিতে ও স্ফুলিঙ্গে, সিন্ধুতে ও বিন্দুতে, ব্রহ্মে ও জীবে তত্ত্বতঃ (essentially) কোন প্রভেদ নাই—কারণ, শঙ্করের ভাষায়, অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব। ইহাই বৈদিক মহাকাব্যের সার্থকতা—'তৎ ত্বম্ অসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

ব্রহ্ম যখন ত্রৈধাত্মা (Trinity), সচ্চিদানন্দ—তখন ব্রহ্মাংশ জীবও ত্রৈধাত্মা। সেইজন্য থিয়সফিতে জীবকে Triune Monad বলা হয়।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্।

খৃষ্টান মিষ্টিকের মুখেও শুনিতে পাই—

Our Soul is made trinity, like to the unmade blissful Trinity, known and loved from without beginning, and in the making *oned* to the Maker. —Julian of Norwich's Revelations of Divine Love.

আমরা দেখিয়াছি, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss—'Omnipotent Power, Entrancing Wisdom and Radiant Love'; অর্থাৎ তিনি একাধারে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছল প্রস্রবণ, যুগপৎ Life, Light and Love-এর, অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা এবং অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস।

জীব যখন ব্রহ্মখণ্ড, তখন নিঃসন্দেহ জীবের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের ঐ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম নিত্য বিদ্যমান। জীবে ও ব্রহ্মে, made-Trinityতে ও unmade-Trinityতে ভেদ এই মাত্র যে, ব্রহ্মে যাহা সুব্যক্ত, জীবে তাহা অব্যক্ত; ব্রহ্মে যাহা প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন; ব্রহ্মে যাহা পূর্ণ-বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। সেইজন্য ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২)। কিন্তু তথাপি সেই ব্রহ্ম-সিন্ধুর ভাব জীব-বিন্দুতে বর্তমান—কারণ, God made Man in His image—in His image did *He* make Man. (Bible)

চিত্তের সতত-সঞ্চরমাণ বহির্মুখ গতি প্রত্যাহার দ্বারা স্থগিত করিয়া যদি একবার 'আবৃত্ত-চক্ষু' হই এবং অন্তর্দৃষ্টির (introspec-

tion-এর) সাহায্যে আমাদের 'অহং' বা অন্তরস্থ জীবের প্রতি প্রেক্ষকভাবে লক্ষ্যপাত করি, তবে দেখিতে পাই তিনটী শক্তির ধারা ঐ জীব হইতে উৎসারিত হইতেছে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া– Power of action, Power of emotion, and Power of thought; অর্থাৎ জীব একাধারে কর্তা, ভোক্তা, ও জ্ঞাতা—ক্রিয়াশক্তির ফলে সে কর্তা, ইচ্ছাশক্তির ফলে সে ভোক্তা এবং জ্ঞানশক্তির ফলে সে জ্ঞাতা। এই শক্তিত্রয় বিবিক্ত নয়, শবলিত (intermingled); কিন্তু তথাপি 'বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ' এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া—জ্ঞানশক্তিতে জ্ঞানের, ইচ্ছাশক্তিতে ইচ্ছার এবং ক্রিয়াশক্তিতে ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া এই শক্তিত্রয়ের ঐরূপ নামকরণ করা হয়। জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায় (Cognition-এ), ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বাসনায় (Emotion-এ), এবং ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation বা Action-এ)

একটু গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টি করিলেই ধরা যায় যে, ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—জীবাত্মার উর্দ্ধতন ভূমিতে প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিরই আভাস বা reflection ; অর্থাৎ নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি (Power of Action), উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সন্ধিনী; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire), উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought), উচ্চতর গ্রামে তাহাই সম্বিৎ। আর একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা যায় যে, জীবাত্মায় ঐ সন্ধিনীশক্তি প্রতাপ (Power)-রূপে, ঐ সম্বিৎশক্তি প্রজ্ঞা (Wisdom)-রূপে

এবং ঐ হ্লাদিনীশক্তি প্রেম (Love)-রূপে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত হয়।*

. আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মে ঐ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীশক্তি —ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পূর্ণ-বিকশিত কিন্তু প্রারম্ভে 'মমৈবাংশঃ' জীবে তাহারা বীজাবস্থ। কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়—জীবে যে সকল শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকট হয়; যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা সুব্যক্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমাভিব্যক্তি—Evolution (E = out and volvo = to roll). ঐ সকল সুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ঐ সকল অব্যাকৃত সম্ভাবনাকে ব্যাকৃত করিবার জন্যই জীবকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম—গীতা, ১৪।৩

(মহদ্‌ব্রহ্ম = প্রকৃতি)

বাইবেল এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—He is sown in weakness, to be raised in power. 'Sown in weakness'—জননীর কুক্ষিতে কলল যেমন ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত জীবের প্রচ্ছন্ন শক্তি ঐরূপ ক্রমশঃ বিকশিত হয়। বিবর্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া জীব ধীরে ধীরে জন্মে জন্মে অগ্রসর হয়—স্থাবর হইতে জঙ্গম হয়, পাদপ হইতে পশু হয়—শেষে লক্ষ লক্ষ যোনি অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-পদবীতে উন্নীত হয়। প্রতি জন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে জীবের অভ্যন্তরে নিহিত ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অল্পাধিক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে জন্য দেখা যায় অসভ্য মানুষে ঐ তিন শক্তি স্তিমিত, নির্বল থাকে। অর্দ্ধসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া সুসভ্য হইলে তবে ঐ সকল শক্তির বিকশিত আকার লক্ষ্য করা যায়।

* এ সম্পর্কে যাঁহার সবিশেষ জিজ্ঞাসা আছে, তিনি ১৩৪২ কার্ত্তিকের 'ব্রহ্মবিদ্যা'র সংকৃত 'বেদান্ত ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

ক্রিয়াশক্তির প্রসঙ্গে হ্যানিবল্, জুলিয়াস্ সিজার, শিবজি, প্রতাপ-সিংহ, ক্রমোয়েল্, নেপোলিয়ন্, রঞ্জিৎ সিং প্রভৃতির কথা মনে করুন—ইঁহাদের কর্মশক্তি কি উদগ্র, কি স্ফূর্ত! কোন বাধাই ইঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারে না, বিঘ্ন বিপত্তি ইঁহাদের ক্রিয়াশক্তিতে ইন্ধন যোগ করে মাত্র। ইঁহারা Hero-type, বীর।

উচ্চতর ভূমিতে যখন এই ক্রিয়াশক্তি সন্ধিনীতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা মহর্ষি মরুদেবের সাক্ষাৎ পাই—যাঁহাকে থিয়সফিতে Master M. বলা হয়—যিনি আগামী মন্বন্তরের ভাবী মনু—আর সাক্ষাৎ পাই আর্যজাতির আদি-পিতা বৈবস্বত মনুর এবং পরমর্ষি নর-নারায়ণের।

অর্জুনে চ নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

মহাভারত নর-নারায়ণ ঋষির প্রসঙ্গে 'দুর্দ্ধর্ষ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—

নরস্ত্বমসি দুর্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥—উদ্‌যোগ-পর্ব

ইঁহারা অপরাজিত জেতা, প্রকৃত 'Practical Mystics'—কর্মবীর—অমোঘ অদম্য কর্মিষ্ঠ; ইঁহাদের কি tremendous driving power—power 'that makes all things new'! এক কথায়, ইঁহারা সন্ধিনীশক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি।

ইচ্ছাশক্তির প্রসঙ্গে নানক, কবীর, তুলসীদাস, বিল্বমঙ্গল, মীরাবাই, Saint Francis, Elizabeth of Sienna, মাদাম্ গিয়ন্ প্রভৃতির কথা মনে করুন। ইঁহাদের ইচ্ছা বা কামশক্তি কি চমৎকারী, কি কমনীয়! ইঁহারা অধম কামকে উত্তম প্রেমে উত্তোলিত করিয়াছেন। মৈত্রী করুণা প্রীতি ভক্তি ইঁহাদের মর্মগত। ইহারা Saint-type, প্রেমিক, পীর। উচ্চতর ভূমিতে যখন এই ইচ্ছাশক্তি হ্লাদিনীতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা শুক, নারদ, মৈত্রেয়দেব, ক্রাইষ্ট, শ্রীচৈতন্যের

াক্ষাৎ পাই। ইহারা বিশ্বপ্রেমিক—have realised God as
ove, ভগবান্ ইঁহাদের পরায়ণ, 'পিতম্'।

কৃষ্ণময়—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে,
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

ইঁহারা পীরোত্তম—হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্তি।

জ্ঞানশক্তির প্রসঙ্গে, শঙ্কর, রঘুনাথ, হেগেল্, প্লেটো, Saint
Augustine, Eienstein, আযভট্ট প্রভৃতির কথা মনে করুন।
হাদের কি সূচ্যগ্র ধী, কি বিচিত্র বিচার-বুদ্ধি! ইঁহাদের স্ফূর্ত জ্ঞান-
ক্তির দর্পণে জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বরাজি অবিকল প্রতিফলিত হয়।
হারা Sage-type, ধীর। উচ্চতর ভূমিতে যখন এই জ্ঞানশক্তি
ম্বিতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা বুদ্ধদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পিথা-গোরাস্, জারু-
স্ত্র প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। ইঁহাদের বিজ্ঞান প্রজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে
-ইঁহাদের বুদ্ধি বোধি দ্বারা সমুজ্জ্বল—বিশ্বজগৎ 'করকলিতকুবলয়বৎ'
মবদাত—এক কথায় ইঁহারা সেই প্রজ্ঞানঘনকে প্রজ্ঞা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম
করিয়াছেন। ইঁহারা ধীরোত্তম—সম্পূর্ণ সম্বিৎশক্তির সাকার রূপ।

বস্তুতঃ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ঐরূপ সম্প্রসারণ—
ন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিতের ঐরূপ বিস্ফূর্জনই বিবর্তনের চরম লক্ষ্য—
ltimate goal of Evolution—ইহাই জীবের নিয়তি। এ-সম্পর্কে
আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি:—

The sparks emanated from the Divine Flame are
ssentially *Sat, Chit* and *Ananda* and their destiny is,
ooner or later, to be fanned into flames—by fully
volving their latent potentialities of Power, Wisdom
nd Love, until they, Gods in the becoming, *actually*
ecome Gods.

অর্থাৎ, জীব অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তাহার নিয়তি স্ফুলিঙ্গকে সমিদ্ধ অগ্নিতে বিকশিত করা, বিন্দুকে মহাসিন্ধুতে সম্প্রসারিত করা—এক কথায় সুব্যক্ত সচ্চিদানন্দ হওয়া। ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬

জীব কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? সাধনা দ্বারা। সাধনা দ্বারা জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব, তাহার অব্যাকৃত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীশক্তি সুব্যক্ত করিতে পারিলে তবেই জীব ব্রহ্ম হইবে—তবেই জীব বুঝিতে পারিবে 'তত্ত্বমসি'—তবেই জীব বলিতে পারিবে 'সোঽহং' 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'। এইরূপ সাযুজ্য সিদ্ধির জন্য—কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি একশঃ কোন মার্গই যথেষ্ট নয়। পরমাত্মার যে চিৎ-ভাব—জীবের বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; পরমাত্মার যে আনন্দ-ভাব—জীবের আনন্দময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—ভক্তিযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; এবং পরমাত্মার যে সৎ-ভাব—জীবের হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—কর্মযোগের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকে একাধারে বীর, পীর ও ধীর (Hero, Saint and Sage) হইতে হইবে। এইরূপে যখন জীবের সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখন জীব আর জীব থাকিবে না, শিব হইবে। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবে—যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি—ক্রাইষ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে—'I and my Father are one'.

ইহাকেই ভগবান্ গীতাতে 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' বলিয়াছেন (Attainment of Divine Similitude)—ক্রাইষ্টের 'Be ye perfect as your Father in heaven is perfect'—পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, ইহা সেইরূপ সম্পূর্ণ হওয়া।

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে—চরিতামৃত

কারণ, 'All love assimilates the Soul to what it loves'. (Browning)

ইহাকেই খৃষ্টান মিষ্টিকেরা 'Deification' বলেন—'The wonder of wonders is the human made Divine'—'when He and I become One' (Eckhart)

When is the Human made Divine? When the whole Man is re-made, 'according to the pattern shewed him in the Mount'—'when caught and led out of himself, he becomes God, by condition of love.'

এই 'সাধর্ম্যম্-আগতি'র পথ দেখাইবার জন্যই ভগবান্ গীতাতে ত্রিবেণী রচনা করিয়াছেন। বিশ্বগুরু গীতায় যুগপৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দিয়া—সমন্বয়ের উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য, কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি পর্য্যাপ্ত নয়। জীবকে শিবে বিকশিত হইতে হইলে, ঐ মার্গত্রয়কেই আয়ত্ত করিতে হইবে; এক কথায় কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য করিয়া গীতা যে যুক্ত-ত্রিবেণী রচনা করিয়াছেন, সেই ত্রিবেণীতে নিস্নাত হইতে হইবে। কিন্তু সে অনেক কথা—আগামী অধ্যায়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা গীতার 'ত্রিবেণী'র কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম; কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই ত্রিধারার পুণ্য সঙ্গম সাধন করিয়া বিশ্বগুরু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ঐ নবতর কল্যাণতর ত্রিবেণী রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ত্রিবেণীতে অবগাহন করিলে জীব শিব হয়—ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করে। ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন—

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব॥

—গীতা, ১১।৫৫

অর্থাৎ সেই ভগবানের সহিত মিলিত হয়—যে তাঁহার কর্ম করে, তিনি যাহার পরম, যে তাঁহার ভক্ত, যে অনাসক্ত, যে সর্বভূতে বৈরহীন। এই শ্লোকে বিশ্বগুরু মিলন-মার্গ কি ভাবে নির্দেশ করিলেন?

যে 'মৎকর্মকৃৎ'—যে আমার নিমিত্তমাত্র হইয়া 'খোদার দস্তের দস্তানারূপে' 'in His Name and for His Sake' সঙ্গ-বর্জিত অনাসক্ত ভাবে করণীয় কর্ম করে—এক কথায় যে কর্মযোগী;

যে 'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'—যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতঃ 'সর্বত্র সমদর্শন' হইয়া—'একত্বম্ অনুপশ্যন্', যে 'ততো ন বিজুগুপ্সতে'—সর্বজীবে বৈরহীন, 'মৈত্রঃ করুণ এব চ'—একথায় যে জ্ঞানযোগী;

যে 'মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ' ভগবান্ যাহার পরায়ণ, অনন্যগতি, অদ্বিতীয় আশ্রয়, যে 'মন্ময়ঃ মদ্‌যাজী, মচ্চিত্তঃ মদ্‌গতপ্রাণঃ', ভগবানে যাহার মতিরতি, যে ভাগবতোত্তম—এক কথায় যে ভক্তিযোগী; সেই ভগবান্‌কে লাভ করে,—নান্যঃ অপরঃ।

গীতা-যুগে কর্মবাদে ও জ্ঞানবাদে বেশ বিরোধ ছিল। কর্মবাদী বলিতেন, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের একমাত্র উপায় 'কর্ম'। কর্ম-অর্থে বেদ-প্রতিপাদ্য যাগযজ্ঞ।

সর্বান্ লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি যঃ অশ্বমেধেন যজতে'—যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই যজমান সমস্ত লোক জয় করেন, মৃত্যু উত্তীর্ণ হন'

অপাম সোমম্ অমৃতা বভূম—'সোম-যাগ অনুষ্ঠান দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছি' ইত্যাদি। এমন কি জ্ঞানবাদকে অনাদর করিয়া তাঁহারা সনির্বন্ধে বলিতেন—

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্—মিমাংসাসূত্র, ১।২।১

'কর্ম ই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য—বেদে তদতিরিক্ত যে সকল বচন আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র—নিরথক।'

এ মতের প্রতিবাদ করিয়া জ্ঞানবাদী বলিতেন—প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞ-রূপাঃ—'সংসার-তরণের পক্ষে তোমার যজ্ঞরূপ কর্ম অতিশয় ভঙ্গুর ভেলা'—কর্মের ফল কেবল যে অচিরস্থায়ী, তাহা নয়; কর্ম আবার বন্ধের কারণ—কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ। অতএব নিঃশ্রেয়সের উপায় কর্ম নয়—জ্ঞান। কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নয়, কর্মত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব অর্জন করা যায়।

ন কর্মণা ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বম আনশুঃ

অর্থাৎ, এক কথায় জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ। এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করিয়া বিবাদীদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন। গীতা বলিলেন, কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে—

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—গীতা

কিন্তু কষায়পক্তিঃ কর্মভিঃ—কর্ম ভিন্ন চিত্ত-শুদ্ধি অসম্ভব। অতএব জ্ঞানে পহুঁছিতে হইলে কর্মদ্বারে অগ্রসর হইতে হইবে।

গীতা আরও বলিলেন—অকৌশলে কর্ম করিলে কর্ম বন্ধের কারণ হয় বটে, কিন্তু এমনভাবে কর্ম করা যায় যে, কর্মও কৃত হইবে অথচ কর্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না। ইহাই কর্মের কৌশল,—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।

এইরূপ কর্মের কৌশলকে কর্মযোগ বলে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিলে তবে ঐ কর্ম-যোগে উপনীত হওয়া যায়। সে সোপানত্রয় কি কি?

(১) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন;

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। গীতা, ৩।৪৭

'কর্মেই তোমার অধিকার; ফলে কখনও নয়।' অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া, সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া অনাসক্ত নিষ্কামভাবে কর্ম কর।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপম্ অবাপ্স্যসি॥—গীতা ২।৩৮
তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর—গীতা, ৩।১৯

(২) কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ;

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্তারং স পশ্যতি॥—গীতা, ১৩।২৯

'যিনি সকল কর্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনি যথার্থদর্শী।

(৩) ঈশ্বরার্পণ, ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম-সমর্পণ ;

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥—গীতা, ৯।২৭-২৮

'যাহা কিছু কর্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্যা, সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ-অশুভ সমস্ত কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে।'

সব কর্মের ঈশ্বরার্পণ ভিন্ন যখন কর্মযোগ সম্পূর্ণ হয় না, তখন ভগবদ্ভক্তি যে কর্মযোগের বিশিষ্ট অঙ্গ—এ কথা সুনিশ্চিত। সেইজন্য বিশ্বগুরু বলিতেছেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥—গীতা, ৫।১০

'ঈশ্বরে কর্মার্পণ করিয়া, আসক্তি-রহিত হইয়া যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।' বস্তুতঃ, ভক্ত না হইলে কর্মী কিরূপে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করিবেন?

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদ্‌অবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥—গীতা, ১৮।৫৬

'সর্বদা সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।'

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥—গীতা, ১২।৬

কর্মযোগী 'সমস্ত কর্ম ভগবানে সন্ন্যাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-যোগ দ্বারা ধ্যান করতঃ তাঁহার উপাসনা করেন।'

গীতোক্ত কর্মযোগের সহিত জ্ঞানের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পাঠক তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ, গীতোপদিষ্ট কর্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধক কর্মী হইলেই যথেষ্ট নয়, তাঁহাকে জ্ঞানীও হইতে হয়—কারণ, জ্ঞানী ভিন্ন কে কর্তৃত্বাভিমান পরিহার করিতে পারে? এ-সম্পর্কে গীতা বলিয়াছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥—গীতা, ৫।৪-৫

অর্থাৎ অজ্ঞ লোকই জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ মনে করে—প্রাজ্ঞ করেন না। বস্তুতঃ, যিনি জ্ঞানযোগকে ও কর্মযোগকে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী। অর্থাৎ গীতার মতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয়ই মোক্ষসাধক।

অবশ্য ঐ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান—Head-learning নহে—ম্যাডাম্ ব্ল্যাভ-ট্স্কি যাহাকে বলিতেন Soul-Wisdom সেই প্র-জ্ঞান। Head-learning শুষ্ক জ্ঞান (Dry Intellectualism) 'অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান' (চরিতামৃত), বিফল পাণ্ডিত্য—বুদ্ধির পাঁয়তারা, Intellectual Gymnastic। এরূপ পাণ্ডিত্য হইতে নির্বিন্ন হইতে হইবে—

তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।—বৃহ, ৩।৫।১

খ্রীষ্টানের মুখেও শুনিয়াছি—'Cease therefore from an inordinate desire for knowledge—for therein is much distraction and deceit.'

তত্ত্বজ্ঞান (Soul-Wisdom) কি ? ওঁ তৎ-সতের **জ্ঞান—প্রজ্ঞান,** যদ্দ্বারা সমদর্শন হওয়া যায় (সর্বত্র সমদর্শনঃ)—সর্বজীবকে **ঈশ্বরে** দর্শন করা যায়—যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি—গীতা, ৪।৩৬

অর্থাৎ, It enjoyeth all creatures in God and God in all creatures.—Meister Eckhart.

ইহাকেই প্রাচীন গ্রীকেরা Theophany বলিতেন—'seeing God in every creature'.

গীতার কথায়, সর্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২৯

অর্থাৎ জ্ঞানযোগী ঐ সমদৃষ্টির ফলে

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি

* * *

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে—চরিতামৃত

Every living thing is a theophany—to 'see God in nature' is the simplest form of illumination—the infinite Life immanent is all living things.'

ঐরূপ জ্ঞান হেয় নয়, যে জ্ঞান দ্বারা

বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥—গীতা, ৭।১৯

জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে ঐরূপ সুদৃষ্টি লাভ হয়—যাহার ফল সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন—যখন Every bush seems afire with God (Browning).

সেই জন্য বিশ্বগুরু বলিলেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—গীতা, ৪।৩৮

কারণ, ঐরূপ জ্ঞান—সেই 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং', সেই 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানম্ অদ্বয়ং' (ভাগবত)—ভগবানের সহিত সঙ্গম ঘটাইয়া দেয়।

অতএব, সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি—গীতা, ৪।৩৭

এই যে পরম জ্ঞান (প্র-জ্ঞান), তাহারই চরম পরাভক্তি—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা (গীতা, ১৮।৫০)—which is the apotheosis of wisdom. অতএব প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে বিরোধ হইবে কিরূপ? প্রকৃত ভক্তি ত' 'ভাবকতা' নয়—ভাবপ্রধান অন্ধ নগ্ন ভক্তি নয়—জ্ঞানগন্ধহীন কর্মবিরহিত 'জ্ঞানকর্মাদ্যসংবৃত' রতি মাত্র নয়—যেমন প্রকৃত জ্ঞান, 'Head learning' মাত্র নয়। সেই জন্য গীতা জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী।—১৩।১১

'অনন্য-যোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী (unshakable) যে ভক্তি—তাহাই জ্ঞান।'

জ্ঞানী—যিনি সর্বভূতে ভগবদ্-ভাব দর্শন করেন (সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবম্ আত্মনঃ—ভাগবত, ১১।২।৪৩)—গীতার মতে তিনিই সকল ভক্তের শ্রেষ্ঠ—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।—৭।১৭

কেন? যেহেতু তিনি ভগবানের একান্ত ভক্ত। এরূপ জ্ঞানী যেন ভগবানের আত্মা—ভগবান্ তাঁহার এতই প্রিয়!

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥—গীতা, ৭।১৮

ঐরূপ জ্ঞানীই ভগবান্‌কে পরায়ণ করিয়া রাগ-ভয়-দ্বেষ-রহিত হইয়া জ্ঞানরূপ তপস্যার ফলে ভগবদ্-ভাব প্রাপ্ত হন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ॥—গীতা, ৪।১০

জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়? 'বর বড় না কনে বড়?' এ প্রশ্নের মতই নিরর্থক। দ্বিচক্র নহিলে যান যেমন অচল, দ্বিপক্ষ নহিলে পক্ষী যেমন পঙ্গু—তেমনি জীব-বিহঙ্গকে যদি বৈকুণ্ঠের পরব্যোমে উড্ডীন হইতে হয়, তবে জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই পক্ষে ভর করিতে হইবে। অতএব আমরা বলি, জ্ঞান ও ভক্তি তুল্যমূল্য।

অবশ্য এ কথা খুবই ঠিক্ যে—

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে—চরিতামৃত

নৈষ্কর্ম্যম্ অপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানম্ অলং নিরঞ্জনম্।—ভাগবত, ১৫।১২

'নিরুপাধি নির্মল জ্ঞানও ভগবদ্‌ভক্তি রহিত হইলে বিন্দুমাত্র শোভা পায় না'—

শ্রেয়ঃ স্তৃতিং ভক্তিম্ উদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।—ঐ, ১০।১৪।৪

'যাহারা কল্যাণপ্রদ ভক্তি বিসর্জন করিয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞানের জন্য ক্লেশ করে, তাহাদের পরিশ্রমই সার হয়।'

এক কথায় কর্ম, যোগ, জ্ঞান—

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল
কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা তারা দিতে নারে বল—চরিতামৃত

সেইজন্যই গীতা ভক্তির স্তুতি-গীতিতে মুখরিত—সেইজন্যই বিশ্বগুরু এতভাবে ভক্তির প্রাধান্য সূচিত করিয়াছেন।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতাণি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥—গীতা,৮।২২

'হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ—যিনি সর্বব্যাপী, সমস্ত ভূত যাঁহাতে অবস্থিত—তাঁহাকে অনন্য-ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়।'

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥—গীতা, ৬।৩১

'যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থ আমাকে (ভগবান্‌কে) ভজনা করেন, তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন।'

এমন কি, (গীতার মতে) সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥—গীতা, ৬।৪৭

অতএব গীতার উপদেশ এই যে, যদি মৃত্যুময় সংসার উত্তীর্ণ হইতে চাও, তবে শ্রীভগবানে মন সমর্পণ কর, তাঁহাতে বুদ্ধি স্থাপন কর—তবেই দেহান্তে নিঃসংশয় তাঁহাতে বাস করিবে—

ময্যেব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥—গীতা, ১২।৮

অধিক কি, সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

—গীতা, ১৮।৬৪-৬৫

'হে অর্জুন! সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমায় হিত বলিতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর; এরূপ করিলে আমাকেই পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।'

ভাগবত এই সকল কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুকী-অপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

'ভগবানে অহৈতুকী অব্যভিচারা ভক্তি—ইহাই জীবের পরম ধর্ম—ইহার দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।'

ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

'কেবল শ্রদ্ধান্বিত ভক্তি দ্বারাই সাধুরা আমাকে প্রিয় আত্মা-রূপে প্রাপ্ত হন।'

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যঃ ধর্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥—ভাগ, ১১।১৪।২০

ভগবান্ বলিতেছেন 'হে উদ্ধব! উর্জিতা ভক্তি আমাকে যেমন বশ করে, যোগ, জ্ঞান, ধর্ম, তপঃ, ত্যাগ কোন কিছুতেই সেরূপ পারে না।'

পুনশ্চ ভাগবত বলিতেছেন, এমন কি যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন, যাঁহারা জ্ঞানের চরম চূড়ায় অধিরূঢ়—সেই মুনিগণও উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অহৈতুকী ভক্তি কি? হেতু-হীন ভক্তি।

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে
এই যাঁহা নাই সেই ভক্তি অহৈতুকী
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী।—চরিতামৃত

অতএব

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত-শিরোমণি—চরিতামৃত

ভাগবতের ঐ 'আত্মারাম' শ্লোকের মূলও আমরা গীতায় প্রাপ্ত হই। গীতাও বলিয়াছেন—এমন কি যিনি জ্ঞাননিষ্ঠার চরম পদবীতে আরোহণ করতঃ দম্ভ দর্প রাগ দ্বেষ অহংকার মমকারের অতীত হইয়া, শোক-মোহের পরপারে '. .' করিয়া 'ব্রহ্মভূত' হইয়াছেন, তিনিও ভগবানে পরা ভক্তি পোষণ করেন।

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
চাও ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
দে সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

—গীতা, ১৮।৫৩-৫৪

ঐরূপ জ্ঞান-সিদ্ধ সাধক ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ যে কে ও কিরূপ, তাহা যথার্থ রূপে অবগত হন এবং ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ জানিয়া অনন্তর ভগবানে প্রবেশ করেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥—১৮।৫৫

গীতার যুগে 'নান্যদ্-অস্তি'-বাদীর অভাব ছিল না—যাহারা বলিত 'No way but this—my 'ism' is the only 'ism.' 'কর্মই'

সার কিছু নাহি আর' কিম্বা 'জ্ঞানই সার, কিছু নাহি আর' অথবা 'ভক্তিই সার, কিছু নাহি আর'। গীতা একদেশদর্শী কর্মবাদ, জ্ঞান-বাদ ও ভক্তিবাদের ঊর্দ্ধে উঠিয়া, 'নান্যদ্-অস্তি'-বাদের সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া, সাধকের শ্রেয়ের জন্য যুক্ত-ত্রিবেণী রচনা করতঃ দেখাইলেন যে, 'All mystic ways (কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি) are equal, all are equally roads to God. With you one may be primus (মুখ্য) but remember it is *primus inter pares*'. There is none first and none last.' (See C. Jinarajadasa's The Nature of Mysticism, pp. 3 & 79). নান্যদ্-অস্তি-বাদী এই কথা অনেক সময় ভুলিয়া যান—সেই জন্য গীতার সমন্বয়-বাদ সত্ত্বেও কর্মী কর্মের উপর, জ্ঞানী জ্ঞানের উপর এবং ভক্ত ভক্তির উপর এখনও অত্যধিক নির্বন্ধ করেন, অতিমাত্র ঝোঁক দেন। তাই দেখি, মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের গীতা-রহস্যে কর্মের উপর অতিরিক্ত stress দিয়া কর্মকেই সারাৎসার বলা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে জ্ঞানের উপর অতিরিক্ত stress দিয়া জ্ঞানকেই সারাৎসার বলা হইয়াছে।

According to Vasistha, there is no other way to self-realisation than Knowledge. Asceticism, pilgrimage, distribution of alms, sacrifices, bathing in the sacred rivers, reading of the Scriptures, and performance of the prescribed duties, etc. are of no avail (VIb. 174, 24 ; VIb. 197, 18). It is through knowledge alone that the individual can realise his Godhead. Knowledge is the only means through which the Divine Consciousness dawns (III. 6. 1,2). Bhakti

or devotion to any personal God or a Teacher is not required, and is not of much use in Self-realisation.*

আবার কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তির উপর অতিরিক্ত stress দিয়া ভক্তিকেই সারাৎসার বলা হইয়াছে।

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়

*   *   *

মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধি-কামী সুবুদ্ধি যদি হয়
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়

*   *   *

কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে † কহে
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে

*   *   *

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন

*   *   *

পূর্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম ধর্ম যোগ জ্ঞান
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্

*   *   *

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

---

* Dr. B. L. Atreya's Deification of Man in Yoga-Vasistha.

† তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা যাবৎ শ্রদ্ধা ন জায়তে।—ভাগ, ১১।২০।৯

ইংরাজিতে একটী প্রবচন আছে—Example is better than precept—'উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ বড়'। অতএব এ-প্রসঙ্গে কয়েক জন বিশ্রুত ভক্তের উদাহরণ দেখা যাউক। প্রথম শুকদেব যিনি আজানজ্ঞানী, জন্মসিদ্ধ জ্ঞানী, জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য, যিনি পুং-স্ত্রী ভেদহীন, যাঁহার পক্ষে বাসুদেবঃ সর্বমিতি (All things are full of God.—Thales)

—যিনি

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম
যাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ

—যাঁহাকে,

যং প্রব্রজন্তম্ অনুপেতম্ অপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব—ভাগ, ১।২।২

—সেই শুকদেব পরম ভক্ত। তিনি বলেন,—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

—তাঁহার মতে, ভগবদ্‌ভক্তিই চরম পুরুষার্থ—

ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।

তাঁহার শ্রীমুখগলিত ভক্তিরস-ধারা আজিও ভক্ত-ভাবুকের প্রধান উপজীব্য। অন্যপক্ষে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করুন—যিনি 'জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি' দর্শন করিতেন, যাঁহার তন্ময়তা, ভাবময়তা, হাস্য রোদন, নৃত্যগীত—ভাগবতকার অমর তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন।

ক্বচিদ রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ হসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ।
নদতি ক্বচিদ্ উৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ॥

—যাঁহার রক্ষার জন্য

ফটিকস্তম্ভ করি বিদার
আধ সিংহ আধ নরাকার

-মূর্তিতে শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলে,—যিনি 'পরা প্রীতি, অচ্যুতা ভক্তি'-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তিঃ অচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াৎ মাপসর্পতু॥

—সেই প্রহ্লাদ শৃঙ্খলিত হইয়া পিতা কর্তৃক সমুদ্রে পাতিত হইলে সমাধি-অবস্থায় জ্ঞানের চরম চূড়ায় চড়িয়া সোঽহং ভাবে ভাবিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

মত্তঃ সর্বম্ অহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে।

এইবার, ভক্তচূড়ামণি নারদের কথা ধরুন—যিনি, সদাসর্বদা 'আনন্দ ধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি, নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে'—হরি যাঁহার প্রাণধন, হরিনাম যাঁহার মুখের বুলি—যাঁহার

করে বীণা কণ্ঠে বীণা ললিত মধুর

—সেই নারদ ভূমা-বিদ্যা লাভের জন্য পরমর্ষি সনৎকুমারের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন—'অধীহি মে ভগবন্ ইতি সনৎকুমারম্ উপসসাদ নারদঃ' (ছান্দোগ্য, সপ্তম অধ্যায়)—কারণ, নারদ বুঝিয়াছিলেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমা কি? ভূমা জ্ঞানের চরম, অদ্বৈতের একাকার অবস্থা।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি তদ্ ভূমা। ভূমাবিদ্যা লাভের অনন্তর—নারদ তমসের পরপারে উত্তীর্ণ হন। তস্মৈ দিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ (ছা, ৭।২৫।২)

সর্ব শেষ, ঐ ভগবান্ সনৎকুমারের কথা স্মরণ করুন—যিনি ঋষির ষি, পরমর্ষি, ঋষি সঙ্ঘের নায়ক (the Supreme Lord of the Hierarchy), যাঁহাকে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি 'Root base of the Hierarchy of Adepts' বলিয়াছিলেন—যিনি একাধারে বীরোত্তম, রোত্তম ও পীরোত্তম—যাঁহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যুগপৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, এক কথায় যিনি 'Pan-mystic' 'who greets with joyous rapture the great Life, as It comes down to him through any road which It chooses for Its coming'. ই ভগবান্ সনৎকুমারে সন্ধিনী-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ, অখণ্ড প্রতাপ জ্বলমান—তিনি স্বরাট্ আপ্নোতি স্বারাজ্যং—তিনি সম্রাট্ তিনি অনন্তাধিপতি' (Supreme Ruler)—অতএব চ অনন্তাধিপতিঃ ব্রহ্মসূত্র)। সেই জন্য থিয়সফিতে আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে The King লি—ছান্দোগ্য সগৌরবে তাঁহাকে 'স্কন্দ' আখ্যা দিয়াছেন—তংস্কন্দ ইত্যাচক্ষে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষে (৭।২৬।২) এবং তত্ত্বদর্শিনী শ্রীমতী বেসাণ্ট তাঁহাকে সভক্তি গদগদ স্বরে 'the mighty but mysterious *Power* standing behind human evolution' বলিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুর গুরু পরম গুরু, পরাৎপর গুরু, 'গুরূণাঞ্চ রোগুরুঃ' 'আদ্যাচার্য'—নহিলে নারদ কি তাঁহাতে শিষ্যভাবে উপসন্ন হইতেন? তাঁহার প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য দক্ষিণা-মূর্তিস্তোত্রে বলিয়াছেন—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃশিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

এক কথায়, ভগবান্ সনৎকুমারে সম্বিৎ শক্তিরও সম্পূর্ণ বিকাশ। তিনি জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য—তাঁহাতে অমোঘ প্রজ্ঞা, অমেয় Wisdom দেদীপ্যমান। অধিকন্তু তিনি 'বৈষ্ণবানাম্ অগ্রণীশঃ'—যাঁহারা বৈষ্ণবের ভাগবতের অগ্রণী, যাঁহারা ভাগবতোত্তম—ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাদেরও শিখামণি। এক কথায়, তাঁহাতে হ্লাদিনী শক্তিরও সম্পূর্ণ বিকাশ, তিনি বিশ্বপ্রেমিক—পরা ভক্তি, পরম প্রেম, অগাধ Love তাঁহাতে প্রকাশমান্। তাই বলিতেছিলাম তিনি একাধারে বীরোত্তম, ধীরোত্তম ও পীরোত্তম—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তিনি সজীব ও সাকার ত্রিবেণী। বরং পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে সরস্বতীর ধারা স্তিমিত, যমুনার ধারা গঙ্গাধারা দ্বারা শবলিত কিন্তু এই পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণী-সঙ্গমে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে বহমান!

চতুর্থ অধ্যায়

সগুণ ও নির্গুণ

প্রেমধর্ম্মের আশ্রয় ও বিষয় শ্রীভগবান্—খৃষ্টানের God, বেদান্তের ব্রহ্ম। কোন কোন আত্যন্তিক (Extremist) ভক্ত ব্রহ্ম-নামে ভীত হন; অপরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, উপনিষদের ব্রহ্ম ভগবানের 'তনু-ভা' মাত্র—যদ্ অদ্বৈতম্ উপনিষদি ব্রহ্ম তদ্ অস্য তনুভা। কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দে আপত্তির কি আছে? বিশেষতঃ যখন উপনিষদ্, গীতা ও ভাগবত একবাক্যে ভগবান্‌কে ব্রহ্মশব্দে শব্দিত করিয়াছেন।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম—উপনিষদ্

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্—গীতা, ১০।১২

অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥—ভাগবত, ১০।১৪।৩০

কবিরাজ গোস্বামীও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

এই ব্রহ্মশব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্
অদ্বিতীয় জ্ঞান, যাহা বিনা নাই আন।

এই ব্রহ্মের স্বরূপ (true Nature) কি? তিনি কি নির্বিশেষ নিরঞ্জন, নিরুপাধি, নির্বিকল্প? অথবা সবিশেষ, সাঞ্জন, সোপাধি, সবিকল্প? এককথায় তিনি কি নির্গুণ, না সগুণ? Transcendent না Immanent?

এ-সম্পর্কে বহুদিন ধরিয়া দার্শনিক সমাজে বাদ-বিবাদ প্রচলিত আছে। এ বিবাদ অদ্বৈত ও দ্বৈতের বিবাদ। অদ্বৈতী বলেন—সমস্ত-বিশেষরহিতং নির্বিকল্পম্ এব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্‌বিপরীতম্

(৩।২।১১ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য)—'নির্বিশেষ নির্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপত্তির বিষয়—সবিশেষ সবিকল্প নন'। সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম (যাঁহার নাম ঈশ্বর) তিনি ত' মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র—

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ—পঞ্চদশী

পক্ষান্তরে দ্বৈতী বলেন নির্বিশেষে ব্রহ্মণি কিমপি প্রমাণং ন সমস্তি —'নির্বিশেষ নিগুর্ণ ব্রহ্ম একেবারে অপ্রমাণিত'। তাঁহার মতে পরব্রহ্ম নিরস্ত-নিখিলদোষ এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর—

পরং ব্রহ্ম নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতম্ ইত্যর্থঃ—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১

এ মতদ্বৈধস্থলে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ—ব্রহ্ম জানাতি ইতি প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ' —Knowers of Brahman—যাঁহাদের ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ অনুভূতি আছে—who can temperamentally react to the *Vision* of Reality—not hearsay,—যাঁহারা বলিতে পারেন—

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

'জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্
তমসের পার যিনি চির জ্যোতিষ্মান্'

—এক কথায়, যাঁহারা ঋষি (Seer—ঋষ্ দর্শনে)—who have a natural genius for the Absolute—তা' সে ঋষি প্রাচ্যেরই হ'ন, বা প্রতীচ্যেরই হ'ন—সেই প্রত্যক্ষদর্শী ঋষিদিগের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় কি আছে ? ঐ ঋষিদিগের অনুভূতি যাহাতে সঙ্কলিত, তাঁহাদের প্রজ্ঞা যাহাতে সুসঞ্চিত, সেই সকল Records-এর এ-দেশীয় নাম 'প্র-স্থান,' 'পিটক' (receptacle)। ভারতীয় ঋষিদিগের প্রস্থান-ত্রয় কি কি ? উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদ্ শ্রুতিশিরঃ —বেদের শিরোভাগ—বেদান্ত—বেদান্তো নাম উপনিষদ্। গীতা

উপনিষদ্-গাভীর দুগ্ধামৃত—সর্বোপনিষদো গাবঃ * * গীতা দুগ্ধামৃতং মহৎ—অতএব 'সুগীতা কর্তব্যা'—কারণ, শ্রীভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু * * ব্রহ্মবিদ্যায়াম্। এবং ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত-কুসুম-গ্রথনাৎ সূত্রানাম্—যে সূত্রে বেদান্তের বিকচ কুসুমসমূহ গ্রথিত হইয়া স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত—সেই 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ'—ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমানসেব্য। শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্থানীয়—

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত

ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক মত।—চরিতামৃত

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ—গরুড়-পুরাণ।

অধিকন্তু ঐ ভাগবত 'নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং'—বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের পরিপক্ক ফল—অতএব সর্ববেদান্তসার।

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে—গরুড়-পুরাণ।

এই প্রস্থানত্রয়ের অলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে—নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধি-বিবর্জিতম্ (১।১।১১ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য)—

—'দ্বি-রূপ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন—নামরূপ-ভেদ-উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ সবিশেষ, সগুণ—এবং সর্বোপাধিবিবর্জিত অর্থাৎ নির্বিশেষ, নির্গুণ' এবং ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি সংদিষ্ট হইয়াছে—সবিশেষ লিঙ্গ এবং নির্বিশেষ লিঙ্গ।

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ * * সবিশেষলিঙ্গা নির্বিশেষ-লিঙ্গাশ্চ—শঙ্করভাষ্য।

চরিতামৃতধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে এ-কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষম্ এব।

নির্বিশেষ ও সবিশেষের ভেদ নির্দেশ করিয়া উপনিষদ্ ইঁহাদিগকে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম বলিয়াছেন—

এতদ্ বৈ সত্যকাম! পরং চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম—প্রশ্ন, ৫।২
নির্বিশেষ তিনি—যাঁহার কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দিষ্ট করা যায় না, কোন চিহ্নে পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়,—কোন গুণের উল্লেখ [illegible] যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায় —অর্থাৎ শঙ্করের ভাষায় যিনি 'সর্বকর্মধর্ম-বিলক্ষণ', যিনি 'অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্রাধর্মাৎ' যিনি সমস্ত দ্বন্দ্বের চির সমন্বয়, সমস্ত বিরুদ্ধের চির-সমাধান—the Supreme Unity of all contradictions.

[illegible], তিনি 'চলনোপি পাষাণঃ' 'নিত্যঃ [illegible]'। [illegible] দূরে অথচ নিকটে—'তদ্ দূরে তদ্ উ অন্তিকে' 'present yet absent, near yet far'. তিনি—'আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ'—তিনি নিমেষ অথচ কল্প—

নিমেষ এব বা কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোঽপি নিমেষকঃ

তিনি অণু অথচ মহান্ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—

কেনাপ্যণুমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী।

তিনি Static অথচ Dynamic—তদ্ এজতি তন্নৈজতি—তিনি রিক্ত বিত্ত ('Rich Naught'), জ্যোতির্ময় তমঃ ('Lightsome Darkness'), তিনি Transcendent অথচ Immanent—তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। তাঁহার সম্বন্ধে 'all affirmative statements seem to be blasphemous', কারণ, সেই 'Impersonal Transcendence'কে 'no language but of negation can

define.'—সেই উপনিষদের প্রাচীন আক্ষেপ—অথাতো আদেশো নেতি নেতি—বৃহ, ২।৩।৬। 'তাঁহার পরিচয় এইমাত্র—'ন' 'ন'—তিনি ইহা নন, তিনি উহা নন'।

সেইজন্য দেখা যায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশস্থলে শ্রুতি 'নঞ'-এর এত বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ * * অপূর্বম্ অনপরম্, অনন্তরম্ অবাহ্যম্ (বৃহ), অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ (কঠ), অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ (বৃহ)। তিনি—নান্তঃ-প্রজ্ঞং, ন বহিঃপ্রজ্ঞং, ন উভয়তঃ-প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, ন অপ্রজ্ঞম্ (মাণ্ডূক্য)।

এক কথায়, তিনি অজিত, অক্ষিত, অমিত—তিনি অমেয়, অজেয়, অজ্ঞেয়,—তিনি অবাচ্য, অতর্ক্য, অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত—এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে (তৈত্তি, ২।৭)।

অতএব—ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো, ন বিদ্মো ন বিজানীমঃ (কেন, ৩)।

অতএব—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ (তৈত্তি)—বাক্য মন তাঁহার নাগ না পাইয়া 'sinks baffled'—'the air being too rarified for our lungs'—তিনি, অন্যৎ এব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ অধি—Who dare express Him and who profess Him? (Goethe). কারণ, তিনি পাশ্চাত্য মিষ্টিকের ভাষায়, 'the Unfathomable Abyss', 'the Infinite Undifferentiated God-head' 'the Divine Darkness' (Dionysius) 'the Still Wilderness, where none is at home', 'the

Ubiquitary and Omnipresent Essence' (Sir Thomas Browne), 'the Unconditioned and Unknowable One of the Neo-platonist', Who beggars human speech.

অতএব 'to see Him is to enter the cloud of unknowing and to know only that we know not' ; অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়, যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ * * যদি মন্যসে সুবেদেতি ইত্যাদি। কারণ, 'To think is to condition, to limit', কিন্তু তিনি অসীম (Unlimited)—আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ—The Supreme Atman is unknowable, because He is all-comprehending Unity (Deussen)—is the negation of all our surface-minds have ever known, is the Absolute Reality far beyond the polar circle of the mind and therefore unknowable to man's intellect (Underhill), অর্থাৎ যন্মনসা ন মনুতে (কেন)।

'God may well be loved but not thought. There is none other God but He that none may know, Which may not be known.'—The Mirror of Simple Souls.

পক্ষান্তরে।যদি সবিশেষ ব্রহ্ম, তাঁহাকে লক্ষণে লক্ষিত, চিহ্নে চিহ্নিত, বিশেষণে বিশেষিত করা যায়—কারণ, তিনি নির্বিকল্প নন—সবিকল্প, নিরুপাধি নন—সোপাধি, নির্গুণ নন—সগুণ। এই সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়া পুরাতন ঋষিরা বহু বহু সুন্দর গম্ভীর মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করি।

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্—কঠ, ৫।১৩

'মহাচিৎ, চিরনিত্য, সত্য সনাতন
অদ্বিতীয় কামদাতা তিনি জনে জন।'

সর্বস্য বশী, সর্বস্য ঈশানঃ, সর্বস্য অধিপতিঃ—স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্মণা কণীয়ান্—এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়—বৃহ, ৪।৪।২২

'তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি—সাধু-কর্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না—তিনি সর্বেশ্বর, তিনি ভূতাধিপতি, তিনি ভূতপাল—তিনি লোকসমূহের বিভাজক বিধারক সেতু।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমং হি দৈবতং
—শ্বেত, ৬।৬

'তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর—মহেশ্বর, পরমেশ্বর—তিনি দেবতার দেবতা পর-দেবতা।'

যস্মিন্ ইদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ং।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরঃ তং প্রপদ্যে স্বয়ংভুবম্॥—ভাগবত, ৮।৩২।৩

'যাঁহাতে এই বিশ্ব, যাঁহা হ'তে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্বের পরাৎ-পর—সেই স্বয়ম্ভুদেবের শরণ লই।'

সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতবর্গঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে—৩।২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্যধৃত

'তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের নিধান—নিজ শক্তির কণিকামাত্রে নিখিল ভূতবর্গের ধারক—তিনি পরাবর, পরাৎপর—তাঁহাতে পঞ্চ-ক্লেশের তিলার্দ্ধও নাই।' তিনি—

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহু রুত বিশ্বতঃপাৎ—
শ্বেত, ৩।৩

তিনি—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥— শ্বেত, ৩।১৬

'তাঁহার সর্বত্র কর-চরণ, সর্বত্র শিরোনয়ন, সর্বত্র শ্রুতি-আনন— তিনি সর্বব্যাপক।' তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণান্বিত—অথচ সকল ইন্দ্রিয়-বর্জিত—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্

অতএব—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—শ্বেত ৩।১৯

'অ-চক্ষু দেখিতে পান, অ-পদ সর্বত্র যান, কর নাই করেন গ্রহণ,
নাসা নাই আছে ঘ্রাণ, বিনা জিহ্বা রসাদান, কর্ণ নাই করেন শ্রবণ।'

—তম্ আহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্—তিনি পরাৎপর পরম পুরুষ— পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন—

এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ—সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫

বৈদিক ঋষিরা এই সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—তটস্থ-লক্ষণ ও স্বরূপ-লক্ষণ। 'জন্মাদি অস্য যতঃ'— বিশ্বের 'সৃজন পালন লয়, তাঁহা হ'তে সমুদয়'—তিনি 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্'—ইহা তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—তৈত্তি, ৩।১

'তাঁহা হইতে ভূতগ্রামের উৎপত্তি, তাঁহা দ্বারা স্থিতি, অন্তিমে তাঁহাতেই বিশ্রান্তি'—সেইজন্য উপনিষদে তাঁহার ছদ্ম-নাম 'তজ্জলান'

(ছান্দোগ্য, ৩।১৫।১)—তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা স্থিত, তাঁহাতে সংহৃত।

সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশ করিতে বৈদিক ঋষিরা বলিয়াছেন—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ৩।১), বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহ, ৩।৯।২৮); অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—'সচ্চিদানন্দরূপায়' তিনি একাধারে অস্তি-ভাতি-প্রিয়—তাঁহাতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তি যুগপৎ দেদীপ্যমান—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ তয্যেকে সর্বসংশ্রয়ে—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

আমরা দেখিয়াছি, যিনি নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম—তিনি বাক্য-মনের অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়। কিন্তু যিনি সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম? তিনি বিশুদ্ধ মনের, অগ্র্যা-বুদ্ধির, যোগ-সমাধির বেদ্য।

দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ—কঠ, ৩।১২

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ

—মুণ্ডক, ৩।১।৮

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তঃ

য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ, ৬।৯

'যিনি জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি ধ্যানযোগে সেই নিষ্কল পরদেবতাকে দর্শন করেন।' 'হৃদয় দ্বারা, মনীষিত মনের দ্বারা তাঁহাকে জানিলে পর, জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।'

এখন প্রশ্ন এই, নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম—ইহারা কি ভিন্ন তত্ত্ব অথবা এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন বিভাব (aspects) মাত্র? এ-সম্পর্কে ঋষিরা সংশয়ের অবসর রাখেন নাই—তাঁহারা এক-বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নির্গুণ ও সগুণ বস্তুতঃ একই বস্তু।

সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্—ভাগবত, ৭।৯।৪৮

'হে ভূমা! তুমিই সগুণ, তুমিই নির্গুণ—তুমি সমস্তই।'

সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ—বিষ্ণুপুরাণ

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে—মূর্তং চৈব অমূর্তঞ্চ, মর্তঞ্চ অমৃতঞ্চ, স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ ত্যৎ চ—বৃহ, ২।৩।১

'ব্রহ্ম দ্বি-বিধ—মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থির ও চর, সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ Formed and formless, mortal and immortal, abiding and fleeting, the Being and the Beyond. (Deussen)

নির্গুণ কিরূপে সগুণ হন, নির্বিশেষ কিরূপে সবিশেষ মূর্তি গ্রহণ করেন? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন—

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ—৩।৭।২

'লীলাবশে নির্গুণ ব্রহ্ম ক্রিয়া ও গুণান্বিত হন'—লীলাবশে নির্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সবিশেষ হন—মায়িনং তু মহেশ্বরং (শ্বেত, ৪।১০)। তখন কি হয়? যেমন ঊর্ণনাভ জাল-রচনা করিয়া নিজকে সংবৃত করে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেইরূপ মায়া-জালে আপনাকে আবৃত করেন—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ—শ্বেত, ৬।১০

The Logos (সগুণ ব্রহ্ম) as One within the *self-imposed* encircling sphere of subtlest matter, for the purpose of manifestation shines forth from the Darkness.—Annie Besant.

তাই ভাগবত বলিতেছেন—

গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদৌ অগুণঃ স্বতঃ—১।৬।২৯

'স্বতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া-উপাধির স্বীকারে সর্গাদিতে উরুগুণ, সগুণ হন।'

সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম—শঙ্কর
সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ—চরিতামৃত

অতএব জানিলাম, একই ব্রহ্মের দুই বিধা, প্রকার বা বিভাব (aspects)—নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নির্গুণ ও সগুণ—যেমন মহাসমুদ্রের দুই অবস্থা—নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত-নিথর অবস্থা (ব্রহ্মের নির্গুণ-ভাব) এবং বীচিবিক্ষুব্ধ লহরীসঙ্কুল তরঙ্গিত অবস্থা (ব্রহ্মের সগুণ-ভাব)। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত-ভাব ধরিতেছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে সগুণ—সঙ্কুচিত হইতেছেন—আবার মায়ার তিরোধানে নির্গুণ-নিস্তব্ধ হইতেছেন—কিন্তু যিনিই মায়ী, তিনিই অমায়ী—যিনিই **'static'** তিনই 'dynamic'—এক ও অভিন্ন।

যং ন জানন্তি শ্রুতয়ো যং ন জানন্তি সূরয়ঃ।
তং নমামি জগদ্ধেতুং মায়িনং তম্ অমায়িনম্ ॥—পদ্মপুরাণ

সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদ্ অক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্মি সৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।—১।১।২

'যিনিই অক্ষর সৎ ব্রহ্ম—তিনিই প্রকৃতির ক্ষোভজনিত সৃষ্টি স্থিতি লয়ের হেতুভূত ঈশ্বর।'

নির্গুণ ও সগুণ যে একই তত্ত্ব, এই কথা বিশদ করিবার জন্য উপনিষৎ একই মন্ত্রে ব্রহ্ম-সম্পর্কে নির্গুণের দ্যোতক ক্লীবলিঙ্গ ও সগুণের দ্যোতক পুংলিঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন—

স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ * * কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূঃ—ঈশ, ৮

যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ * নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্—মুণ্ডক ১।১।৬

পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরাও ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ বিভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। জার্মান্ মিষ্টিক্ একার্টের ভাষায়, they are 'the Unknowable totality of the God-head and the Knowable personality of God'. কবিগুরু দান্তে ইহাদিগকে the 'cerechio' (circle) and the 'imago' (image) আখ্যা দিয়াছেন এবং ঐ Infinite এবং Personal aspects of God যে অভিন্ন, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। * মিষ্টিকেরা ভাবপূত দৃষ্টিতে—the limitless Divine Abyss (নির্গুণ ব্রহ্ম)—impersonal, indescribable, for ever hid in the cloud of unknowing—is yet the true country of the Soul (তিনিই 'আত্মাশ্রয়' সগুণ ব্রহ্ম)।

এইরূপে মিষ্টিকেরা are able 'to reconcile this way of apprehending Reality (অর্থাৎ ব্রহ্মের সবিশেষ সগুণ বিভাব) with the negative and impersonal perception of the

* Dante knew (see Paradiso, xxxiii) that he had resolved Reality's last paradox—the unity of 'cerechio' and 'imago'—the Infinite and Personal aspects of God.—Underhill's Mysticism, p. 523.

Ineffable One,' 'the Absolute which hath no image' 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ' (অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্বিশেষ নির্গুণ বিভাব)। Though they seem in their extreme forms to be so sharply opposed, they are yet aspects of the One Thing. Instinctive monists as they are, all the mystics feel that these two planes of being (বিভাব), however widely they *seem* to differ—are *One.*—Underhill's Mysticism.

এই মর্মে চৈনিক ধর্ম-গ্রন্থ 'তাওতেচিং' বলিয়াছেন—'Having no name, It is the Originator of heaven and earth. Having a name, It is the Mother of all things. Under these two aspects, It is really the same'.

সেইজন্য শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস নিপুণ মর্ম-দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, God is both a Principle and a Personality. 'The Great Reality is viewed (in Theosophy) both as a Transcendence of God and as an Immanence of God—both as an Absolute and as a Creative Logos. * * It is a Being, Who, closer than breathing, 'nearer than hands and feet', reveals Himself to the intuition of man as a wondrous Personality, * * Beyond all personality (নির্বিশেষ)—yet a Person of persons (সবিশেষ)'—The Nature of Mysticism, pp 68&71.

কেন ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয়ে এই নির্বিশেষ ও সবিশেষ, এই নির্গুণ ও সগুণ—এই দ্বিবিধ বিভাবের উল্লেখ করিয়াছেন? এ প্রশ্নের

উত্তর সহজ—উত্তর এই যে, না করিলে ব্রহ্মের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না—'Both are ways of describing that Absolute Truth 'present yet absent, near yet far'. Both are necessary, if we are to form any idea of that complete Reality.'—Underhill, p. 410. অতএব সগুণ নির্গুণ লইয়া বাদবিবাদের অবসর আছে কি ?

কেহ কেহ সাকার নিরাকার লইয়া আর একটা বিবাদের সৃষ্টি করেন। ভগবান্ কি নিরাকার, না সাকার—অরূপ, না সরূপ ? ব্রহ্মসূত্র দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন—অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ—৩।২।১৪, পুনশ্চ—আহ চ তন্মাত্রম্—৩।২।১৬

অতএব বৈদান্তিক নিঃসংশয়ে বলেন, ব্রহ্ম নিরাকার, রূপবিবর্জিত। অন্য পক্ষে বৈষ্ণব নির্বন্ধ সহকার বলেন, ভগবান্ সাকার সরূপ—

ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান
তাঁহার বিভূতি দেহ, সব চিদাকার
চিদ্ বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার

* * *

ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?

* * *

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ?

* * *

সর্ব-আদি সর্ব-অংশী কিশোর-শেখর
চিদানন্দ-দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর—চরিতামৃত

রূপগোস্বামী খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

বৃষ্ণিপত্তনে সেই সুখ-ঘন-মূর্তি পরমাত্মা আত্মারাম-রূপে লীলান্বিত থাকিতেও হায়! বিফলে কাল কাটাইলাম—

অস্মিন্ সুখ-ঘন-মূর্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভগবান্ যখন 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং', যখন তিনি অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা—তখন এই সাকার-নিরাকার কলহের কিছু সার্থকতা আছে কি? সেইজন্য ভাগবত সসম্ভ্রমে বলিয়াছেন—

অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে—৮।৩।৯

অর্থাৎ the immanent God (is) formless but capable of assuming all forms. (Underhill, p. 347)

কঠোর অদ্বৈতী শ্রীশঙ্করাচার্যেরও ঐ কথা—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—১।১।২০ সূত্রের ভাষ্য

অতএব ভগবান্ সাকার ও নিরাকার—অরূপ হইয়াও সরূপ—

নির্গুণশ্চ নিরাকারঃ সাকারঃ সগুণঃ স্বয়ং—ব্রহ্মবৈবর্ত, জন্মখণ্ড, ১৮

এ-ভাবে দেখিলে, সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণের বিরোধ-ভঞ্জন হয়—তখন আমরা বলিতে পারি—'বিবাদ নয় সম্বাদ, কলহ নয় সন্ধি'। তা'ই হ'ক—যেন তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু—Illuminated may our studies be—মা বিদ্বিষাবহৈ!

পঞ্চম অধ্যায়

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

একটু নিবিড়ভাবে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, যাঁহাকে আমরা সবিশেষ ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ বলি—তাঁহার দ্বি-বিধ ভাব—ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরভাব এবং মাধুর্য বা মধুর ভাব। তিনি একাধারে কুলিশ-কঠোর এবং কুসুম-কোমল—তাঁহার বাম হস্তে খর্পর-খণ্ডা, দক্ষিণ হস্তে বরাভয়।

ঈশ্বর-ভাবে ভগবান্ অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা—তিনি মহেশ্বর, পরমেশ্বর অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্—Almighty, Omnipotent—সর্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ—শাস্তা জনানাম্—সর্বস্য ঈশানঃ সর্বস্য অধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি। তাঁহার শাসনে চন্দ্র-সূর্য চলিত হয়, নদ-নদী প্রবাহিত হয়, স্বর্গ-মর্ত বিধৃত হয়—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ × × এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে ইত্যাদি—বৃহ, ৩৮৯

এ-ভাবে তিনি—মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্, ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং। তাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সূর্য উজ্জ্বলিত হয়, ইন্দ্র বায়ু মৃত্যু প্রধাবিত হয়—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদ্ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥*—কঠ, ২।৩।৩

* Here the revelation concerning the nature of God—the thought of the grandeur and omnipotence of God takes the strange garb of fear—"The *fear* of the Lord is the beginning of wisdom." * * It is not indeed fear at all but an indescribable awe—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism, pp. 8-9

এ-ভাবে তিনি—

অশেষ বৈকুণ্ঠজাণ্ড স্ব স্ব নাথ সনে
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল এককালে—চরিতামৃত

× × ×

যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, অনিলে ধূলি-কণা—তেমনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়—

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু।

× × × ×

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥

কবি বিদ্যাপতির ভাষায়,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা—

ঠিক্ যেন বাতায়নস্থ সৌরকরে নর্তনশীল ত্রসরেণু—like motes dancing in a ray of sunshine—তাঁহার অগণিত রোমকূপে অগণ্য বিশ্বের আগমন ও নির্গমন—

তাদৃগ্‌বিধা অগণিতাঃ পরমাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরেষু তে মহিত্বম্
—ভাগবত, ১০।১৪।১১

পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ নাহিক গণনে
সর্ব স্বরূপের ধাম পরব্যোম-ধামে।

তাঁহার মহিত্বের—তাঁহার মহিমা-গরিমার কে গণনা করিবে?

এ যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু
মোর বাঙ্‌মনসের গম্য নহে এক বিন্দু—চরিতামৃত

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং নতু গোচরম্—ভাগবত, ১০।১৪।৩৫

কারণ, তিনি সেই পরাৎপর পর তত্ত্ব

—যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—শ্বেত, ৩।৯

—যাঁহার পর অপর কিছু নাই। পাপবিদ্ধ পাপকর্মা মনুষ্য কোন্ ছার—তাঁহার ঐশ্বর্যের সাক্ষাতে জন্ম-ঈশ্বর ব্রহ্মাদিরও সকরুণ আত্মগ্লানি **(self-abasement)**—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতঃ ত্রিলোক্যাম্—ভাগবত, ১০।১৪।২১

'হে ভূমা! হে ভগবন্! হে পরমাত্মা! হে মহাযোগেশ্বর! আপনার অচিন্ত্য লীলার কে ইয়ত্তা করিবে?'

এই মত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অবতার
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার!—চরিতামৃত

তথাপি প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড প্রাকৃতিক ব্যাপারে ভগবানের ঐ ঐশ্বর্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বাত্যাবিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বনব্যাপী দাবানল, আগ্নেয়গিরির আলোড়ন, গগনভেদী বজ্রনির্ঘোষ—এই সকল ঘটনায় ভগবানের ঐশ্বর্য ঈষৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। অসীম আকাশে অসংখ্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার অনন্তকাল সঞ্চরণে,—অবিশেষ নীহারিকার বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগদ্রূপে বিবর্তনে,—ব্যক্তাব্যক্ত, স্থিরচর, সাঙ্গনিরঙ্গ, স্থূলসূক্ষ্ম, সর্বত্র অমোঘ ক্রমবিকাশ-নিয়মের ব্যবস্থাপনে—ঐ ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ অবভাস হয়। আর আভাস পাওয়া যায়, যদি গীতার প্রদর্শিত প্রণালীতে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বময় ভগবানের অসীম বিভূতির অনুধ্যান করা যায়—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥—গীতা, ১০।৪১

ভারতীয় ঋষিরা গরুড়-বাহন মহাবিষ্ণু ও সিংহ-বাহিনী মহামায়ার ভাব-মূর্তি রচনা করিয়া আমাদের পক্ষে ভগবানের ঐশ্বর্য যথাসম্ভব আয়ত্ত করিবার উপায় করিয়াছেন। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুমূর্তি—কেশীমথন, মধুসূদন, কৈটভমর্দন, অসুরবিনাশন। আর মহামায়া—মহিষমর্দিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, রক্তবীজবিনাশিনী, করালবদনা কালী—চামুণ্ডা মুণ্ডমথনা শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী। এ-সম্পর্কে আমি ১৩০৪ সালের 'পন্থা' পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলাম—'যে-মূর্তিতে তিনি প্রলয়-পয়োধিজলে বেদের উদ্ধারক, অতি বিপুল ক্ষিতির সংস্থাপক, ত্রিপাদ পরিমাণে ত্রিভুবনের আচ্ছাদক, সুবিশাল ক্ষত্রিয়কাননের প্রচণ্ড পাবক, সেই তাঁহার ঐশ্বর্যের মূর্তি। যে-মূর্তিতে তিনি দশভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া পাপাসুরকে নিগড়িত নিপীড়িত বিধ্বস্ত করেন, রণাঙ্গনে ভৈরব তাণ্ডব করিয়া লেলিহান লোল-রসনায় অরাতির উষ্ণ শোণিত শোষণ করেন, বিন্ধ্যবাসিনী বিমোহিনীরূপে সিংহনাদে ভূতল গগন কাঁপাইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ মথন করেন—সেই তাঁহার ঐশ্বর্যের মূর্তি। এই মূর্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে—শশী-সূর্য যাঁহার নেত্রে, দীপ্তানল যাঁহার আননে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত দশন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ, যিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন—সেই আদি-অন্ত-মধ্যহীন, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" মহামূর্তি ভগবানের ঐশ্বর্যের চরম দৃষ্টান্ত।

> অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বম্ অস্য
> পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥—মুণ্ডক, ২।১।৪

'দ্যুলোক তাঁহার শিরঃ, চন্দ্র-সূর্য তাঁহার চক্ষুঃ, দিক্ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাণী, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার চরণ—তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।'

কিন্তু ভগবান্ শুধু ঐশ্বর্য-গহন নহেন, তিনি মাধুর্য-সঘন,—কেবল ঐশ্বর্য-প্রচুর নহেন, তিনি মাধুর্যধুর।

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ান্ এষ মাধুর্যধুরঃ—ললিত-মাধব

অর্থাৎ

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ তাঁর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥

এ-ভাবে তিনি মধু হ'তে মধু—মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (বিল্বমঙ্গল) —তিনি 'Dolche Amore' (Sweetest Love), এ-ভাবে তিনি রসো বৈ সঃ—রসানাং রসতমঃ (Supremest Delight), তিনি রসামৃত-সিন্ধু—আনন্দরূপ—আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি—সমস্ত সুখের প্রস্রবণ—অতিসীম্ আনন্দস্ত (Perfiniteness of joy)—ভূমানন্দ—আনন্দং নন্দনাতীতম্। তিনি যখন আনন্দময়, মধুময়, প্রেমময়—তখন তিনি এ-ভাবে প্রিয়—প্রিয়ম্ ইত্যেনদ্ উপাসীত—শুধু প্রিয় নন, তিনি প্রিয়তম, 'পিতম্'—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ —অস্মাৎ সর্বস্মাৎ প্রিয়তমঃ (নৃসিংহতাপিনী)—পর-প্রেমাস্পদ (The Beloved)—তিনি বামনী (Lord of Love), দয়িত, বণিত—তদ্ হ তদ্বনং নাম। তাই ভক্ত বলেন—

মধু হ'তে মধু, তুমি প্রাণবঁধু
চরণের দাসী কর
কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব
দেহ নাথ! এই বর।

আসিকের (Lover-এর) যখন সেই মাস্থকের (Beloved-এর) সঙ্গে আস্নাইয়ের ফলে মিলনের সম্ভাবনা হয়, তখন সে বলে—

হরি যব আওব গোকুলপুর
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গল তূর।

আর বলে—

সুখের রাতি জ্বাল হে বাতি
মন্দির কর আলা
কুসুম তুলিয়ে বোঁটা ফেলে দিয়ে
গাথহ চিকণ মালা

—আজ সেই 'বর' আমাকে বরণ করিবেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—তিনি ত' দূরাৎ সুদূরে নন, তিনি যে অতি নিকটে (তদ্ ইহান্তিকে চ), তিনি যে 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং'—হৃদি অয়ম্—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার
তুমি অনন্ত চির-বসন্ত অন্তরে আমার।

আজ যে চির-বিরহের পর যুগল-মিলন হইবে—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—এবম্ অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২০-১

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঐশ্বর্যে যেমন নিয়মের কঠোরতা, মাধুর্যে তেমনি করুণার কোমলতা। মধুর-ভাবে তিনি গদাধর নন, চক্রপাণি নন—তিনি করুণাময়, দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময়। তিনি আল্লা নন, জিহোবা নন, ঈশ্বর নন—তিনি হরি কৃষ্ণ রাম।

—রাম—যিনি অভিরাম, প্রাণারাম
—কৃষ্ণ—যিনি চিত্তাকর্ষণকারী—

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন।

—হরি—যিনি হৃদয়হারী—

হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম
সর্বামঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ॥—চরিতামৃত

এই মধুর-ভাবে তিনি প্রভু পিতা সখা পুত্র পতি কান্ত! এই ভাবে তিনি বিশ্ব-যজ্ঞে প্রজাপতিরূপে আত্ম-বলিদান দিয়া সৃষ্টি-কার্য সম্ভাবিত করেন। এই ভাবে তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া জগতের পাপ-ভার বহন করিবার জন্য আপনার প্রিয় পুত্রকে মনুষ্যলোকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে তিনি মাতা পিতা পত্নী পরিজন ছাড়িয়া শোভাময় সুখময় সংসার-সুখ বিসর্জন দিয়া, মানবের দুঃখ নির্বাণ করিবার অভিলাষে মহা-সংক্রমণ করেন। এই ভাবে তিনি ভৃগুর পদাঘাতে বক্ষে তাড়িত হইয়া লক্ষ্মীর উৎসঙ্গ-শয্যা হইতে ঝটিতি উঠিয়া মুনির কোমল চরণে পাছে ব্যথা লাগিয়া থাকে, এজন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন; এই সকল তাঁহার মধুর-ভাব—মাধুর্য।

এই প্রহেলিকা—একাধারে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—খৃষ্টান মিষ্টিকেরাও লক্ষ্য করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের মুখে—'the paradox of the intimacy (বা humility) *and* majesty of that all-embracing, all-transcending One'-এর কথা শুনা যায়। ঐ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে সমন্বয়দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া একজন খৃষ্টান ভক্ত (Angela of Foligno) বলিতেছেন —'Then was I given so deep an insight into the humility of God towards man and all

other things, that when my soul remembered His unspeakable power (ঐশ্বর্য) and comprehended His deep humility (মাধুর্য), it marvelled greatly and did esteem itself to be nothing at all' ; যেমন বৈষ্ণব ভাবুক ভগবানের ঐ humility বা condescension লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

গোপতিতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম !

এ-সম্পর্কে সেণ্ট অগাষ্টাইনের উক্তির প্রতি প্রণিধান করুন :—

What art Thou, then, my God ? Highest, best, most potent, most omnipotent, most merciful and most just, most deeply hid and yet most near. Fairest, yet strongest : steadfast, yet unseizable : unchangeable, yet changing all things : never new, yet never old * * Ever busy, yet ever at rest : gathering, yet needing not : bearing, filling, guarding ; creating, nourishing and perfecting ; seeking, though Thou hast no wants. * *

—Conf, Book I, ch. iv.

মিষ্টিকরা বলেন—There are two types of soul—positive and negative, transcendental and immanental. এই দুই কোটির জীবকে আমরা বলি—জ্ঞানী ও ভক্ত—জ্ঞানীর আলম্বন ঐশ্বর্য, ভক্তের আস্বাদন মাধুর্য।

জ্ঞানী ভগবানের ঈশ্বর-ভাবের সাধক—তাঁহার সমাধি—is 'the awe-struck contemplation of the Absolute, the naked God-head, source and origin of all that is.' আর ভক্ত ভগবানের মধুর-ভাবের ভজক—তাঁহার সংরাধন is 'the veritable practice of the presence of God, the intimate and

adorable companionship of the Inward Light.' (Underhill, p. 301)

খৃষ্টান-ভক্তের নিকট যিশুখৃষ্টই ভগবানের সাকার প্রতীক—তিনি ঐ প্রতীকে তাঁহার 'sovereign loveliness,' 'inexpressible beauty'—তাঁহার অতুল অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করেন। খৃষ্টান ভাবুকের অনুভূতির আস্বাদ গ্রহণ করুন :—

His beauty and adornment cannot be described, and so great was my joy at the sight of Him, that I do think that it will *never* fade, and there was such certainty with it that I do in no way doubt of the truth thereof. (*Angelae de Fulginio,* op. cit., cap xlii. English translation, p. 229)

এ-প্রসঙ্গে 'Mysticism'-এর গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতেছেন :—

This concrete vision of Christ has the true mystic quality of ineffability, appearing to the self under a form of inexpressible beauty, illuminated with that unearthly light which is so persistently reported as a feature of all transcendent experiences. The artist's exalted consciousness of beauty as a form of truth, is here seen operating on the transcendental plane. Thus when St. Teresa saw only the hands of God, she was thrown into an ecstasy of adoration by their shining loveliness.* "If I were to spend many years in devising how to picture to myself anything so beautiful," she says of the imaginary (?) vision of Christ, "I should never be able, nor even know how

* এ-প্রসঙ্গে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত মনস্বী শ্রীচারুচন্দ্র দত্তের জাগ্রৎ স্বপ্নে অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের কর-কোকনদের অপ্রাকৃত শোভার বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

to do it; for, it is beyond the scope of any possible imagination here below: the whiteness and brilliancy alone are inconceivable. It is not a brightness which dazzles, but a delicate whiteness, an infused brightness, giving excessive delight to the eyes, which are never wearied thereby nor by the visible brightness which enables us to see a beauty so divine. * * "In short it is such that no man, however gifted he may be, can ever in the whole course of his life arrive at any imagination of what it is. God puts it before us so instantaneously, that we could not open our eyes in time to see it, if it were necessary for us to open them at all. But whether our eyes be open or shut, it makes no difference whatever; for when our Lord wills, we must see it, whether we will or not."—St. Teresa cited by Underhill, pp. 347-8.

এ-সব বেশ মিষ্ট কথা—তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, এ-দেশের শৈব, শাক্ত—বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা ভগবানের মধুর-ভাবের যেরূপ আস্বাদন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। নিরাকার নির্বিকার শিবশম্ভু যখন—সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উত্থিত হইলে সেই সুধা দেবগণকে বণ্টন করিয়া নিজে 'তিরপিত অন্তরে' উৎসারিত গরল-প্রবাহ গ্রাস করতঃ 'নীলকণ্ঠ' হয়েন,—যখন শোকাতিগ মোহাতীত মহাদেব দক্ষযজ্ঞে পতিপ্রাণা সতী প্রাণ বিসর্জন করিলে তাঁহার শবদেহ 'স্কন্ধে নিধায় (উন্মত্তবৎ) নৃত্যতি',—যখন সেই দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইলে,—

ছিন্ন হৈল সতীদেহ শূন্য হৈল শিবগেহ
বামদেব বিরস বদন
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়
অন্ধকার-বিঘোর ভুবন।

যখন,—রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ—

যখন, সেই সতী গিরিরাজের গৃহে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া—উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাৎ তদাখ্যাং সুমুখী জগাম (কালিদাস)—তপস্যার দ্বারা সেই চির-তাপসকে জয় করিলে, সেই 'ভুতনাথ ভূতসাথ' বরবেশে পার্বতী গৌরীকে বরণ করেন এবং ভাবী বিরহ-সম্ভাবনা চিরতরে বিদূরিত করিবার জন্য অর্দ্ধাঙ্গী জায়াকে অর্দ্ধেক দেহ অর্পণ করিয়া ('কার হেন প্রেম সাধা, জায়াকে করেন আধা') 'অর্দ্ধনারীশ্বর' হয়েন—যখন বিশ্বপতি রত্নেশ্বর রাজরাজ—কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী—দীনহীন ভিখারীর বেশে অন্নপূর্ণার নিকট এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিয়া চরিতার্থ হন—ভিক্ষাং দেহি ভগবতি!—তখন আমাদের মনে হয় ভগবান্ কেবল ঐশ্বর্য-ভীম নহেন, তিনি মাধুর্য-সীম।

মায়াতীত মহামায়া যখন মায়াবী মানুষের মত স্নেহ-ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া পিতা মাতাকে সম্বৎসরান্তে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েন, যখন ছলছল চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আগমনীতে বলেন,—

এসেছেন পিতা অচল, আঁখি দুটী ছলছল
কেবল বল্‌ছেন চল চল, কি আজ্ঞা হয় পশুপতি।
সম্বৎসর হইল গত, মা আমার কাঁদিছেন কত,
আসিব হে ত্বরান্বিত, করি আমি এই মিনতি॥

যখন জগন্মাতা মায়িক মাতার বিরহ-ভয়ে বিধুর হইয়া সারানিশি জাগিয়া বিষণ্ণ ও মলিন বদনে রোদন করেন, যখন বিজয়া-দশমীর দিন গিরিরাণী তাঁহার উদ্দেশে কাতরে বলেন,—

জাগাওনা হরজায়ায়, জয়া তোমায় বিনয় করি
যাবে বলে সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী
নিশি জেগে কাতর হ'য়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে
বিষাদে ও-বিধুবদন মলিন হ'য়েছে মরি

—তখন আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ভগবান্ শুধু ঐশ্বর্যশালী নহেন, তিনি মধুরতাময়। আর যখন অনাদি অনন্ত নিরুপাধি নিরঞ্জন অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, মায়ার মানুষ সাজিয়া উদ্ধব-অক্রূরের প্রভু হ'ন, নন্দ-যশোদার পুত্র হ'ন, শ্রীদাম-সুদামের সখা হ'ন, ব্রজগোপীর নাগর হ'ন;—যখন তাঁহার দাস্য-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহার লীলাবসানের সহিত মায়িক দেহের অবসান হইবে বুঝিয়া করুণ-কণ্ঠে উদ্ধব তাঁহার প্রভুকে বলেন—

নাহং তবাঙ্ঘ্রি-কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব!
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি॥

'হে কেশব! আমি তোমার চরণ-কমল অর্দ্ধক্ষণও ছাড়িতে পারিব না; নাথ! আমায়ও বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।' যখন বাৎসল্যে বিভোর হইয়া, তাঁহার বিরহে অঝোর নয়নে ঝুরিয়া যশোদা তাঁহার নীলমণির উদ্দেশে ডাকিয়া বলেন—

অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে মা বলে ডাকরে
আয়রে কোলে করি হেরি চাঁদ-বয়ান।

যখন সখ্য-প্রীতিতে আকুল হইয়া শ্রীদাম খেলার সাথী প্রিয় সহচর অভিন্নহৃদয় রাখাল-রাজার শ্রীমুখে অর্দ্ধভুক্ত ফল তুলিয়া দিয়া বলেন—

বড় সুমিষ্ট এ-ফল খারে কৃষ্ণ! আমি খেয়েছি।
মধুর বলে আর না খেয়ে ধড়ায় বেঁধেছি॥
ফল খেয়ে ভাই নাচ্‌তে হবে
নাচ্‌বো আমরা রাখাল সবে
সব অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আয় দেখি নাচি॥

যখন প্রেমে তন্ময় হইয়া শ্রীরাধা জীবনে জীবনে জনমে মরণে তাঁহাকেই প্রাণেশ্বর ভাবিয়া আপনার সর্বস্ব শ্রীপদে উপহার দিয়া একতান মন-প্রাণে বলেন,—

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ-কুলে ও-কূলে গোকূলে দুকূলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও-দুটী কমল পায়॥

—তখন আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝি যে, ভগবান্ কেবলই ঈশ্বর নহেন, তিনি মধুময়, মধু হইতে মধুর, মাধুর্যময়।

ভগবানের যে-ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের আলোচনা করিলাম, তাহার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়। কুরুক্ষেত্র-লীলায় (যাহা মহাভারতে বিবৃত) তাঁহার ঈশ্বর-ভাব প্রধানতঃ প্রকটিত এবং বৃন্দাবন-লীলায় (যাহা ভাগবতে বর্ণিত) তাঁহার মধুর-ভাব প্রধানতঃ প্রস্ফুটিত মহাভারতে দেখিতে পাই,—তিনি অদ্ভুত কৌশলে খণ্ড-ভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়া

গীতার মহাধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভারত-যুদ্ধে অর্জুনের রথে আসীন হইয়া অম্লান-মুখে ক্ষত্রিয়-ক্ষয় সাধন করিয়া ধর্মের গ্লানি নিবারণ করিতে-ছেন। আর ভাগবতে দেখিতে পাই,—তিনি ভক্তবৎসল প্রভু, করুণাময় স্বামী, প্রীতিময় সখা, স্নেহময় পুত্র এবং প্রেমময় কান্ত। মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র, সুকুমার ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে—ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া প্রেম—তিনি সকলেরই উদ্দিষ্ট। এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের দৈবরাসায়নিক মিশ্রণে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। আগামী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সমন্বয়

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য আলোচনা করিতে আমরা বলিয়াছিলাম, ঐ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয়, অশ্লেষ্য অচ্ছেদ্য মিলন—এক কথায়, দৈবরাসায়নিক মিশ্রণ (chemical combination) শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে। তা'ই গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন—

সেই ব্রজরাজ-নন্দন—
করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে
মধুরৈশ্বর্য-বিশেষ-শালিনি।
(নিকুরম্ব = সমূহ)

এ-কথার একটু বিস্তারে আলোচনা করিতে চাই। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য—

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাই আন—চরিতামৃত
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ—গীতা
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥—ব্রহ্মসংহিতা
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্টের ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

× × × ×

অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥

তিনি—'অসাম্যাতিশয়ঃ ত্র্যধীশঃ' (ভাগবত, ৩।২।২১), 'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ' (ভাগবত, ৩।২।১২)—তিনি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার সমতুল্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।

অতএব,—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল এক বিন্দু॥

এই বিন্দুতে অবগাহন করিয়া চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে
ব্রহ্মা আইলা, দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ কহেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার ?
দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছে আর বার।
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীরে কহিলা
কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্মুখ আইলা।

অতঃপর 'চতুর্মুখ' ব্রহ্মা পুরীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দণ্ডবৎ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
আমা বই জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে ?

ব্রহ্মার ভ্রম অপনোদন জন্য—

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেক ধ্যানে
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে।

সনক-পিতা ব্রহ্মা চতুর্মুখ—কিন্তু এ সকল ব্রহ্মার—

দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন
কোট্যর্বুদ মুখ, কারো না যায় গণন।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি বদন
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি নয়ন।

দেখি—চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা—হইবারই ত' কথা—
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা।

কারণ, সেই সকল অদৃষ্টপূর্ব ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রগণ—

আসি সব ব্রহ্মাদি কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে
দণ্ডবৎ করি পড়ে, মুকুট পীঠে লাগে
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে
যত ব্রহ্মা তত মূর্তি একই শরীরে।
× × ×
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মার লাগে চমৎকার
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ইহা ত' একপাদ মাত্র বিভূতি দেখিলে-পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি—কিন্তু ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি—

একপাদ বিভূতি—ইহার নাহি পরিমাণ
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ?

দেখ—

এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন।
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি
কোন নিযুত কোটী, কোন কোটি কোটি।

সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

অনন্ত ঐশ্বর্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম
তাতে ভাসে মায়া ল'য়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড

তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি।

ভাগবতেও দেখি, আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষার জন্য বৃন্দাবনে তাঁহার গোপাল-গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং পরে নিজের ভ্রম তিরোহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন :—

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ড ঘট সপ্ত বিতস্তি কায়ঃ।
ক্বেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ড পরাণুচর্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম—১০।১৪।১১

অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা কতই ক্ষুদ্র, তুমি মহেশ্বর কতই মহান্! ক্ষিত্যাদি সপ্ততত্ত্বনির্মিত, সপ্তলোকে বিভক্ত একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর। কিন্তু তোমার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপে এরূপ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড অনুক্ষণ প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতেছে—বাতায়নের পথে যেন পরমাণুপুঞ্জ। অহো! তোমার মহিত্ব কি মহীয়ান্!

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥—১০।১৪।২৩

'তুমি অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পুরুষ পুরাণ, সত্যরূপী স্বয়ং জ্যোতি, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অক্ষর, নিরঞ্জন, ভূমানন্দ, পরিপূর্ণ, দ্বৈতহীন, নিরুপাধি, অমৃত (ব্রহ্মস্বরূপ)।'

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা কথঞ্চিৎ বলিলাম—এইবার তাঁহার মাধুর্যের কথা বলি।

প্রথম তাঁহার রূপ—কি মধুর রূপ!

কি রূপ দেখিনু মধুর মূরতি
পীরিতি রসের সার
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার!

সে রূপ—কেবল রস-নিরমাণ (গোবিন্দদাস)।

কেবল রসময় মধুর মূরতি
পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ (নরোত্তম)।
করপদ্ম পাদপদ্ম বদনারবিন্দ
সর্ব অবয়ব পূর্ণ নাম গোবিন্দ (তুর্লভসার)।

সেইজন্য শুকদেব বলিয়াছেন—তাঁহার রূপ (অমুষ্য রূপং) 'লাবণ্যসারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্'—লাবণ্যের চরম, অসম, অনূর্দ্ধ, অতুল্য, অনন্য-সিদ্ধ। সেইজন্য চৈতন্যদেব বলিতেন—কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যসিন্ধু—

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

সেইজন্য গোপীদের আক্ষেপ—

কোটি নেত্র নাহি দিলা সবে দিলা দুই
তাহাতে নিমেষ—কৃষ্ণ কি দেখিব মুই?

কারণ,

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
চাঁদ মুখ না হেরিলে
মরমে মরিয়া যেন রই!

তাই তাঁ'রা বলেন—

নাহি দিল লক্ষ কোটি সভে দিল আঁখি দুটি
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে

এবং—

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্‌
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য।—ভাগবত

কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি *
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোম স্বরূপের গণে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণে যান—তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাদের কাছে নিমেষ যুগজ্ঞান হয়—যুগায়িতং নিমেষেণ—তাঁ'রা বলেন—

অটতি যদ্‌ ভবান্‌ অহ্নি কাননং
ত্রুটিঃ যুগায়তে ত্বাম্‌ অপশ্যতাম্‌।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্‌ দৃশাম্‌ ॥—ভাগবত, ১০।৩১।১৫

ভাগবতের ঐ 'অটতি যদ্‌ ভবান্‌ অহ্নি কাননং' শ্লোকের উপর নরোত্তম দাসের সুন্দর পদটি শুনুন—

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে

---

* 'Drink me only with thine eyes.'

মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পানে চেয়ে।
চাই নবীন মেঘ পানে তুয়া বঁধু পড়ে মনে
এলাইতে কেশ নাহি বাঁধি
রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
মণি নও, মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশ
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া সঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়
কি মোর মনের সাধ বামন হইয়া চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পুরাবে আমার!

এ-সম্পর্কে ভক্ত সুরদাসের গোষ্ঠের একটি পদ শুনুন—

সখিরে! কাঁহা অটকে গিরিধারী?
সখীরে! কাঁহা অটকে বনওয়ারি?
ঘর ঘর খোঁজত মাতু যশোদা পুছত
ফুকারি ফুকারি—
সাঁজ ভাওয়ে, গৃহ কৃষ্ণ না আওয়ে
কংসকো ডর ভারি!

মর্ত্য-লীলার উপযোগী ঐ অপরূপ রূপ—যাহা সৌন্দর্যের শেষ সীমা ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ ছিল—

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্—ভাগ, ৩।২।১২
—কোটি কাম যিনি রূপ যগুপি আমার
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য—সাম্য নাহি যার।

—ভাগবতকার একস্থলে তাহার বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণঃ প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে, কর্ণ-যুগে কর্ণিকার
কনককপিশ বাস, গলে বৈজয়ন্তী হার
অধরসুধায় করি বেণুরন্ধ্র বিপ্লাবিত
নটবর-বরবপু—গোপ গায় কীর্ত্তিগীত
—স্বপদরমন কৃষ্ণ বৃন্দারণ্যে উপনীত। *

এ-সম্পর্কে ভক্ত ভাবুকের দুইটি গান শ্রবণ করুন :—

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে
চন্দ্র কোটি ভান কোটি কোটি মদন হারে
সুন্দর কপোললোল, পঙ্কজদল নয়ন
অধর বিম্ব, মধুর হাস, কুন্দকলি দশন

* রামকৃষ্ণদেব একবার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

'Behold the countenance of Krishna. Does it resemble a man's face or a woman's? Is there a shadow of sensuality in it? It is a tender female face that Krishna has; in it is the fulness of boyish delicacy and girlish grace.'—The Theistic Quarterly Review for October 1897.

নব জলধর, তড়িতাম্বর, গলে বনমাল শোহে
নীল চতুর্ভুজ প্রভু, জগজন মন মোহে।

* * *

অমল কুন্দ, হসনু মন্দ, নটবর ছবি তোরি
নটবর ছবি তোরি, কান্‌হাইয়া! নটবর ছবি তোরি!
পীত বসন মূরলী অধর
মৌর পিছ মুকুট লসিত
চন্দন কী গোর তিলক
দেখত ছবি তোরি
দেখত ছবি তোরি, কান্‌হাইয়া! দেখত ছবি তোরি!

এই মর্মে চমৎকার-চন্দ্রিকা বলিয়াছেন—

সে ভুরু-ভঙ্গিমা মুখ-কমল মাধুরী
সখীগণ-নেত্র হয় উন্মত্ত ভ্রমরী
জালরন্ধ্রে ঘুরে সেই সৌরভ পাইয়া
আনন্দ-সাগরে সভে মগন হইয়া।

তাই গোপী বলেন—

বীক্ষ্যালকাবৃত মুখং তব কুণ্ডলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্য॥—ভাগবত

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে
দেখিলে যে সুখ হয় কি বলিব তা'
দরশ পরশ লাগি আলাইছে গা।

অর্থাৎ

(তোমায়) না দেখিলে মন, হয় উচাটন
কে জানে কেমন তুমি !

চৈতন্যদেব ভাব-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিয়া—'কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে'—বিভোর হইয়া 'কর্ণামৃতে'র শ্লোক আবৃত্তি করিতেন—

মারঃ স্বয়ং নু, মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্যমেব নু, মনোনয়নামৃতং নু ?
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়ম্ অভ্যুদয়তে মম লোচনায় !

'কিবা এ সাক্ষাৎ কাম
দ্যুতিবিম্ব মূর্তিমান্
কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত ?
কিবা মনোনেত্রোৎসব
কিবা প্রাণবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ !

আর এ-রূপের বিশেষত্ব এই যে,—

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেবা করে
তৃষ্ণা-শান্তি নাহি তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে (চরিতামৃত)

সেইজন্য চৈতন্যদেব বলিতেন—

কৃষ্ণের মাধুর্য হয় অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সন্নিপাতী সব পিতে করে মতি
দুর্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু !

ইহাকেই বলে ব্রহ্ম-ক্ষুধা—'Hunger for the Absolute.'

শ্রীকৃষ্ণ—সার্থকনামা—সর্বাকর্ষক—

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম
সর্বচিত্তাকর্ষক, হরে সবার মন।

—শুধু 'কর্ষন্ বেণুস্বনৈঃ গোপীঃ' নয়, শুধু নরনারী নয়—তাঁহার জন্ত যমুনা উজান বয়, তরুলতা উচ্ছ্বসিত হয়, পশুপাখী আত্ম ভুলিয়া রয়!

কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন—ব্রজের কি দশা?

তুহুঁ রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত, সাহসে উঠই না পার
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিছুরল, বিছুরল নগর বাজার॥

আর শ্রীরাধার?

বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিশ বিরহ হুতাশ
সহজে যমুনাজল, অবহুঁ অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দ দাস!

× × ×

শীতল তছু অঙ্গ বলি, পরশ-রস-লালসে
করল কুলধরম গুণনাশে
সো যদি সখি! তেজল, কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি! গরল করি গ্রাসে।

আর—পক্ষী মৃগ বৃক্ষলতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥—চরিতামৃত

ত্রৈলোক্যসৌভগম্ ইদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্—ভাগবত, ১০।২৯।৩৭

জলে স্থলে পর্বতে কন্দরে—বৃন্দাবনের সর্বত্র সারস হংস পক্ষী ভৃঙ্গ নিমীলিত নেত্রে তাঁহার কলগান শুনিত এবং মৌন মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত—

> সরসি সারসহংসবিহঙ্গাঃ
> হন্ত মীলিতদৃশো বদ্ধ-মৌনাঃ—১০।৩৫।১১
> প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
> শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ—১০।২১।১৪
> এতেঽলিনঃ তব যশোঽখিললোকতীর্থং
> গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে—১০।১৫।৬

এমন কি, তাঁহার স্পর্শে জড়েও চেতনা সঞ্চার হইত—

> অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং—১০।২০।২৯

দ্রুম-লতারা—

> প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
> প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম—১০।৩৫।৯

—প্রেমে যেন হৃষ্টতনু হইয়া পুষ্প-ফল হইতে মধুধারা বৃষ্টি করিত। তা'ই শুকদেব সহর্ষে বলিতেছেন—

> ধন্যেয়ম্ অদ্য ধরণী, তৃণবিরুধস্ত্বৎ
> -পাদস্পৃশো, দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
> নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ
> গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

'অহো! আজ এ-ধরণী ধন্য! তোমার চরণস্পর্শে তৃণগুল্ম ধন্য! তোমার নখস্পর্শে বৃক্ষলতা ধন্য! তোমার সদয় দর্শনে নদী গিরি পশু পক্ষী ধন্য!—আর ধন্য গোপিকাগণ—যাহারা লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত তোমার ভুজবন্ধন অবহেলে লাভ করিল।'

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাকর্ষক—ইহাতে বিচিত্র কি? তিনি যে—

মন্মথমোহন-কোটি মুরলীবদন
অপার সৌন্দর্যে হরে জগৎ নেত্র মন।

তিনি যে, ব্রজজনের 'নয়ন-চকোর'—

ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজোর
কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর!

বিশেষতঃ তিনি পঞ্চগুণে পঞ্চেন্দ্রিয়কে সবলে আকর্ষণ করেন—

শ্রীগোপেন্দ্র-সুতঃ স কর্ষতি বলাৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি! মে—গোবিন্দ-লীলামৃত

ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুভূতির প্রতিধ্বনি। চরিতামৃতকার সে-অনুভূতির সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন—

কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য, অধর-রস
যার মাধুর্য কহনে না যায়
দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায়!

এই 'লোভী পঞ্চজন'—পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। শ্রীকৃষ্ণের রূপে চক্ষু আকৃষ্ট হয়, শব্দে কর্ণ, গন্ধে নাসিকা, রসে জিহ্বা, স্পর্শে ত্বক্। মন অশ্বে আরোহণ করিয়া যখন এই পঞ্চজন পাঁচ দিকে ধায়—তখন মনের কি সঙ্কট দশা!—'এক মন কোন্ দিকে যায়'?

চৈতন্যদেব বলিতেছেন, কৃষ্ণের সেই মাধুরী আস্বাদনে আমার লোভ—

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী।

—কিন্তু আমার সে-ভাগ্য কই ?—একা গোপিকারা সে-সুধা আস্বাদ করিয়াছেন—

কৃষ্ণগুণ রূপ, রস
গন্ধ শব্দ পরশ
যে-সুধা আস্বাদে গোপীগণ।

সেই সুধার একটুকু পরিচয় লইবে ?

প্রথম রূপ—

কৃষ্ণ-রূপামৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায় ?

শব্দ ?

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী নানারস-নর্মধারী
তার অ-ন্যায় কহনে না যায়।

স্পর্শ ?

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।

রস ?

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্যে হরে নারী মন।

গন্ধ ?

কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ্যভর মৃগমদ-মদহর
নীলোৎপলের হরে গর্বধন

* * *

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে করে সর্ব আকর্ষণে
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ !

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ—

চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন-মোহন
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লয়ে গোপীগণ !

(বলা বাহুল্য, গোপী এখানে সমস্ত ভক্ত ভাবুক, প্রেমিক নরনারীর প্রতিভূ।) এমন কি সেরূপ 'বিস্মাপনং স্বস্য চ'—তাঁহার নিজেরই বিস্ময়াস্পদ !

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ নিত্য তার ধাম।

তা'ই চরিতামৃতে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের নিজের মুখের বাণী—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়
রাধিকা স্বরূপ হ'তে তবে মন ধায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন, ইহাই চৈতন্য-অবতারের নিগূঢ় অভিসন্ধি। চৈতন্য কে ? রাধা-ভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণ—

রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতং
নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।
জয় নিজকান্তা-কান্তি-কলেবর
জয় নিজ প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ
জয় ব্রজসহচরী-লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়াবধূ-নয়ন আমোদ!

এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিলাম। এইবার গুণের কথা বলি। যেই তাঁহার গুণের কথা ভাবিবে, তাহারই 'গুণে মন ভোর' হইবে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

—সেই, কবি নবীনচন্দ্রের ভাষায়, বলিবে—

'চাহ গুণ? এই বিশ্ব যাঁর গুণলীলাভূমি, সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার?' শ্রীকৃষ্ণ 'ইত্থং-ভূতগুণো হরিঃ' যে, আত্মারাম মুনি পর্যন্ত তাঁহা দ্বারা আকৃষ্ট হন—

আত্মারামাহি মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপি উরুক্রমে
কুর্ব্যন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থং-ভূতগুণো হরিঃ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব-অংশী সর্বাশ্রয়
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম সর্বরসময়
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক-শেখর
সকল সদ্‌গুণ-বৃন্দ-রত্ন রত্নাকর
× × ×
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব পূর্ণানন্দ॥

ঐশ্বর্য মাধুর্য কারুণ্য স্বরূপপূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্যন্ত বদান্যতা ॥—চরিতামৃত

শ্রীল রূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীকৃষ্ণের গুণের গণনায় বলিয়াছেন—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥
ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি
সদাকাল তিনি সর্ব মহাগুণ-খণি।

তাঁহার অগাধ অমেয় গুণ-রাশির কে গণনা করিতে পারে? তথাপি,—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কাণ।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ।

—ইত্যাদি প্রভৃতি পঞ্চাশৎ গুণ—

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্বিগাহা হরেঃ অমী।

জীবের মধ্যেও ঐ সকল গুণ 'বিন্দু বিন্দুতয়া কচিৎ'—কিন্তু ঐ সকল গুণ পূর্ণভাবে এক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই দৃষ্ট হয়—পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।

অতঃপর রূপ গোস্বামী বলিতেছেন—মানবীয় গুণের কা কথা, যে দশ দৈব কল্যাণ গুণ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিতেও মাত্র আংশিকভাবে বিরাজিত—শ্রীকৃষ্ণে তাহারা পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান—যথা, তিনি সতত মায়াজয়ী হইয়া স্ব-রূপে অধিষ্ঠিত, তিনি সর্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, তিনি

সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ, চিদানন্দঘনাকৃতি, অণিমাদি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার বশীভূত, তিনি অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লোমকূপে, তিনি সমস্ত অবতারের বীজ, নিহত শত্রুকুলের সদ্‌গতি-দাতা, এবং আত্মারাম মুনিরও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু চারিটি বিশিষ্ট গুণ তাঁহার অ-সাধারণ—অমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ। কি কি? 'সর্বাদ্ভুত চমৎকারি-লীলা কল্লোল বারিধিঃ'—তিনি অদ্ভুত ও আজব লীলাতরঙ্গের মহা-সমুদ্র স্বরূপ; তিনি 'অতুল্য মধুর-প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ'—ভক্তমণ্ডলকে অনুপম মধুর প্রেমে বিভূষণকারী; তিনি 'ত্রিজগন্‌মানসাকর্ষিমুরলীকল-কূজিতঃ'—মুরলীর কলনাদ দ্বারা ত্রিজগতের চিত্তহারী; আর তিনি 'অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ'—অপূর্ব অনপর রূপশ্রীর সহকারে বিশ্বচরাচরের বিস্ময়-জনয়িতা। ঐ ঐ শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি প্রধান গুণ। ঐ সকল গুণের মধ্যে একটি গুণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে চাই —সে তাঁহার মহিমার মধ্যে লঘিমা—পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌রা যাহাকে Humility বা Condescension বলেন—যে-গুণে তিনি নন্দের পাদুকা ধারণ করেন, বিদুরের খুদ ভক্ষণ করেন, শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করেন, গোপীদিগের প্রেম-ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া আত্মগ্লানি করিয়া বলেন—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
> স্ব-সাধুকৃত্যং বিবিধায়ুষাপি বঃ—ভাগবত, ১০।৩২।২২

'হে গোপীগণ! যদি ব্রহ্মারও আয়ু পাই, তথাপি তোমাদের এই ঐকান্তিক অনুরাগের ঋণ শোধ করিতে পারিব না'। তাঁহার এই অতুল লঘিমা লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবেরা বলেন—

অহমিব নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম—'সেই নন্দ গোপকে নমস্কার—যাঁহার অলিন্দে পরব্রহ্ম আবদ্ধ'—যিনি গোয়ালিনীর

কুঞ্জদ্বারে বিটরূপে বিরাজিত—গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম। তাই এই মাধুর্যনিস্যন্দী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন:—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মধুস্মিতম্ এতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং—কর্ণামৃত

তাঁহার সকলই মধুর—চলন-বলন, হাব-ভাব, বিলাস-বিভাস, হাসি-বাঁশি, নয়ন-বয়ন—সমস্তই মধুর। তাই বল্লভাচার্য মধুরাষ্টকে বলিয়াছেন—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচি মধুরা
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।

(এ মধুরাষ্টকে আটটি শ্লোক—প্রত্যেক শ্লোকের ভণিতা ঐ 'মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং'), কিন্তু এই মাধুর্য-সম্পর্কে শেষ কথা শ্রীচৈতন্যদেবের—তাঁহার সমান ঐ মাধুর্য কে আস্বাদন করিয়াছে?

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জোৎস্না-ভর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর!

অতএব শ্রীকৃষ্ণ মধু হ'তে মধু—মধুতম—এবং ঈশ্বরের ঈশ্বর, ঐশ্বর্যের চরম।



সপ্তম অধ্যায়

শবলা না কেবলা ?

আমরা দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয়, অশ্লেষ্য অচ্ছেদ্য মিলন, দৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ। তিনি একাধারে মধু হ'তে মধু, মধুতম, মাধুর্যের চরম—আবার ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্বেশ্বর, ঐশ্বর্যের পরম।

সকলেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বৃন্দাবনে গোকুলে, মধ্যলীলা মথুরায় কুরুক্ষেত্রে এবং অন্ত্যলীলা দ্বারকায় প্রভাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ব্রজের কৃষ্ণই কেবল মধুর, মথুরা দ্বারকা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেবল ঈশ্বর—মধুর নন। সেই জন্য রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে
> পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু।
> এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্
> আর সব স্বরূপ পূর্ণতর, পূর্ণ নাম।—চরিতামৃত

এমন কি জীবগোস্বামীর মতে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ মথুরা দ্বারকার কৃষ্ণ ও গোপপতি শ্রীকৃষ্ণ (যিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ) এক তত্ত্ব নহেন—

> কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো, যস্তু গোপালনন্দনঃ।
> বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
>
> —লঘু ভাগবতামৃত, ৫।৪৬

অর্থাৎ যিনি যাদব-কৃষ্ণ, তিনি বাসুদেব ; আর যিনি গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ, তিনিই শ্রী-কৃষ্ণ—

তমাল-শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ—

'তমাল-শ্যামল যশোদার নীলমণিতেই কৃষ্ণ-শব্দের রূঢ়ি'—এ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বাহিরে কুত্রাপি গমন করেন না।

এ কথা স্বীকার করি, বৃন্দাবনে মাধুর্যের প্রাচুর্য বটে, কিন্তু তথায় ঐশ্বর্যেরও অভাব নাই—যেমন দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, কিন্তু মাধুর্যও প্রচুর আছে। কারণ, অনপায়িনী ছায়ার ন্যায় মাধুর্য সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে জড়িত—তা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই হউক, আর প্রভাসের শ্মশানক্ষেত্রেই হউক। তাঁহাতে সর্বত্র প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম—He is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।

যিনি ঐশ্বর্য-মাধুর্যের একাকার—তিনি এ-স্থলে মধুর, এ-স্থলে ঈশ্বর—এরূপ ভেদ-সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে কি? মহাভারতকার ও পুরাণকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যিনি বৃন্দাবনে বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, তিনিই মথুরায়-দ্বারকায় মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি ত্রিবিধ লীলাকারী। অতএব রূপগোস্বামী যে বলিয়াছেন—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা
অর্থাৎ ব্রজে কৃষ্ণে সর্বৈশ্বর্য, প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর, পূর্ণ॥—চরিতামৃত

—এ-মতের সমর্থন করা যায় না।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাস হইতে ফিরিবার পর পঞ্চ পাণ্ডব দুর্যোধনের

নিকট পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন—কিন্তু সেই মদান্ধ দাম্ভিক—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" বলিয়া সে-অনুরোধ উপেক্ষা করিল। এইরূপে যুদ্ধ অনিবার্য হইলে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির শেষ-চেষ্টায় কৌরবশিবিরে উপনীত হইলেন এবং বিনীত যুক্তিযুক্ত বচনে যুদ্ধের বিষময় ফল প্রতিপন্ন করিলেন। কিন্তু কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে? কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র কেবল অন্ধ নয়—বধির ছিলেন—তাহার উপর পুত্রের বিষম পক্ষপাতী। দুর্মতি দুর্যোধন শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তা' নয়—দূত অবধ্য হইলেও তাঁহাকে বল-প্রয়োগে অবরুদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিল।

ত্বমিমং পুণ্ডরীকাক্ষম্ অপ্রধৃষ্যং দুরাসদম্।
পাপৈঃ সহায়ৈঃ সংহত্য নিগ্রহীতুং কিলেচ্ছসি॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিরাট্‌রূপ প্রকাশ করিলেন—তাঁহার প্রতি রোমকূপ হইতে সূর্যরশ্মির ন্যায় রশ্মিসমূহ নির্গত হইতে লাগিল—

রোমকূপেষু চ তথা সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ

এবং তাঁহার ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, বাহু হইতে দিক্‌পাল, মুখ হইতে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ হইতে ইন্দ্র, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ এবং যক্ষঃ রক্ষঃ গন্ধর্বাদি আবির্ভূত হইলেন—

অস্য ব্রহ্মা ললাটস্থো রুদ্রো বক্ষসি চাভবৎ।
লোকপালা ভুজেষ্বাসন্নগ্নিরাস্যাদজায়ত।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽথাশ্বিনাবপি॥
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
বভূবুশ্চৈব যক্ষাশ্চ গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ॥

দুর্যোধন ভয়ে নিবৃত্ত হইল। ইহার পূর্বেই দেখি, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত দরিদ্র বিদুরের কুটীরে অতিথি হইয়া বিদুরের ক্ষুদ ভক্ষণ করিতেছেন।

সর্বমেতন্ন ভোক্তব্যম্ অন্নং দুষ্টাভিসংহিতম্।
ক্ষত্তুরেকস্য ভোক্তব্যমিতি মে ধীয়তে মতিঃ॥

*　　　*　　　*

বিদুরান্নানি বুভুজে শুচীনি গুণবন্তি চ॥

ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রণাঙ্গনে—

নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে
সাধেন অম্লান মুখে ক্ষত্রিয় বিনাশ।

ঐ ধর্মক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিয়া মহাগীতার উপদেশ দিলেন এবং প্রতাপের তুঙ্গতম তোরণে অধিরূঢ় হইয়া বিরাট্ রূপ প্রদর্শন করিলেন—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্

—যে রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লোমকূপে বিভাসিত হইল—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥—গীতা, ১১।১৩

—যে রূপে সংহার-তাণ্ডবে নৃত্য করিয়া তিনি কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ —

Time Who kills, Time Who brings all to doom.
The slayer Time, Ancient of days, come hither to consume.

সেই কুরুক্ষেত্রেই শরশয্যায় শায়িত ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের নিকট—সেই

ভীষ্ম যিনি 'রথীনাং রথীতম,' অপরাজিত জেতা—'the hardened hero of a hundred fights'—সেই ভীষ্মের নিকট কি মূর্তিতে দেখা দিলেন? 'চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী'র মাধুর্যময় মূর্তিতে!

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌর বরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়-সখে! রতিরস্তু মে হনবদ্যা॥
ললিতগতিবিলাস বল্গুহাস
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতম্ অনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিম্ অগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥

—ভাগবত, ১।৯।৩৩,৪০

আবার প্রভাসে—যেখানে প্রচণ্ড ধ্বংস-লীলার অভিনয়—যেখানে স্বজাতি যাদবগণ কামিনী ও বারুণীতে উন্মত্ত হইয়া অন্তর্বিগ্রহে আত্ম-ঘাতী হইবার উপক্রম করিলে—

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাং
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্ বেণূনাম্ ইব মর্দনং

—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-ভাবে বলিয়াছিলেন—

কেমনে নিবারি কেন নিবারিব আমি
নাহ যাদবের আমি জগতের স্বামী

—যেখানে অস্তগামী রবির সহিত বিশাল যদুবংশ অন্তিম শয্যায় শায়িত হইলে, ঘাতকের গুপ্তশরে নশ্বর দেহে আহত হইয়া নরনারায়ণ লীলাসম্বরণের উপক্রম করিলে (কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে)—

—ভক্তপ্রবর উদ্ধব Mind-radio দ্বারা সংবাদ পাইয়া দয়িত পতির অন্বেষণে উপনীত হইয়াছিলেন—সেখানে লীলাবসানের ঠিক প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ কি মূর্তিতে উদ্ধবকে দেখা দিলেন?—ঐশ্বর্যের মূর্তিতে, না মাধুর্যের মূর্তিতে? ভাগবতকারের বর্ণনা শুনুন—

অদ্রাক্ষম্ একমাসীনং (বিচিন্বন্ দয়িতং পতিং)।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতম্ অকেতনম্॥
শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনং।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ॥
বাম উরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহং।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থম্ অকৃশং ত্যক্তপিপ্পলং॥

(অকৃশং = আনন্দপূর্ণং। পিপ্পলং = বিষয়সুখং। শ্রীনিকেতং = শ্রীনিবাসং। কৃতকেতং = কৃতবাসং)

সেই 'মধুর মূরতি, পীরিতি-রসের সার' দর্শন করিয়া উদ্ধব কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

নাহং তবাঙ্ঘ্রি-কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব!
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মাম্ অপি॥

'হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধও তোমার চরণ-কমল ছাড়িতে পারিব না—প্রভু! আমাকেও স্বধামে লইয়া চল।'

অন্য পক্ষে বৃন্দাবন-লীলার উচ্ছ্বসিত রস-মাধুর্যের মধ্যেও আমরা কি তাঁহার ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখিতে পাই না? পূতনা-ঘাতন, কালীয়-দমন, ধেনুক-মর্দন, অঘ-বক-প্রলম্ব-নাশন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ইন্দ্রের দর্প-চূর্ণন, ব্রহ্ম-মোহন—ইত্যাদি লীলায় আমরা কি হৃদয়ঙ্গম করি না—সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন, সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ? অন্যে পরে কা কথা—বাৎসল্য-মূর্তি মা যশোদার নিকটেও প্রয়োজনে তিনি ঐশ্বর্য প্রকাশ

করিয়াছিলেন। ভাগবতের বৃত্তান্ত শুনুন—

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥
পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতং।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকম্ আশাঃ
সূর্যেন্দু বহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগান্ তদ্ দুহিতৃ র্বনানি (তদ্দুহিতৃ = নদী)
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥
সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা, রাজন্ সঞ্জাত-বেপথুঃ।
সংমীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা॥

সেইজন্য ত' মোহাপনোদনের পর ব্রহ্মা নির্বেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—'অহো! আমি ব্রহ্মা কি ক্ষুদ্র (ক্কাহং)—আর তুমি মহেশ্বর কি মহান্ (তে মহিত্বং)! ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব-নির্মিত, সপ্ত লোকে বিভক্ত একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর—আর তোমার? তোমার শরীরের প্রতি রোমকূপে এরূপ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রতিক্ষণ প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতেছে—বাতায়ন পথে যেন পরমাণু-পুঞ্জ!'

বস্তুতঃ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-সম্পর্কে প্রকৃত কথা এই—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহং—

যে জন যে ভাবে চায়
সে জন সে ভাবে পায়।

ধনুর্যজ্ঞে আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত কংসের রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন—তাঁহাকে কি ভাবে কে দর্শন করিতেছে? শুকদেবের বর্ণনা শুনুন—

মল্লানাম্ অশনির্নৃণাং নরবরঃ, স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা, স্বপিত্রোঃ
শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় অবিদুষাং, তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
—ভাগবত, ১০।৪৩।১৭

ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—

তত্র শৃঙ্গারাদি-সর্বরসকদম্ব-মূর্তিঃ ভগবান্ তৎতদ্-অভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ; ন সাকল্যেন সর্বেষাম্ ইত্যাহ মল্লানাম্।* * দ্রষ্টৃণাম্ অশন্যাদি রূপেণ দশধা বিদিতঃ সন্ সাগ্রজো রঙ্গং গতঃ। মল্লাদিষু অভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ শ্লোকেন নিবধ্যন্তে—

রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরো দয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ ॥

যখন সর্বরস-কদম্বমূর্তি শ্রীভগবান্ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে যুগপৎ দশ রসের আবির্ভাব হইল—মল্লেরা দেখিল বজ্ররূপে (রৌদ্ররস), নরেরা দেখিল নরবররূপে (অদ্ভুতরস), রমণীরা দেখিল কন্দর্পরূপে (শৃঙ্গাররস), গোপেরা দেখিল স্বজনরূপে (হাস্যরস), দুষ্ট নৃপেরা দেখিল শাস্তারূপে (বীররস), পিতামাতা দেখিলেন শিশুরূপে (বাৎসল্য রস), কংস দেখিল মৃত্যুরূপে (ভয়ানক রস), মূর্খেরা দেখিল বিকট বিরাট্‌রূপে (বীভৎসরস), যোগীরা দেখিলেন পরমতত্ত্বরূপে (শান্তরস) এবং বৃষ্ণিরা দেখিলেন পরদেবতারূপে (প্রেমভক্তি রস)। তাই বলিতেছিলাম যে, ব্রজের কৃষ্ণই মধুর, দ্বারকা মথুরার কৃষ্ণ মধুর নন—এ মত ভিত্তিহীন।

আর এক কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ঐশ্বর্যগন্ধহীন যে মাধুর্য, তাহারই প্রশংসা দৃষ্ট হয়।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য না জানে
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে—চরিতামৃত

কবিরাজ গোস্বামী প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা—১০।৯।১৪

'যশোদা সাধারণ শিশুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন।'

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ—১০।১৮।২৪

'ক্রীড়ারণে পরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সখা শ্রীদামকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়াছিলেন।'

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।

স্বয়ম্ বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ—ভাগবত, ১০।১৫।১৪

'বলরাম ক্রীড়াশ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পদমর্দন করিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করাইয়াছিলেন।'

শ্রীরাধিকার স্বপক্ষে গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাসখত গ্রহণ এবং মানিনী রাধার মান-ভঙ্গের জন্য তাঁহার পদপল্লব ধারণ বৈষ্ণব ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধ। * সেইজন্য চরিতামৃতকার বলিতেছেন :—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস
চারি ভাবে ভক্ত যত—কৃষ্ণ তার বশ।
দাস সখা পিতামাতা কান্তাগণ লঞা
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।

* ভজন পূজন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি।—শ্রীজীবনবালা দেবীর বাণীবিজয়

'কেবলা ঐশ্বর্য না মানে' এ কথার সমর্থন জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়
ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্যত্র না হয়
ইহা বিনা কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার।

প্রমাণ কি ? প্রমাণ 'ললিত-মাধবে' উল্লিখিত ঘটনা—

আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীম্ অপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভিঃ।
যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥—৬।১৪

রাধাকুঞ্জে একদিন আত্মগোপন জন্য শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ সাজিয়াছিলেন—

চতুর্ভুজমূর্তি ধরি আছে লুব্ধ হইয়া
কৃষ্ণে দেখি গোপী কহে নিকট আসিয়া
ইঁহো কৃষ্ণ নহে, হয় নারায়ণ মূর্তি
এত বলি তাঁরে সবে করে নতি স্তুতি।

এমন সময় সেখানে শ্রীরাধা উপনীত—তখন কি ঘটিল ?

রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে
সেই চতুর্ভুজমূর্তি চাহেন রাখিতে
লুকাইল দুই হাত রাধার অগ্রেতে
বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে।

অর্থাৎ তখন ঐশ্বর্য মাধুর্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইল।

তাই চরিতামৃতকার আবার বলিতেছেন—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর ॥

গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য-জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর-রসে সঙ্কোচন॥

যেমন—

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য-জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হইল॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জুনের হৈল ভয়।
সখা-ভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

—মধ্যলীলা, ১৯ অধ্যায়

কিন্তু 'কেবলা' সমীহার অতীত—তাই দেখি—

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥

—ভাগবত, ১০।৩০।৩৭

আসি তবে বনোদ্দেশে দৃপ্তা কৃষ্ণে কয়
না পারি চলিতে আর মোরে স্কন্ধে বহ।

তাই গোপী 'শঠ, লম্পট' ইত্যাদি গালি-পুষ্প কৃষ্ণের উপর বর্ষণ করেন—

কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেৎ নিশি—ভাগবত, ১০।৩১।১৬

এ সম্পর্কে শ্রোতাকে নিঃসংশয় করিবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখাৎ শুনাইয়াছেন—

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।

* * *

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ রতি
আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম, হীন
সর্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন।

* * *

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করয়ে বন্ধন
অতি-হীন জ্ঞানে করে লালন পালন
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
'তুমি কোন বড় লোক—তুমি আমি সম'
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন
বেদ স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।

—চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ অধ্যায়

তুমি মহাজন কি কর ভৎর্সন
সুধাসম মোর লাগে।—বাণীবিজয়

এ-কথা খুবই ঠিক যে,—

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তার কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ।

মাধুর্য কার লভ্য? ইহার উত্তরে খৃষ্টান মিষ্টিক্‌ও বলেন:—

Love raises the spirit above reverence into one of laughter and dalliance * * (Lovers of God) have a

horror of solemnity * * They are not afraid with any amazement—they are at home.

—Underhill's Mysticism.

অর্থাৎ গরিমা (majesty) নয়, লঘিমা (humility)—ঐশ্বর্য নয়, মাধুর্যই তাঁহাদের বরণীয়।

কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভক্ত বা প্রেমিক যদি একেবারে ভগবানের মহিমা-জ্ঞান বিস্মৃত হন, তবে তাহার ফলে কল্যাণ, না অকল্যাণ? নারদ-ভক্তিসূত্রে এ-বিষয়ের আলোচনা আছে। ভক্তরাজ নারদ ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—সা তু অস্মিন্ পর-প্রেমরূপা। প্রেমিক ভক্ত ভগবানে সর্বকর্মার্পণ করেন এবং তাঁহার বিস্মৃতিতে পরম ব্যাকুলতা অনুভব করেন—

নারদস্তু তদর্পিতাচারতা, তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা—১৯ সূত্র

এ প্রেমভক্তির উদাহরণ—ব্রজগোপীরা—

অস্তি এবমেব, যথা ব্রজগোপিকানাম্ —২০ ও ২১ সূত্র

অতঃপর নারদ বলিতেছেন—

তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ —২২ সূত্র

'গোপীকারাও ভগবানের মহিমা-জ্ঞান বিস্মৃত হন নাই'—সেইজন্য দেখি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিল দেহিনাম্ অন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

'আপনি কখনই যশোদানন্দন নন—আপনি সমস্ত দেহীর অন্তর্যামী পুরুষ। বিশ্ব রক্ষার জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, হে সখে! বৃষ্ণিকুলে অবতরণ করিয়াছেন।'

নারদ পুনশ্চ বলিতেছেন—প্রেমিক ভক্ত যদি ভগবানের মহিমা-

জ্ঞান-বিহীন হন, তবে ভগবান্ তাঁহার পতি থাকেন না—জার (উপপতি) হয়েন—তদ্‌বিহীনং জারাণাম্ ইব (২৩ সূত্র)। অতএব দেখা গেল, ঐশ্বর্য-জ্ঞানহীন 'কেবলা' নারদ ভক্তিসূত্রের বিপরীত।

উদাহরণেও দেখা যায়, শান্ত-দাস্যের ত' কথাই নাই,—সখ্য, বাৎসল্য, এমন কি মধুর রতিও কেবলা নয়, শবলা—ঐশ্বর্য-জ্ঞান-মিশ্রা। সখা-ভক্ত অর্জুনের দৃষ্টান্ত দেখুন—তিনি যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখন 'বেপমানঃ ভীতভীতঃ প্রণম্য' গদ্‌গদ ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।—গীতা ১১।৪১

'আপনার মহিমা-জ্ঞানহীন হইয়া আপনাকে যে প্রমাদে অথবা প্রণয়ে 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা!' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি—আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন'—'তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্' (গীতা)।

যদি বৃন্দাবনের বাহিরে বলিয়া এ ঘটনাকে উপেক্ষা করিতে চান—তবে ব্রজের অভ্যন্তরে গোপ-সখাদিগের উক্তি শ্রবণ করুন—

দিব্যং চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত! কথ্যতাং
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ
ধৃতো গোবর্দ্ধন শ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ
যথা ত্বদ্‌বীর্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্।

—ব্রহ্মপুরাণ, ১৮১।৩-৫

'আপনার দিব্য কর্ম ও অমানুষ-বীর্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের মন শঙ্কিত হইয়াছে—এ কি অদ্ভুত! আপনি কালিয়দমন করিলেন, প্রলম্ব

নিধন করিলেন—গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন! আপনি কখনই মনুষ্য নহেন!'

বৎসল-ভক্ত বসুদেবের দৃষ্টান্ত দেখুন—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কংসকারাগারে মহাদুর্দিনে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন—তাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে কারার তিমির তিরোহিত হইয়াছে। বসুদেব তাঁহাকে ভগবান্ জানিয়া স্তব করিতেছেন—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥—ভাগবত, ১০।৩।১৩

'আপনি সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ববুদ্ধিসাক্ষী, প্রকৃতির পরাৎপর পরম পুরুষ—আপনার স্বরূপ জানিয়াছি।' এ ব্যাপার মথুরায় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তবে নন্দগোপের গৃহে যশোদা তাঁহার বদনের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, একবার স্মরণ করুন—

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্! সংজাত-বেপথুঃ।
সংমীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥

—ভাগবত,১০।৭।৩৭

—'যশোদা সম্ভ্রমে নেত্র নিমীলন করিয়া, সু-বিস্মিত হইয়া কম্পান্বিত-কলেবর হইলেন।'

এইবার 'মধুর'-ভক্তের দৃষ্টান্ত দেখুন। 'স্বকীয়া' ও 'পরকীয়া' ভেদে মধুরভক্ত বা প্রেমিকা দ্বিবিধ—রুক্মিণী স্বকীয়া—গোপী পরকীয়া। গোপী-গীতের 'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্' পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রুক্মিণী সম্বন্ধে ভাগবতের একটি শ্লোক প্রণিধান করুন—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ
হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্॥—ভাগবত, ১০।৬০।২৪

'দুঃখভয়শোকে হতজ্ঞান রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় ও ব্যজন স্খলিত হইল। তিনি বিকল বুদ্ধি হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া বায়ুতাড়িত রম্ভা-তরুবৎ কেশপাশ বিস্তার করতঃ ভূপতিত হইলেন।'

অতএব—

ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত 'কেবলা' ভাব আর
ঐশ্বর্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার
ঐশ্বর্য দেখিলে ঐশ্বর্য না হয় জ্ঞান
ঐশ্বর্য হইতে 'কেবলা' ভাব প্রধান।

—ইত্যাদি কবিরাজ গোস্বামীর কথা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা কঠিন। তিনি নিজেও অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥

—চরিতামৃত, আদি, ষষ্ঠ অধ্যায়

দাস-অভিমানে যে মহিমা-জ্ঞান (ঐশ্বর্য-ভাব) শিথিল থাকে না—প্রবল থাকে—ইহা সর্ববাদি-সম্মত। শ্রীকৃষ্ণের যে কেহ পারিষদ, যে কেহ স্বগণ, স্বজন—সকলেই ঐ দাস্য-ভাবে ভাবিত।

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি, ভব, নারদ আর শুক, সনাতন॥

এমন কি, যিনি কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম—বিষ্ণু স্বয়ং 'যার অংশাংশের অংশ'—তিনিও,

সেই ত' অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার
ঈশ্বরের সেবা বিনে নাহি জানে আর

সহস্র বদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান
নিরবধি গুণগান অন্ত নাহি পান!

কেবল বলরাম কেন? পিতা নন্দ—

অন্যের কা কথা সেই নন্দ মহাশয়
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়
শুদ্ধ বাৎসল্য, ঐশ্বর্য-জ্ঞান নাহি যাঁর—
তাঁহাকেই প্রেম করায় দাস্য অনুকার—

তিনিও কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়ঃ তৎপ্রহ্বণাদিষু॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।৬৬

'আমাদের মনোগতি কৃষ্ণের পাদপদ্মাশ্রিত হউক, আমাদের বাক্য তদীয় নামগানে এবং কায় তাঁহার প্রণামাদিতে নিযুক্ত হউক।'

আর শ্রীদামাদি সখাগণ?—

শ্রীদামাদি ব্রজের যত সখা-নিচয়
ঐশ্বর্য-জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধ আরোহণ
তাঁর দাস্য-ভাবে করে চরণ সেবন।

পাদ সম্বাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥—ভাগবত, ১০।১৫।১৭

'শ্রীকৃষ্ণ শায়িত হইলে কেহ কেহ তাঁহার পদসেবা করিত, অপরে ব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিত।'

গোলোকে লক্ষ্মী, ভূলোকে মহিষী—তাঁহারাও দাস্য-ভাবের ভাবিনী—

পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি

তিঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া বিনতি।

মহিষীরা বলেন—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।

সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাহদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥—ভাগবত, ১০।৮৩।৩৯

'বহু বহু তপস্যার ফলে সর্ব-সঙ্গ-নিবৃত্তি দ্বারা আমরা সেই আত্মা-রামের গৃহ-দাসীত্ব লাভ করিয়াছি।'

আর ব্রজ-গোপীরা—

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ

যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন

যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন

তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান।

তাঁহারা বলেন—

ভজ সখে ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম নো

জলরুহাননং চারু দর্শয়—ভাগ, ১০।৩১।৬

"হে প্রিয়! আমরা তোমার কিঙ্করী—কৃপা করিয়া আমাদের গ্রহণ র—আমাদিগকে তোমার চারু পদ্মানন দর্শন করাও।'

তাঁহাদের কথা দূরে থাক—যিনি সর্বারাধিকা রাধিকা—

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা

সবা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা

তিঁহো তাঁর দাসী হৈয়া করেন সেবন

যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।

তিনিও বলেন,—

হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ !
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্—ভাগ, ১০।৩০।৩৯

'হা নাথ রমণ প্রিয়তম ! হা মহাবাহু ! হে সখা ! আমি তোমার দাসী —অতীব দীনা— একবার দর্শন দাও।'

সেই জন্ম বলিতেছিলাম, ভগবান্ মাধুর্যপূর হইলেও এতই ঐশ্বর্যধুর যে,—যে কোন ভক্ত-ভাবুকের পক্ষে তাঁহার মহিমা-জ্ঞান ঐকান্তিক-ভাবে বিস্মৃত হওয়া সুদুর্ঘট। অতএব প্রেমভক্তি কেবলা নহে—শবলা।



অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্যের পরম ও মাধুর্যের চরম—তিনি একাধারে মাধুর্যসঘন ও ঐশ্বর্যগহন। শ্রীকৃষ্ণ কে? তিনি কি অবতার না অবতারী? অংশ না পূর্ণ? যদি অবতার হন, তবে কা'র অবতার? ৫০০০ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপঃ?' এ প্রশ্নের শেষ উত্তর আজিও পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণ-সমস্যার কে মর্মচ্ছেদ করিবে—who can pluck the heart of His mystery? এখানে 'ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—the mystery remains! অথচ আমাদের আলোচ্য প্রেমধর্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, অন্ততঃ আংশিকভাবে উহার আলোচনা না করিয়া উপায় নাই।

প্রথমেই লক্ষ্য করুন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব একটি নিগূঢ় রহস্য—বড়ই জটিল সমস্যা—রামচন্দ্র, যিশু, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারের তুলনায় অতিশয় complex। কেন জটিল? প্রথমতঃ তিনি কি অবতার না অবতারী? শ্রীকৃষ্ণ শব্দে যদি বাসুদেব কৃষ্ণ না বুঝিয়া সেই পরাৎপর পরতত্ত্ব বুঝি—যিনি 'যৎ জ্ঞানম্ অদ্বয়ং', যিনি 'ঈশ্বরাণাং ঈশ্বর মহেশ্বর পরমেশ্বর' তাঁহাকে বুঝি—তবে নিশ্চয়ই তিনি অবতার নন—অবতারী—তিনি

এতৎ নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং—ভাগবত, ১৷৩৷৫

জয়দেব সেইজন্য প্রখ্যাত দশাবতার-স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার মধ্যে গণনা করেন নাই—তিনি বলেন 'কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ'—মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি যাঁহার অবতার। এই মর্মে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলিয়াছেন—

এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ
মহাগ্নেরিহ ভাস্বৎস্ফুলিঙ্গাঃ শতসহস্রশঃ।

'যেমন শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ মহাগ্নিতে বিলীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অসংখ্য অনন্ত অবতারসমূহ শ্রীকৃষ্ণে আসিয়া মিলিত হন।' কারণ, 'সকল সম্ভবে কৃষ্ণে—যাতে অবতারী।' কিন্তু দেবকীপুত্র, নন্দনন্দন কৃষ্ণ—যিনি মথুরায়, দ্বারকায়, বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন—তিনি?

ব্রহ্মপুরাণের ১৮০ অধ্যায়ে যে আট জন অবতারের গণনা আছে—তাঁহাদের মধ্যে সপ্তম শ্রীকৃষ্ণ। আটজন অবতার কে কে? বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মপুরাণ বলিতেছেন—

অবতারো হ্যজস্যেহ মাথুরঃ সাংপ্রতস্ত্বয়ম্—১৮০।৩৯

পরবর্তী অধ্যায়ে দেখি, ভূভার-নিবারণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীহরি নিজের কেশ উৎপাটন করিয়া বলিতেছেন—

বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যা গর্ভোঽষ্টমোঽয়ং তু মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥—১৮১।৩০

'বসুদেবের যে দেবতোপমা পত্নী দেবকী, তাঁহার অষ্টমগর্ভে আমার এই কেশ উৎপন্ন হইয়া ভূভার হরণ করিবে।'

ভাগবত প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে অবতারগণের নামোল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন—উভয় তালিকাতেই শ্রীকৃষ্ণের গণনা আছে। প্রথম তালিকাতে তিনি বিংশ-স্থানীয় এবং দ্বিতীয় তালিকায় একবিংশস্থানীয়। ভাগবতে আরও দেখি, মহাবিষ্ণু যোগমায়াকে বলিতেছেন—

অথাহম্ অংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে !
প্রাপ্স্যামি, ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥—১০।২।৯

'আমি অংশভাগ দ্বারা দেবকীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব—তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।'

মহাভারতের আদিপর্বেও দেখিতে পাই—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্—৬৭।৫১

'যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশ মানুষের মধ্যে প্রতাপশালী বাসুদেব হইয়াছিলেন।' অতএব 'সর্ব-অবতার-সার' হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বলিয়া উপায় কি? কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে—তিনি কাঁহার অবতার?

এ কথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রকাশগত ভেদ বুঝিতে হইবে। বিষ্ণু কে?

'বিষ্ণু ক্ষৌণীভর্তা'—ভূলোকের অধিপতি—আমাদের এই ভূধর-সাগর-সমন্বিত ভূমণ্ডলের অধিদেবতা (Presiding Deity)—'ক্ষৌণী-ভর্তা যৎ কলা সোঽপ্যনন্তঃ * * পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।' থিয়সফিক্যাল্ গ্রন্থে তাঁহাকে Planetary Logos বলা হয়। শ্রীশঙ্করা-চার্য তাঁহাকে 'পৃথিবী-অভিমানিনী দেবতা' বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-পরি-ভাষায় ইনি 'ক্ষিরোদ-শায়ী' বা শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু—যিনি

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়ম্ অস্য পাংসুরে—(ঋগ্‌বেদ)

আমাদের পৃথিবীর যেমন অধিদেবতা বা Planetary Logos আছেন, সৌরমণ্ডলভুক্ত মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও সেইরূপ অধিপতি আছেন। তাঁহারা সেই সেই গ্রহের অধিদেবতা (Plane-

tary Logos)। তাঁহাদের উপরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি মহাবিষ্ণু বা সূর্যনারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ।

যিনি—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।

ইনিই মহাবিষ্ণু—মহেশ্বরের অংশকলা—

বিষ্ণুর্মহান্— য ইহ তস্য কলাবিশেষঃ—ব্রহ্মসংহিতা
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ

থিওসফিতে ইঁহাকে Solar Logos বলা হয়। বৈষ্ণব-পরিভাষায় ইঁহার নাম চতুর্ভুজ নারায়ণ বা গর্ভোদ-শায়ী।

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনাম্
আত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।—ভাগবত, ১০।১৪।১৪

'তিনি নারায়ণ,—নারের অয়ন, অখিল দেহীর আত্মা—সর্বলোকসাক্ষী।'

আমাদের যেমন সৌরমণ্ডল বা ব্রহ্মাণ্ড (Solar System), আকাশে সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিলম্বিত রহিয়াছে। প্রত্যেক তারা এক একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। সেইজন্য বিজ্ঞান বলিতেছেন—Each star is a sun and as such the centre of a solar system। এইরূপ কোটি কোটি তারা-সূর্য আকাশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড এক নহে,—কোটি কোটি, অগণ্য।

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।

বরং সমুদ্র-সৈকতের বালুকণা গণিয়া শেষ করা যায়, কিন্তু অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের গণনার শেষ হয় না।

সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা Solar Logos আছেন।

প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর, তিনিই মহেশ্বর, অগণ্য ঈশ্বরের ঈশ্বর।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

এই মহেশ্বর—

একোপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং।
* * যচ্ছক্তিরস্তি, জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ॥—ব্রহ্মসংহিতা

এই ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বরকে থিওসফিতে Central বা Supreme Logos বলে। বৈষ্ণব-পরিভাষায় ইনি গোলোকপতি, কারণার্ণবশায়ী।

মায়াভর্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম
ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্।

তিনি মায়ার অধীশ—অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়—কারণোদকশায়ী, অর্থাৎ

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।—চরিতামৃত

শ্রীরূপগোস্বামী সংকর্ষণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার 'করচায়' এই তিন প্রকাশের কথা লিখিয়াছেন—

সংকর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী

অর্থাৎ পয়োব্ধি বা ক্ষীরোদশায়ী = বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী = মহাবিষ্ণু, এবং কারণতোয়শায়ী = মহেশ্বর। বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি ঐ মহেশ্বরেরই কলার কলা—ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ—ভাগ, ১০।৬৮।৩৭

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ কাহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের? এ সম্পর্কে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়।

গীতায় তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥—৭।৭
'আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়'
সর্গাণাম্ আদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্ অর্জুন!—১০।৩২

'হে অর্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য।'

অর্জুন বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, অজ বিভু দিব্য আদিদেব।

পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবমজং বিভুম্॥—গীতা, ১০।১২

ভাগবতে বসুদেব বলিয়াছেন—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ—১০।৩।১৩

'শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পরাৎপর সাক্ষাৎ পরম পুরুষ।'

মহাভারতে ভীষ্ম বলিতেছেন—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাম্ উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥—সভাপর্ব, ৩৭।২১

'শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের অব্যয় উৎপত্তি-স্থান—তাঁহা হইতেই চরাচর বিশ্ব।' ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ।
এতৎ অক্ষরমব্যক্তং এতৎ বৈ শাশ্বতং মহঃ॥—৬৬।৬

'ইনিই পরম ব্রহ্ম, ইনিই পরম যশ (glory), ইনিই অক্ষর, অব্যক্ত, ইনিই সনাতন তেজ।' তিনিই 'বেদান্তকৃৎ', তিনিই 'বেদবিৎ', তিনিই ব্রহ্মার হৃদয়ে বিস্তার জ্যোতিঃ উজ্জলিত করেন—'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'—তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞার প্রসার—

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী (গীতা)।

এক কথায় তিনি মহেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ

*　　*

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে !

অতএব—নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ

—তাঁহাকে শত সহস্র নমস্কার !

আবার দেখিতে পাই, তাঁহাকে সূর্য-নারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ—সেই Solar Logos-এর সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥

—মহাভারত, আদি, ৬৭।৫১

যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্মণোঽন্তে বিবেশ হ ॥

—স্বর্গারোহণপর্ব

'যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ—তাঁহার অংশ মনুষ্যের মধ্যে বীর্যবান্ বাসুদেব হইয়াছিলেন—কর্মের অবসানে তিনি আবার সেই নারায়ণে প্রবিষ্ট হইলেন।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু।

অন্যত্র দেখিতে পাই, তাঁহাকে শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু—যিনি 'Planetary Logos—তাঁহার সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

তথৈব ভৃগুশাপাৎ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ॥—দেবী ভাগবত

'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেব-পুত্র হইবেন।'

অবরুহ্য স্বয়ং বিষ্ণুঃ পাতা চ জগতাং পতিঃ * *
স চাপি লীন স্তত্রৈব রাধিকেশ্বরবিগ্রহে।—ব্রহ্মবৈবর্ত, ৬।৮

'জগৎপতি পাতা বিষ্ণু রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-শরীরে বিলীন হইলেন।'

কেবল তাহাই নয়—শাস্ত্রগ্রন্থে অনেক স্থলে দেখি শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-ঋষির সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে—সেই নারায়ণ-ঋষি, যিনি সত্যযুগে সখা নর-ঋষির সহিত বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন—

নরনারায়ণৌ চৈব চেরতু স্তপ উত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে॥

—দেবী ভাগবত, ৪।৫।১৩

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥

—মহাভারত, বনপর্ব, ৪০।১

সেই নর-নারায়ণ ঋষি দ্বাপর যুগের শেষে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুনকেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ॥
—উদ্‌যোগপর্ব, ৯৬।৪৬

'এই যে বীরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জুন, ইঁহারা সেই নর-নারায়ণ ঋষি'—অর্জুনে সেই নর-ঋষির আবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ-ঋষি।

অর্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ং।

ভাগবতেও ভূমা-পুরুষের মুখে শুনিতে পাই—

পূর্ণকামৌ অপি যুবাং নরনারায়ণৌ ঋষী।
ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহং॥

'কৃষ্ণার্জুন সেই পূর্ণকাম নর-নারায়ণ ঋষি—কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, জগৎস্থিতির জন্য ধর্মাচরণ করেন।' এমন কি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বসানের সময়, তাঁহার ভক্তপ্রবর উদ্ধব তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

নির্বিণ্ণধীরহমুহ বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে।—ভাগবত, ১১।৭।১৮

'পাপতাপ ক্লিষ্ট আমি আজ নির্বিণ্ণ চিত্তে নরসখা নারায়ণের শরণাপন্ন হইলাম।' এ সকল লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিয়াছেন—

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥

'যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহু নারায়ণ (মহাবিষ্ণু), যিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু, যিনি নারায়ণ ঋষি—তিনিই বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ'।

চরিতামৃতকারও এই মর্মে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ
কেহ কহে কৃষ্ণ হ'য় সাক্ষাৎ বামন

কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার।
কেহ কহে পরব্যোম-নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতরী ॥—চৈতন্যচরিতামৃত

এ সকল কথার তাৎপর্য কি? শ্রীকৃষ্ণকে এই যে একসঙ্গে নারায়ণ ঋষি, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইল—এ সমস্যার সমাধান কি? এ প্রশ্নের আমি আমার 'অবতার-তত্ত্ব' গ্রন্থে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং আদরের সহিত বৈকুণ্ঠগত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের 'চৈতন্যকথা' হইতে ঐ ভক্তপ্রবরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। 'কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্তলোক। এই মর্তলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা? * * * তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ত্রিজগতের গুরু অর্দ্ধ-মনুষ্য অর্দ্ধ-দেবতা নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোশ (physical vehicle) নারায়ণ ঋষি। জন্মের সময়ও তিনি নারায়ণ ঋষি এবং অন্তর্দ্ধানের সময়ও তিনি নারায়ণ ঋষি। বৃন্দাবন লীলায় তিনি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। মথুরালীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ।'

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণরূপধারী নারায়ণ ঋষির শরীরে যে ঐশ তেজের আবেশ হইত, তাহারও তারতম্য ছিল। মোটামুটি, মথুরালীলায় তিনি যে তেজ ধারণ করিতেন, তাহা বিষ্ণুর তেজ, দ্বারকালীলায় তিনি যে তেজ ধারণ করিতেন তাহা মহাবিষ্ণুর তেজ এবং বৃন্দাবনলীলায় তিনি যে তেজ ধারণ করিতেন, তাহা মহেশ্বরের তেজ। অধিকন্তু ঐ তেজেরও আবির্ভাব-তিরোভাব

ঘটিত—'যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ।' মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থানোদ্যত হইলে অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে যে গীতা বলিয়াছিলেন, আমি চিত্তবিভ্রম বশতঃ তাহা বিস্মৃত হইয়াছি—তৎ সর্বং পুরুষব্যাঘ্র! নষ্টং মে ব্যগ্রচেতসঃ—সেই গীতা আবার আমায় বলুন।' উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'অর্জুন! যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে যখন আমি পরব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলাম, তখন আমি যোগযুক্ত ছিলাম। এখন আর সে সকল কথা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে না!'

শ্রাবিতস্ত্বং ময়া গুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনম্।
ন চ সাত্ত্ব পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি॥
ন শক্যং তন্ময়া বক্তুম্ অশেষেণ ধনঞ্জয়!
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥

—অনুশাসন পর্ব, ১৭ অঃ

"অতএব তোমাকে আমি এক পুরাতন ইতিবৃত্ত বলিতেছি।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রাচীনকালে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য কাশ্যপকে অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ইহাই অনুগীতা। গীতার তুলনায় অনুগীতা অনেক নিম্নস্তরের গ্রন্থ—স্বর্গে ও মর্তে যে ব্যবধান, গীতায় ও অনুগীতায় সেই ব্যবধান।

এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন, তখন তিনি যোগযুক্ত ছিলেন। সে যোগ মহেশ্বরের সহিত তাঁহার সংবিতের সংযোগ। অনুগীতা বলিবার

সময় সে-সংযোগ তিরোহিত হইয়াছিল ; তখন শ্রীকৃষ্ণ সংবিতের নিম্ন ভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। *

শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণাবতার না অংশাবতার ? এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে অবতার-গ্রহণের প্রণালী (Modus Operandi) বুঝা চাই। এ সম্বন্ধে দুইটি থিওরি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, অবতার 'মায়ামানুষ-বিগ্রহ'—ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্—(ভাগবত, ১০।৩৩।৩৫)। অর্থাৎ, ভগবান্ অবতারগ্রহণের সময় আমাদের মত রক্তমাংসের শরীরে প্রবেশ করেন না—তাঁহার যে অবতার-শরীর, তাহা প্রাকৃত শরীর নয়—তাহা শরীরই নয়—একটা প্রতিভাসমাত্র (Appearance বা Simula-

* অন্যান্য অবতারের বিবরণেও দেখা যায়, ঐ আবেশ প্রভবাপ্যয়ৌ—It used to come and go. সেইজন্য যিশুখৃষ্ট কখন বলিতেন—'I and my Father are one'—আবার কখন বলিতেন—'Father ! Father ! Why hast Thou forsaken me ?' শ্রীচৈতন্যেও ঐ আবেশের আবির্ভাব-তিরোভাব দৃষ্ট হইত—

কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু পরকাশ
কখন রোদন করে বলে 'মুই দাস'—চৈতন্য ভাগবত।

কখন তাঁহার শরীরে সাত প্রহরব্যাপী 'মহাপ্রকাশ' হইত—

হাতে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম
মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্যমান
কমলা তাম্বুল দেয় হস্তের উপরে
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।

আবার কখন—

দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন
'কৃষ্ণরে বাপরে তুমি আমার জীবন'
এমত ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে।—চৈতন্যভাগবত

পরশুরামে দেখা যায়, ঐশ তেজ তাঁহার দেহ ছাড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছিল—

ততঃ পরশুরামস্য দেহাৎ নির্গত্য বৈষ্ণবম্।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং তেজো রামমুপাগমৎ ॥—নৃসিংহপুরাণ

এবং তিনি ঐশ-তেজের বিগমে জড়ীভূত হইয়াছিলেন—

তেজোভির্গতবীর্যত্বাৎ জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ—রামায়ণ ১।৭৬।১২

crum, একেবারে illusory)। নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দরসঘনে ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ—মধুসূদনের গীতাভাষ্য। এ মত সমর্থন করা কঠিন—কারণ, রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ আমাদের দেহের মতই হ্রাস বৃদ্ধির অধীন, জন্মমৃত্যুর অধিকৃত ছিল এবং দেহত্যাগের পর সেই সেই দেহের অগ্নি-সংকার করা হইয়াছিল।

গীতায় অবতার-গ্রহণের প্রণালী সম্বন্ধে এইমাত্র বলা হইয়াছে—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া (৪।৬)। ইহার ভাষ্যে শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন—

ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি * * স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিত-সত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামি।

অর্থাৎ, 'ভগবান্ কর্ম-রহিত। তিনি কর্মের অধীন নহেন। তথাপি নিজ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হন। তিনি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, বিশুদ্ধ উর্জিত সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।'

শ্রীধর স্বামী বিশুদ্ধ উর্জিত সত্ত্বমূর্তির কথা বলিলেন, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে আমরা অবতার-গ্রহণের জন্য ভগবানের 'মানুষী তনুতে' প্রবেশের কথা শুনিতে পাই। রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুং—যুদ্ধকাণ্ড, ১১৭।২৮

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

তং যোগিনং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।
অবমন্যেদ্ বাসুদেবং তমাহুঃ তামসং জনাঃ ॥—৬৬।২০

ভাগবতেও এই ধরণের উক্তি আছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।—১০।৩৩।৩৬

ইহাকেই বলে 'আবেশ' (control বা possession)। এই আবেশ কিরূপে সিদ্ধ হয়, এ কথার মৎপ্রণীত 'অবতারতত্ত্বে' সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। আবেশের প্রকৃত ব্যাপার এই,—যিনি আবেষ্টা, তিনি সাময়িকভাবে আবিষ্টের শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহকে নিজের প্রয়োজন মত চালনা করেন।

If we analyse our observations of possession, we find two main factors—the central operation, which is the control by a spirit of the sensitive's organism and the indispensable pre-requisite which is the partial and temporary desertion of that organism by the percei-pient's own spirit.—Myer's Human Personality.

পাশ্চাত্য Psychical Research সাহিত্যে এই আবেশের অনেক প্রামাণিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির অধ্যক্ষ কর্ণেল্ অল্‌কট্ সাহেব তাঁহার রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাঁহার সহযোগিনী ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্কির দেহে অনেক সময়ে বিশিষ্ট মহাপুরুষের আবেশ হইত। চৈতন্যলীলায় দেখা যায়, চৈতন্যদেবের অগ্রজ বিশ্বরূপ সময়ে সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের দেহে আবিষ্ট হইতেন।

হেন মতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে॥

সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।

মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে।—চৈতন্যভাগবত

অতএব আবেশের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

যাহাকে আমরা অবতার বলি, সে স্থলেও ঠিক্ ঐরূপ ঘটনা ঘটে; যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি ব্যক্তিবিশেষের দেহে আবিষ্ট হন; অর্থাৎ, ঐ দেহ সাময়িকভাবে তাঁহার বাহন হয়। অবশ্য ঐ দেহ শুদ্ধ, পূত, সুকুমার হওয়া চাই। শৌণ্ডিকের ভাণ্ড কি স্বর্গ-সুধার ভাজন হইতে পারে? ভূতাবেশস্থলে আবেষ্টার বলপূর্বক অনধিকার-প্রবেশ (trespass) দৃষ্ট হয়;—কিন্তু অবতার-স্থলে নির্বাচিত বাহন স্বেচ্ছায় স্বদেহ আবেষ্টাকে নিবেদন করিয়া দেন এবং অবতার সেই দেহে আংশিক বা পূর্ণভাবে প্রবেশ করিয়া নিজের মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত করেন। ইহাই অবতার-গ্রহণ-প্রণালীর Modus Operandi.

আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে নারায়ণ ঋষি ভগবানের জন্য নিজের পার্থিব উপাধি (physical vehicle) নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ শরীরে কখনও বিষ্ণুর, কখনও মহাবিষ্ণুর, কখনও বা মহেশ্বরের আবেশ হইত।

শ্রীকৃষ্ণ অংশ না পূর্ণ অবতার?—এ প্রসঙ্গে ভাগবত বলিয়াছেন, অন্যান্য অবতার কেহ অংশ, কেহ ভগ্নাংশ (কলা) বটে—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ—ভাগ, ১।৩।২৬

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ঐ, ১।৩।২৮

এ কথার এরূপ অর্থ করিলে চলিবে না যে, কৃষ্ণাবতারে ভগবান্ সম্পূর্ণভাবে 'মানুষী তনু'তে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—কারণ, মানুষী তনুর পক্ষে

সকল অবস্থাতেই সমগ্র ঐশ তেজ ধারণ করা অসম্ভব। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গেও ভূয়োভূয়ঃ 'অংশ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন :—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥

—আদিপর্ব, ৬৭।৭১

'যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশ মনুষ্যের মধ্যে প্রতাপশালী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন।' দেবীভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন-

তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ ॥

'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেব-পুত্র হইবেন।' এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

অথাহম্ অংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥—১০।২।৯

ভগবান্ যোগমায়াকে বলিতেছেন—'আমি অংশভাগ দ্বারা দেবকীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব। তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।'

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বিষ্ণুর কৃষ্ণ ও শুক্ল কেশ বলা হইয়াছে। কেশ বলিবার তাৎপর্য এই যে, সমগ্র দেহের তুলনায় কেশ যেমন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (tiny fragment)—অমেয় অসীম বিশ্বাত্মা ভগবানের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট ঐশ তেজও সেইরূপই ভগ্নাংশ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ, ১৮২।২

উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলঃ—বিষ্ণুপুরাণ

মহেশ্বরের সেই শুক্লকেশ বলদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিল এবং সেই কৃষ্ণকেশ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইল।

তয়োরেকো বলদেবো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥
—মহাভারত, আদি, ১৯৭।৩৩

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।—২।৭।২৬

'অসুর-মর্দিত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশ-রূপ কলা দ্বারা রাম ও কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।'

তাহাই যদি হয়, শ্রীকৃষ্ণেও যদি 'অংশেন' অবতরণ হয়, তবে প্রশ্ন এই—অন্যান্য অবতার হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে—'কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং' বলা হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, তাঁহাতে ঈশ্বর-শক্তি ও ঐশ তেজ যে পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল, বোধ হয় অন্য কোন অবতারে সেরূপ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণে শুধু বিষ্ণু ও মহাবিষ্ণু নহেন, স্বয়ং মহেশ্বর—যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর পরম-ঈশ্বর, তাঁহারও প্রকাশ ছিল। এ ঘটনা অবতারের ইতিহাসে সুদুর্লভ। অবতারে প্রধানতঃ আমাদের Planetary Logos, অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণুরই প্রকাশ, কখনও কখনও বা Solar Logos সূর্যনারায়ণ মহাবিষ্ণুর প্রকাশ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণেই মহেশ্বরের প্রথম ও শেষ প্রকাশ। সেইজন্যই তিনি পূর্ণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন? গীতায় তাঁহার নিজমুখে ইহার উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—গীতা, ৪।৭-৮
'যখনই হয় পার্থ! জগতে ধর্মের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুৎথান, আপনারে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ করি
ধর্মসংস্থাপন তরে যুগে যুগে জন্ম ধরি।'

ব্রহ্মপুরাণ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

যদা যদা চ ধর্মস্য গ্লানিঃ সমুপজায়তে।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥—১৮০।২৭

ধর্মসংস্থাপনই মুখ্য কথা—দুষ্কৃত বিনাশ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ব্যাপার। কারণ, যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, সঙ্কল্প-মাত্রেই ত' এ সকল ক্ষুদ্র ঘটনা নিষ্পন্ন হইতে পারিত। তবে অপ্রয়োজনে শরীর গ্রহণ কেন?

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের একটা উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন ভিন্ন ধর্মসংস্থাপন সম্ভব নয়। ভগবান্ অবতার গ্রহণ দ্বারা সান্ত ও সীমাবদ্ধ না হইলে, জীবের সমক্ষে ঐ পূর্ণ আদর্শ কিরূপে প্রদর্শিত হইবে? এ কথা অসঙ্গত নয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্যার অলিভার্ লজ্ বোধ হয় যেন এ প্রশ্নের একটি যোগ্যতর উত্তর দিয়াছেন। লজ্ বলেন, ভগবানের মহিমা এতই মহান্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি অবতাররূপে নিজকে সংবৃত ও

সংকুচিত না করিলে, কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখের প্রতি চাহিতে পারে না—'No one can see My face and live.' দৃষ্টান্তস্বরূপ লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য পৃথিবীর প্রাণ বটে কিন্তু সূর্য যদি কোন দিন স্বীয় প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হন, তবে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেইজন্য রবি বায়ুমণ্ডল দ্বারা নিজ তেজ প্রশমিত করিয়া রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হন। এই সংবৃতির জন্যই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা। কোন জীবই—এমন কি উন্নততম সাধকও তাঁহার প্রোজ্জ্বল মহিমা, তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য ধারণ করিতে অসমর্থ; সেইজন্যই ভগবান্ অবতারের আকারে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আকারের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হন।

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে তাঁহার অবতারের প্রয়োজন যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা প্রকাশ দ্বারা বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ ও ভবকূপ হইতে উত্তোলনই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য প্রয়োজন—

> ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
> শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন॥—১।৮।৩৫

'অজ্ঞান, কাম ও কর্ম দ্বারা নিপীড়িত নরনারীকে শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা প্রকাশ দ্বারা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধরণই—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য।'

ভাগবতের অন্যত্রও এ কথা আছে—

> অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
> ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
> —১০।৩৩।৩৬

এ সম্পর্কে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট্ অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

When He, Who is beauty and love and bliss, shews a little portion of Himself on earth enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up. সংক্ষেপে ইহাই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ 'সকল নিগমবল্লী, চিন্ময়, সৎস্বরূপ—মঙ্গলানাং মঙ্গল'—তাঁহার সুমধুর নাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিলে জীব পাপতাপ হইতে পরিত্রাণ পায়—

ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা।



নবম অধ্যায়

দার্শনিক ভিত্তি

প্রেমধর্মের দার্শনিক ভিত্তি কি? ইহা কি কেবল ভাবকতার উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় দার্শনিকতার উপর প্রোথিত?

প্রেমধর্মের মৌলিক তত্ত্ব সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যক-উপনিষদে সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বিবৃত দেখা যায়। ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়—আত্মৈব ইদম্ অগ্র আসীৎ এক এব।

তিনি আত্মারাম—মিষ্টিকের ভাষায়—'From everlasting Thou hast loved Thyself'. "God loves Himself with an infinite intellectual love" (Spinoza); কিন্তু স বৈ (একাকী) নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ —স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ—বৃহ, ১।৪।৩

'সেই একমেবাদ্বৈত একাকী রমিত হইলেন না—তিনি দ্বৈত ইচ্ছা করিলেন—সেই নিঃসঙ্গ সঙ্গিনীর কামনা করিলেন।' অকাম নিষ্কাম আত্মকাম আত্মারামে এই প্রথম কামের উদয় হইল—কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি—ঋগ্‌বেদ। তখন কি হইল?

স হ এতাবান্ আস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্—বৃহ, ১।৪।৩

তাঁহার মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি বিমিশ্রিত, একাকার ছিল—এখন তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নী হইলেন। বৈষ্ণব পরিভাষায় এই পতি পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই পত্নী পরা প্রকৃতি শ্রীরাধা—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥—চরিতামৃত

অর্থাৎ অদ্বৈতের ঐরূপ দ্বৈতী-ভাবের পর—

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদ্ অসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ ॥—স্কন্দপুরাণ

'দুর্লভসার' এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

মহারসা রাধা, মহারস প্রভু আপে।
দোঁহে দোঁহারূপ দেখে রসের প্রতাপে ॥

পুনশ্চ—

প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনে।
বিভিন্ন আকার হৈল 'রমণ'-কারণে ॥
বিলাস কারণ আর সৃষ্টির কারণ।
বিলাসে উপজে প্রেম ভাবের লক্ষণ ॥

* * *

প্রকৃতি বিহনে সেবা নাহিক তাঁহার।
প্রকৃতি বিহনে সৃষ্টি নাহিক সংসার ॥
দাম্পত্যের সৃষ্টি উপপত্যের বিলাস।
তে কারণে বৃন্দাবনে প্রভু কৈল রাস ॥—দুর্লভসার

পরকীয়া-তত্ত্ব বা রাসের কথা আমরা এখানে উত্থাপিত করিব না। আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ—যাঁহারা অদ্বৈতে অব্যাকৃত ছিলেন, তাঁহারা আত্মারামের রমণেচ্ছায় ব্যাকৃত হইয়া—'লীলারস আস্বাদিতে ধরি দুইরূপ'—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা হইলেন। বৈদান্তিক একটু ভিন্নভাবে এই কথাই বলেন। সেই নিষ্কাম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কামনা হইল—'একোহহং বহু স্যাম্'—'এক আমি বহু হইব'।

তখন জলদ্ অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়—যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি—সেইরূপ ব্রহ্ম-অগ্নি হইতে অগণ্য জীব-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল—তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য! ভাবাঃ প্রজায়ন্তে। সেইজন্য বহির্মুখ হইলেও এই জীবসমূহের প্রত্যেকের ব্রহ্মের প্রতি নিত্য আকর্ষণ—সেইজন্য তাহারা তত্রাপি যন্তি—অবশেষে জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।

So there is inevitable rush of the roving comet caught at last to the central sun.

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে এই রাধা-তত্ত্ব লইয়া অনেক আলোচনা আছে। পুরাণকার শ্রীকৃষ্ণের প্রমুখাৎ বলিতেছেন—

মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী

"শ্রীরাধা মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা।" প্রকৃতি ও পুরুষের এই সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলিতেছেন,—

যথা ত্বঞ্চ তবাহঞ্চ ভেদৌ হি নাবয়োর্ধ্রুবম্॥
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি!
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্॥

* * *

সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ॥

* * *

ত্বঞ্চ শ্রী স্বঞ্চ সম্পত্তি স্তমাধারস্বরূপিণী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্বেষাঞ্চ মমাপি চ॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোঽহমক্ষরে॥

যদা তেজঃস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাঽহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ॥
সর্ববীজস্বরূপোঽহম্ যথা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্বস্ত্রীরূপধারিণী ॥
—কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫ অধ্যায়

"তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিতই কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনিই আমি তোমাতে সর্বদাই আছি। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বরূপা, আমি সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগ দ্বারা সর্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্বস্ত্রীরূপধারিণী হও।"

অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা ক্রিয়া।
অহং দীপ্তিমতাং সূর্যঃকলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা ॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্র স্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি ॥
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্তিশ্চ ধর্ম্মিণী।
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা ॥
কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি।
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা ॥
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্তির্মূর্তিমতী সতি।

তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুৎতৃষ্ণা চ পরা দয়া।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥

—কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৬৭ অধ্যায়

'কলা দ্বারা আমি বহ্নি, তুমি দাহিকা স্বাহা; আমি দীপ্তিমান্‌দিগের মধ্যে সূর্য, তুমি প্রভা; কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভাময়ী রোহিণী; আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গ-লক্ষ্মী; আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধর্মিণী মূর্তি; আমি কলা দ্বারা যজ্ঞ, তুমি স্বাংশে দক্ষিণা; কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, তুমি স্বাংশে স্বধা; আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি স্বাংশে বসুন্ধরা। হে সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্তি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরা দয়া। যেখানে তুমি, সেইখানে আমি,—সমতুল্য প্রকৃতিপুরুষ।' অর্থাৎ শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে অনশ্বর ঐক্য—চিরন্তন সাযুজ্য।

এই কথা প্রতিপন্ন করিয়া পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।

—পাতালখণ্ড, ৫৮।১২০

'রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা—তাঁহার প্রিয়া আদ্যা প্রকৃতি।'

যখন ধরার ভার মোচনের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন—

ততঃ কৃষ্ণঃ সমাহূয় রাধাং প্রাণগরীয়সীং।
উবাচ বচনং দেবি! গচ্ছেহং পৃথিবীতলং।
পৃথিবীভারনাশায়, গচ্ছ ত্বং মর্ত্যমণ্ডলং ॥—ব্রহ্মখণ্ড, ৭।৩৮-৯

তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়া শ্রীরাধা পৃথিবীতলে অবতরণ করিলেন এবং বৃষভানুর যজ্ঞভূমিতে অযোনিজা কন্যারূপে উৎপন্ন হইলেন—

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী-সংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত বলিলেন রাধিকা 'সর্বস্ত্রীরূপধারিণী'—

ত্বং কলাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী * *

'এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী রাধিকার অংশ-কলা—যিনিই স্ত্রী, তিনিই তিনি।' এ কথার তাৎপর্য এই যে, রাধিকা সমস্ত আরাধিকার, সমস্ত Lovers of Godএর type, symbol, প্রতীক, প্রতিভূ—তা' সে আরাধিকা নারীই হউন বা নরই হউন। কারণ, প্রেমলীলায় ভগবান্ রমণ—ভক্ত রমণী।

If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men—F. W. Newman.

সেই জন্য নরোত্তমদাস বলিয়াছেন—ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হ'ব।* ব্রজে (ভবে নয়) শ্রীকৃষ্ণই একা পুরুষ, আর সবাই প্রকৃতি। রূপগোস্বামীর প্রতি মীরা বাঈয়ের উক্তি স্মরণ আছে ত?

---

* নবদ্বীপে বোধ হয় অনেকেই 'ললিতা সখীকে' দেখিয়া থাকিবেন—ইনি পুরুষ ভক্ত—রমণীর শাড়ী গহনা পরিয়া বিচরণ করিতেন—এমন কি নাকে নথ পর্য্যন্ত ছিল। রামকৃষ্ণদেবের সাধন-সৌকর্যের জন্য রমণী-বেশ ধারণের কথাও শুনা যায়।

For long years Ramkrishna dressed himself as a Cowherd or a Milkmaid to be able to realise the experiences of that form of piety in which the human soul was like a faithful wife and a loyal friend to the loving Spirit who is our Lord and only Friend. —Bhai Protap Chandra Mazumdar in Theistic Quarterly Review of Octr, 1897 quoted in পঞ্চপুষ্প অগ্রহায়ণ ১৩৩৭। বলা বাহুল্য, পোষাকে সহায়তা হয় মাত্র—বেশ (dress) সর্বস্ব নয়। প্রকৃত বস্তু অন্তরের "ভাব"—বাহিরের 'ভেক' নহে।

মীরা রূপ-গোস্বামীর ভক্তি যশের কথা শুনিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান। গোঁসাইজি বলেন—'আমি প্রকৃতির মুখদর্শন করি না—কিরূপে দেখা করিব?' উত্তরে মীরা বলিয়া পাঠান—'গোঁসাই প্রভু কবে থেকে পুরুষ হলেন—আমরা ত জানিতাম, বৃন্দাবনে সবাই প্রকৃতি—একা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।' তখন রূপ-গোস্বামীর ভ্রান্তি তিরোহিত হয়, তিনি সাদরে মীরার অভ্যর্থনা করেন।

প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব, ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব। এই ভাব স্বারসিক, স্বাভাবিক। ক্রমশঃ ঐ ভাব পরিপক্ক হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। 'Love (প্রেম) is the King's highway, which leads man back to the country of the Soul.' (ঐ দেশের এ দেশীয় নাম—'বৃন্দাবন')। ইহার আরম্ভ পূর্বরাগে—খৃষ্টান মিষ্টিক্ যাহাকে 'First Flame of Love' বলেন।

বৈষ্ণব কাহিনীতে দেখি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, অমনি—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
—যমুনার জলে যাইতে সজনি!
কালারূপ দেখিয়াছি
সবে, দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা—
রূপ নিরখিব কি?

তারপর রাধার আকুল উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সঙ্গমলিপ্সা—'অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল'। তখন ভক্ত বলেন—হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত! ভ্রমতি কিং করোম্যহম্ (মাধবেন্দ্রপুরী); অর্থাৎ, খৃষ্টান মিষ্টিকের ভাষায়—

Never there was or can there be imagined such a love as there is between a humble soul and Thee.

—Gertrude More.

প্রেমিক ভক্ত বলেন—Oh Love! I give myself to Thee, Thine ever, only Thine to be. তিনি আরও বলেন—'Please Thee to unite me to Thyself, making my Soul Thy bride; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms'.—St. John of the Cross.

প্রেমিক ভক্তের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস লিখিয়াছেন—

His aspiration is to pour out greater and greater *love* to the Object of his devotion * * This adoration is not a negativity, but a positive and flaming out-pouring of the soul.

তাই আরাধিকা সেণ্ট ক্যাথেরিণ 'Companionship with Love Divine'-এর কথা বলেন, লেডী জুলিয়ানের (Lady Julian) মুখে আমরা the Courteous and Dearworthy'র কথা শুনিতে পাই এবং Suso (the *servitor* of the eternal Wisdom)—তিনি নারী নন, পুরুষ—প্রেমার্ত হইয়া বলিতে বাধ্য হন—

'What shall keep me back? Today I will embrace You, even as my burning heart desires to do.'

আমরা যে এদেশে ভগবানে কামার্পণের কথা বলি (কামাৎ গোপ্যঃ)—গোপীরা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণে কাম অর্পণ করিয়াছিলেন—ইহা সেই ধরণের কথা।

প্রকৃতি স্বভাবতঃ পুরুষকে চায়, পুরুষের সহিত "সঙ্গম" বাঞ্ছা করে। এ ভব-বৃন্দাবনে যখন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকল নর-নারীই প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি—তখন প্রেমিক ভক্ত নিজেকে 'প্রকৃতি' করিয়া সহজেই সেই "উত্তম পুরুষ" ভগবানে কামার্পণ করেন। এ ভজনে কামের বর্জন করিতে হয় না—শোধন করিতে হয়—suppression করিতে হয় না, sublimation করিতে হয়।

In a man (or woman) of strong feeling, sex-sensations awaken certain new states of consciousness, new emotions. And these new emotions change emotions of sex, cause them to fade and disappear.—Ouspensky's New Model of the Universe.

বিশেষতঃ ভগবানে কামার্পণের ফলে প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়—'অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর'।

Love, "sex", these are but a fore-taste of mystical sensations. + + Of all we know in life, only in love, is there a state of the mystical, a taste of ecstasy. + + Consequently in true mysticism there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love—only infinitely higher and more complex. (Ouspensky)

অতএব যিনি অ-প্রাকৃত কামী, যিনি রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া সেই চিরসুন্দরে কামার্পণ করিয়া তাঁহাকে মধুরভাবে ভজনা করেন, তাঁহার প্রাকৃত কামানন্দ অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লসিত হয়। এ অনুভূতি

মূকাস্বাদনবৎ (নারদ)—তিনি শ্রীরাধার কথায় বলেন—সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয় ?

This is the new consciousness for the definition and description of which there are no words.

রাধার এই ভাব—আর শ্রীকৃষ্ণের ?

এ কথা ত' ঠিক যে, একহাতে তালি বাজেনা! শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধিকার যেমন উৎকণ্ঠা, রাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণও—

ইতস্ততস্তাম্ অনুসৃত্য রাধিকাম্
অনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ (জয়দেব)

শ্রীকৃষ্ণও বলেন—

হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা!
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরিনু রাধা।

তাঁহার দৃষ্টিতে—

দশাং কষ্টাম্ অষ্টপদমপি নয়ত্যাঙ্গিক রুচিঃ
বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥

—সেই কাঞ্চন-প্রতিমা পদ্মবনের শোভাকেও বিড়ম্বিত করে এবং তাঁহার কটাক্ষ চঞ্চলা ভ্রমরীর ভ্রম জন্মাইয়া তদীয় হৃদয় দংশন করে—

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ —(বিদগ্ধমাধব)

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা "মধুরিপু-কাম" বলেন—পূরয় মধুরিপুকামম্ (জয়দেব)

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥
—গীতগোবিন্দ, ৩।১।২৬

শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজন তাঁ'র মুখে বলান—

ব্রজলোকের প্রেম শুনি,
আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন।
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন ॥

তোমা সবার স্মরণে,
ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥

ব্রজবাসী যত জন,
মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।

তার মধ্যে গোপীগণ,
সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ —চরিতামৃত

অর্থাৎ শ্রীরাধা তিনি—"যার প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।"

ভক্তের প্রতি ভগবানের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

The never-ending wonder is that God is indescribably full of love for His creature. If only man would recog-

nise how greatly he is sought by God !—Nature of Mysticism, p. 13.

এই যে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম-সম্বন্ধ—উত্তর-প্রত্যুত্তর—"দিলে নিলে বদল পেলে", reciprocity—অন্য দেশের মিষ্টিকেরাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন—

When the love of God arises in thy heart, without doubt, God also feels love for thee.—Rumi.

When in this heart the lightning spark of love arises, be sure this love is reciprocated in That heart.

The endless love that was without beginning, and is, and shall be for ever. And with this our good Lord said full blissfully—Lo ! How that I loved thee * *

Oh Soul ! before the world was, I longed for thee and thou for Me. Even as from everlasting thou hast loved thyself—so from everlasting thou hast loved Me. Therefore, when our two desires unite, Love shall be fulfilled.—Mechthild of Magdeburg

এ প্রসঙ্গে মিস্ আণ্ডার্হিল্ তাঁহার 'মিষ্টিসিজ্ম্' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

All mystical thinkers agree in declaring that there is a *mutual attraction* between the spark of the soul, the free divine germ in man, and the Fount from which it came forth. 'We long for the Absolute,' says Royce, 'only in so far as in us the Absolute also longs'.

'God needs man' says Eckhart, 'It is Love calling to love'.

এই যে বহমান মিথঃ-প্রেমের স্রোত—'rippling tide of love which flows secretly from God into the soul and draws it mightily back to its source' (Mechthild of Magdeburg)—ইহা আধ্যাত্মিক প্রেমরাজ্যের এক অপরূপ রহস্য। এই মিথঃ আকর্ষণকে (Mutual Attractionকে) মিষ্টিকেরা Divine Osmosis (দৈব আদান প্রদান) বলেন—a 'give and take' is set up between the finite and the Infinite Life.

এই মিথঃ আকর্ষণের ফলে ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়। পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা ইহাকে Orison of union বলেন (মিলন-আরাধন)।

Orison (আরাধন) brings together the two lovers—God and the Soul—into a joyful room when they speak much of love.

ইহাই বৈষ্ণবের কুঞ্জক্রীড়া—'রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে'।

"Surrender is its (orison's) secret ; a personal surrender, not only of finite to Infinite but of bride to Bridegroom, heart to Heart."

এ প্রসঙ্গে মিষ্টিক্ রোলি (Rolle) বলিয়াছেন,—Nothing is merrier than grace of contemplation * * What is grace of contemplation but beginning of joy ? What is perfiniteness of joy but grace confirmed ?

এ প্রসঙ্গে আর একজন মিষ্টিক্ পিটারসন্ (Peterson) বলিয়াছেন—

'Thou givest me Thy whole self to be mine, whole and undivided, if at least I shall be Thine, whole and undivided. And when I shall be thus all Thine, even as from everlasting Thou hast loved Thyself, so from everlasting Thou hast loved me : for this means nothing more than that Thou enjoyest Thyself in me, and that I by Thy grace enjoy Thee in myself and myself in Thee. And when in Thee I shall love myself, nothing else but Thee do I love, because Thou art in me and I in Thee, glued together as one and the self-same thing, which henceforth and for ever cannot be divided'.

ইহা গেল ভক্তের ভগবানে স্বেচ্ছায় আত্ম-নিবেদন। কিন্তু এমনও ত' অনেক জীব আছে—যাহারা সম্পূর্ণ বহির্মুখ, যাহারা ভগবানের ত্রিসীমানা স্পর্শ করিতে চায় না—যাহারা পলায়ন-পরায়ণ। ভগবান্ তাহাদের সম্পর্কে কি করেন ? The self resists the pull of spiritual gravitation, flees from the touch of Eternity—and the Eternal seeks it, tracks it ruthlessly down.—Underhill.

ইহাই ভগবানের বলাৎকার—For, none may escape God. মিষ্টিকের অনুভূতিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"I chased thee, for in this was my pleasure"—says the Voice of Love to Mechthild of Megdeburg—'I captured thee, for this was My desire ; I bound thee and I

rejoice in thy bonds ; I have wounded thee, that thou mayst be united to Me. If I gave thee blows, it was that I may be possessed of thee'. ভগবান্ এমনই 'নাছোড় বন্দ'—জীবের প্রতি তাঁ'র এতই করুণা—তিনি ছলে বলে কৌশলে জীবকে আত্মসাৎ করেন।

এইভাবে কবি ফ্রান্সিস্ টম্সন্ (Francis Thomson) ভগবান্কে The Hound of Heaven (স্বর্গের সারমেয়) বলিয়াছেন।

"In the Hound of Heaven" Francis Thomson describes with an almost terrible power, not the self's quest of adored Reality, but Reality's quest for the unwilling self. He shows to us the remorseless, tireless seeking and following of the soul by the Divine Life to which it will not surrender : the inexorable onward sweep of "this tremendous Lover," hunting the separated spirit, "strange piteous futile thing" that flees Him "down the nights and down the days".—Underhill.

এ রূপকে ভগবানের উগ্রভাব সমধিক প্রোজ্জ্বল করা হইয়াছে—বঙ্গীয় বৈষ্ণব কিন্তু রাধারমণকে 'বিদগ্ধ মাধব' বলেন—তিনিও বলাৎকারী—কিন্তু কি মধুর তাঁহার বলাৎকার !

তাই শ্রীরাধার মুখে শুনিতে পাই—

ধরিঅ পরিচ্ছন্দ গুণং সুন্দর !
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএন্ধি ॥—বিদগ্ধমাধব।

'হে সুন্দর! তুমি মদীয় হৃদয়-মন্দিরে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছ; আমি ভীতা হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সবলে সেই সেই দিকেই আমার গতিরোধ করিয়া থাক।'

খৃষ্টান মিষ্টিকের মুখেও এই ধরণের কথা শুনি,—

"I am true love that fals was nevere,
Mi sistyr, mannis soule, I loved hir thus;
Bicause we wolde in no wise discevere
I lefte my kyngdom glorious.
I purveyde for hir a paleis precious;
She fleyth, I falowe, I soughte hir so.
I suffride this peyne piteous
Quia amore langueo."

এই ভাবে ভাবিত হইয়া বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণকে 'মহাহঠকারী', 'রতিরণ-পণ্ডিত' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেন। রাধার মুখের উক্তি শুনুন—

কানু বর নাগর নব অনুরাগি।
পাচ শরে মদন মনোভব জাগি॥
দরশনে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই॥

জীব ভগবানের 'সহবাসে' এতই আতঙ্কিত হয়! যদিই বা কায়ক্লেশে ভগবানের নিকটস্থ হয়, তখন তাহার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে!

সকল সখী, পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধা, বিপিনে সো মৃগী
তেজই তীখন নিঃশ্বাস ॥

আর ভগবানের সহিত প্রগাঢ় মিলনে উপভুক্ত হইবার পর জীবের কি দশা হয়?

লোভে নিঠুর হরি কয়লাহঁ কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি ॥
হঠ ভেলল রস হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥
দেলহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশায়লু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥

এ সম্বন্ধে আর বিস্তার করিব না। প্রেমধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বোধ হয় কিছু কিছু বুঝিলাম। আগামী অধ্যায়ে বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।



দশম অধ্যায়

বৈষ্ণব দর্শন

(১)

বৈষ্ণব দর্শনের কেন্দ্রস্থলে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ—যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

'ইনি অনাদি, সর্বাদি, সকল কারণের কারণ 'গোবিন্দ'—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ।'

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নহে আন।—চরিতামৃত

তিনিই অজস্র সুখ (ব্রহ্ম—অজস্রসুখং বিশোকং—ভাগবত, ২।৭।৪৭), অগাধ বোধ এবং অখণ্ড প্রতাপ—

এই মত ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ অবতার
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার!

তিনি 'স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়ঃ (ভাগ, ৩।২।২১)। তিনি 'ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যঃ' (গীতা)—এবং ত্র্যধীশ। 'ত্র্যধীশ' কি ? তিনের অধীশ্বর—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই তিন জনের বি-নায়ক।

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্টের ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥—ভাগ, ২।৬।৩২

কবিরাজ গোস্বামী কিন্তু এ সামান্য অর্থে তুষ্ট নন। তিনি বলেন—

এ সামান্য—ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎ-কারণ তিনি পুরুষাবতার॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব-অন্তর্যামী॥
এই তিন সর্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।
এহো কলা অংশ যার—কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

এ অর্থও বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুনুন—

এই অর্থ বাহ্য—গূঢ় অর্থ শুন আর।
তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের—শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥
× × ×
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥
× × ×
ঐশ্বর্য মাধুর্য আর কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা—রাসাদি লীলা সার॥

তিনি মায়াতীত, মায়াধীশ—

কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ —চরিতামৃত
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।—ভাগ, ২।৫।১৩

এই মায়ার দুই বৃত্তি—মায়া ও প্রধান (প্রকৃতি)—প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং মায়া নিমিত্ত কারণ—

মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত-হেতু বিশ্বের, প্রকৃতি উপাদান॥

সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্যাধান ॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।—গীতা
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্, আধত্ত বীর্যম্—ভাগ, ৩।২৬।১৯

যখন বীর্যাধান করিলেন—তখন কি হইল? প্রকৃতের্মহান্—সাস্থৃত মহৎ-তত্ত্বং হিরণ্ময়ং (ভাগবত)। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মহান্ এবং মহতোঽহংকারঃ।—

তবে মহৎতত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহংকার,
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার।
সর্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর না যায় গণন।
এই মহৎ-স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম।
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়
পুরুষ-নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়।
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর,
অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর সব মায়াপর।—চরিতামৃত

সাঙ্খ্যেরা বলেন, জড়া হইলেও প্রসবধর্মিণী প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। বৈষ্ণব দর্শন একথা সমর্থন করেন না। বৈষ্ণব দর্শন বলেন, ভগবানের ঈক্ষণ জন্যই সৃষ্টি হয়—ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্—ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ (গীতা)।

মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হইতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥ —চরিতামৃত

তিনি বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ—একাধারে Immanent and Transcendent—আকাশবৎ অন্তরং বহিঃ —ভাগ, ১০।৩০।৪ অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—

তদ্ অন্তরস্য সর্বস্য, তদ্ উ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

গোলোকরূপ নিজধামে তাঁহার নিত্য বসতি হইলেও—যে গোলোকের তলে পরব্যোমে হরি-হর-ব্রহ্মাদির ধাম—যাহার পারে 'বিরজা' নদী প্রবাহিত—প্রধান-পরম ব্যোম্নো হ্যন্তরে বিরজা নদী (পাদ্মোত্তর)—তিনি 'সর্বভূতাধিবাস'—ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং, ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং—তিনি—ভূতেষু সন্তং পুরুষম্ (ভাগ, ১০।৩০।৪)।

তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হইলেও—বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্ (ভাগ, ১।২।১১)—তিনি পুরুষোত্তম (Infinite Individuality)—মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ (উপনিষদ্)।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্বাদি সর্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥—চরিতামৃত

শাস্ত্র তাঁহার দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ—

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ।
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ
কার্য দ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ। —চরিতামৃত

কবিরাজ গোস্বামী বলেন, সেই পরম পুরুষের ঐ দুই লক্ষণ জানিবার জন্য বহু শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে হয় না—

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥
—জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদ্ ইতরতঃ
× × তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে
× × যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।
—ভাগ, ১।১।১

এই শ্লোকে 'পর' শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ!
'সত্য' শব্দ কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ॥

উপনিষদ্‌ও 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। আর 'জন্মাদি অস্য যতঃ' 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—অর্থাৎ 'সৃজন পালন লয়, যাঁহা হ'তে সমুদয়'—এবং আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ-সঞ্চার—'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে'—উপনিষদ্ যাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ

—ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ।

বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল।
এই সব কার্যে তাঁর তটস্থ লক্ষণ
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ। চরিতামৃত

বৈষ্ণব মতে, ভগবান্ নির্বিশেষ নহেন—সবিশেষ, নির্গুণ নহেন—কল্যাণ-গুণাকর।

প্রভু কহে, তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্বিশেষ
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ।
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর।
সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদি স্বরূপ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—তাঁহা হৈতে হয়
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহ সমাশ্রয়।
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য কারণের কারণ
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ। —চরিতামৃত

বেদান্তে যে ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার মুখ্যার্থ শ্রীভগবান্।

ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
× × ×
বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মে কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥

ভগবানের বিবিধ বিচিত্র শক্তি—অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্। কিন্তু তাঁহার তিনটি শক্তিই প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৬১

অতএব অদ্বৈতীরা যে বলেন 'ব্রহ্ম নিঃশক্তি'—বৈষ্ণব দর্শন তাহার অনুমোদন করেন না—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ?

অবিদ্যা মায়াশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি এবং পরাশক্তি চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তিই সর্বোত্তম।

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥

এই চিৎশক্তির ত্রিবিধ বিলাস—ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান।

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম ॥

এই তিনের পারিভাষিক নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

এই চিৎশক্তি (বৈষ্ণব মতে) ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি—আর মায়াশক্তি তাহার বহিরঙ্গা শক্তি। ঐ মায়াশক্তি দ্বারা প্রকৃতির পরিণামে কিরূপে বিশ্বসৃষ্টি সংঘটিত হয়, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

অদ্বৈতীরা বিবর্তবাদী। তাঁহারা বলেন, 'ব্রহ্ম' জীবের অবিদ্যার ফলে বিশ্বরূপে প্রতিভাসিত হন। ইহা প্রতীতি মাত্র—mere appearance—Its esse is its perceipi.

প্রতীতিমাত্রমেবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।

বৈষ্ণব দর্শন ইহার অনুমোদন করেন না। বৈষ্ণবেরা পরিণামবাদী। মায়াশক্তির দ্বারা মায়াধীশ ভগবান্ বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন।

ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠিল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত করি বিবর্ত-বাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুত পরিণাম-বাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি এ কোন বিস্ময়॥ —চরিতামৃত

× × ×

পরিণাম-বাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়॥ —চরিতামৃত

অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্যতীত ভগবানের এক 'তটস্থা' শক্তি আছে। সে শক্তি জীবশক্তি—

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রভুভক্তি॥

অদ্বৈতীরা যে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জীব ও ঈশ্বরকে অভিন্ন ভাবিয়া 'সোঽহং' অভিমান করেন—বৈষ্ণব দর্শন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৈষ্ণব দর্শন বলেন—

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম
সেই ত' পাষণ্ডী হয়—দণ্ডে তারে যম।—চরিতামৃত

কারণ, জীব যখন শক্তি, ঈশ্বর শক্তিমান্—তখন উভয়ে অভিন্ন হইবেন কিরূপে?

জীবতত্ত্ব শক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।
গীতা বিষ্ণুপুরাণ ইথে পরম প্রমাণ ॥

বিষ্ণুপুরাণের কথা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা'। গীতার কথা এই :—

অপরেয়ম্ ইত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥—৭।৫

বিশেষতঃ জীব যখন চিৎকণ—ঈশ্বর চিদাকাশ; জীব যখন স্ফুলিঙ্গ—ঈশ্বর সমিদ্ধ অগ্নি—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ

অর্থাৎ, **the Ego-man is the (mere) reflection of the** Ego-God. *

যখন— সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ-কণসম
ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্যোপম ।

তখন—

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ।

বিন্দু কখন সিন্ধু হইতে পারে কি?

জীব অণু—ঈশ্বর বিভু—জীব সূক্ষ্মাণাম্ অপি সূক্ষ্ম—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ।

* **Mary Baker Eddy's Science and Health.**

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥

—পঞ্চদশী

আর ঈশ্বর? আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ—তিনি ব্যাপক, সর্বব্যাপী।

অবশ্য, জীব যখন ঈশ্বরের ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি—তখন তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না †—কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ—জীব অনীশ, ঈশ্বর ঈশ, ('জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ'—উপনিষদ্)—জীব মায়ার বশ, ঈশ্বর মায়ার বশী—তিনি মায়াতীত মায়াধীশ—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

—ষট্‌সন্দর্ভধৃত সর্বজ্ঞসূত্র

'হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তি-যুক্ত ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ—(তিনি পঞ্চক্লেশ দ্বারা অপরামৃষ্ট)—আর অবিদ্যাকৃত জীব নানা ক্লেশের আকর'। জীব ও ঈশ্বর অভিন্নই বা হইবেন কিরূপে?

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর?

সেই জন্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন—'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ'—জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম।

অতএব জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ—অচিন্ত্য ভেদাভেদ—যে সম্বন্ধ বোধের বহির্ভূত, বুদ্ধির অতীত—can not be formulated by the intellect.

† They differ not—in essence, in quality : they differ in degree.—Trine's In Tune with the Infinite.

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

কিন্তু তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে,

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।

কিন্তু জীবের সে কথা স্মরণ নাই—সেইজন্যই তাহার সংসার-দুঃখ, তাহার তাপত্রয়—

কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?

তাই চরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ

কিন্তু—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।

কিরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হওয়া যায়, কিরূপে মায়া-পিশাচীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়—সে কথার আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব—বিশেষতঃ আমরা দেখিব, সাধনা দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ। কিন্তু তৎপূর্বে বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা সাঙ্গ করি।



বৈষ্ণব দর্শন

(২)

আমরা দেখিলাম, বৈষ্ণব-দর্শনের কেন্দ্রস্থলে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ—যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর, যিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম (Infinite Individuality)। তাঁহার বিচিত্র বিবিধ শক্তি—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।

মায়াশক্তি দ্বারা প্রকৃতির পরিণাম ঘটাইয়া সেই পরম পুরুষ বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি করেন—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহা হইতে হয়
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহ সমাশ্রয়।

জীব তাঁহার 'ক্ষেত্রজ্ঞা' শক্তি—তাঁহা হইতে একান্ত ভিন্ন না হইলেও একেবারে অভিন্ন নয়। জীব অল্পজ্ঞ, ভগবান্ সর্বজ্ঞ,—জীব অনীশ, ভগবান্ ঈশ—জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ।

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ?

অতএব বৈষ্ণব-দর্শনের মতে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ—অচিন্ত্য ভেদাভেদ। জীব 'কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ' বটে—

কিন্তু তথাপি—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

সেই জীব তাঁহাকে ভুলিয়া অনাদি-বহির্মুখ—সেই জন্ত তাহার সংসার-দুঃখ—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।

মায়া-তরণের উপায় কি?

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।

ইহারই নাম সাধনা—বৈষ্ণব-দর্শন বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সাধ্য, জীব সাধক। জীবের লক্ষ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তি—ইহাই পুরুষার্থ।

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ।

যিনি জ্ঞানমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মরূপে—যিনি যোগমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট পরমাত্মারূপে—এবং যিনি ভক্তিমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হন।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে।
× × ×
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানম্ অদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥

—ভাগ, ১।২।১১

ব্রহ্ম তিনি—যিনি নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, নির্গুণ। পরমাত্মা তিনি—যিনি অন্তর্যামী, যিনি 'অন্তরো যময়তি', যিনি ষড়ৈশ্বর্য, চিদানন্দ, পরিপূর্ণ, পরমেশ্বর।

জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে।

আর ভক্তিমার্গে? ভক্তিমার্গ দ্বিবিধ—বিধিভক্তি ও রাগভক্তি। বিধি-মার্গের ভক্তি কিরূপে রাগমার্গের প্রেমে পরিণত হয়, সে কথার আলোচনা এখানে করিব না। এখানে এই মাত্র লক্ষ্য করিতে চাই যে,

রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ
সুতরাং—স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত' স্বরূপ।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠে যায়
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তিরই যে পরিপক্ক অবস্থা প্রেম—বৈষ্ণব-দর্শনের ইহা অকুণ্ঠ উপদেশ। এ কথার আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি—প্রেমধর্মের বিবরণে এ-প্রসঙ্গের আবার উত্থাপন করিতে হইবে। এখানে চরিতামৃতের একটি-মাত্র উক্তি পাঠকের গোচর করি। ভগবান্ তিনি—যিনি,

সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য কারণের কারণ
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ।
তাঁর ভক্তি বিনা জীবের না যায় সংসার
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।
কর্ম যোগ জ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন
সব খণ্ডি, স্থাপে ঈশ্বর তাঁহার সেবন।

—চরিতামৃত, মধ্যলীলা

অবশ্য সাধনের খুঁটিনাটি বদ্ধজীব সম্বন্ধেই—কিন্তু বদ্ধজীব ছাড়া আর এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা নিত্যমুক্ত।

এই বিভিন্নাংশে জীব দুইত' প্রকার
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার।

নিত্যমুক্ত কি করেন ?

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ।

আর নিত্যবদ্ধ ?

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে
আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে তারে জারি মারে।

এইরূপে তাপত্রয়ে জারিত জীব পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করে। সে মনে করে, স্বর্গপ্রদ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করি কিন্তু কিছুদিনে বুঝিতে পারে যে, স্বর্গ অপেক্ষাকৃত সুখের স্থান হইলেও স্বল্পস্থায়ী। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। কেবল স্বর্গ কেন ? সপ্তসর্গের উপরে যে মহঃ, জনঃ, তপঃ প্রভৃতি উচ্চতর লোক, তাহারাও বিনশ্বর—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ। —ভাগবত ১০।২।৩২

তখন জীব কর্মমার্গ ছাড়িয়া যোগমার্গে প্রবেশ করে এবং সেই আত্মারামকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে ভাবনা করে—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।

চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ —ভাগবত ২।২।৮

চরিতামৃতকার বলেন, অন্তর্যামী-উপাসক যোগী দ্বিবিধ,—সগর্ভ ও নিগর্ভ এবং প্রত্যেকের আবার তিন তিন ভেদ—আরুরুক্ষু, আরূঢ় ও যোগসিদ্ধ।

অন্তর্যামী উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥
সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় দুই ভেদ
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥

× × ×

যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় প্রাপ্তসিদ্ধ আর।
দুঁহে তিন ভেদ হয় ছয় প্রকার ॥ —চরিতামৃত

কিন্তু সাধক যোগমার্গে যতই অগ্রসর হ'ন না কেন, যদি তাঁহার শ্রীভগবানে প্রেমসঞ্চার না হয়, তবে সে-যোগ বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেজন্য গীতা বলিয়াছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

'সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ—যিনি ভগবানে সম্পূর্ণ চিত্তার্পণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্‌কে ভজনা করেন।' এইরূপে যে যোগী 'মদ্‌যাজী, মদ্‌ভক্ত, মদ্‌গত-প্রাণ'—তাঁহার কি হয়?

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ —ভাগ, ৩।২৮।৩৪

'এইরূপে যে যোগীর ভগবানে প্রেমসঞ্চার হয়, ভক্তিতে হৃদয় আর্দ্র হয় এবং প্রমোদহেতু শরীর রোমাঞ্চিত হয়—তিনি উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুকলা দ্বারা আকুলিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অবিদ্যারূপ চিত্তশল্য উৎপাটন করেন।' তারপর যোগী সগর্ভ ভূমিকা হইতে নিগর্ভে আরোহণ করিয়া নির্বিষয় বিরক্ত মনের লয় সাধন করতঃ পরম পুরুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন।

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকম্
অন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥ —ভাগ, ৩।২৮।৩৫

এ প্রসঙ্গে চরিতামৃতকারের বক্তব্য এই :—

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া॥

× × ×

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম।

কেহ কেহ আবার কর্মের ভঙ্গুরতা লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। চরিতামৃত বলেন, জ্ঞানমার্গী দ্বিবিধ—কেবল-ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্খী।

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত' প্রকার।
কেবল-ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্খী আর॥

ব্রহ্মোপাসকের তিন ভেদ—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়। এই যে 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' চরম জ্ঞানী—তিনিও 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি'—কারণ,

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়
ভক্তিসাধন করে এই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়।

এইরূপ জ্ঞানসিদ্ধ সাধককে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥

—গীতা, ১৮।৫৪

'যে জ্ঞানীর চিত্ত সতত প্রসন্ন, যিনি শোক-মোহের অতীত, সর্বভূতে সমদৃষ্টি—যিনি ব্রহ্মভূত, 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়'—তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন।' শুক সনকাদি এইরূপ 'ব্রহ্মময়' জ্ঞানী—তাঁহারা

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়।

'সাধক' জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্র। তাঁহারা—

নব যোগেশ্বর—জন্ম হৈতে 'সাধক' জ্ঞানী
বিধি-শিব-নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তি-বিবরণ॥

নব যোগেন্দ্র শ্রুতিজ্ঞ—বেদান্তে নিষ্ণাত—কিন্তু তথাপি—যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ।

'মোক্ষাকাঙ্ক্ষী' জ্ঞানীও ত্রিবিধ—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্ত-স্বরূপ। 'মুমুক্ষু' জ্ঞানী—

কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায়
'মুমুক্ষা' ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁহার পায়।

তখন তিনি বলেন—হায়! এতদিন আমার বৃথায় কাল কাটিয়াছে—

'আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ।'

জীবন্মুক্তও দ্বিবিধ—জ্ঞানী ও ভক্ত।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত—পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদ্-অঙ্ঘ্রয়ঃ (ভাগ, ১০।২।৩২)

অর্থাৎ— শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে

কিন্তু— ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত সেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।

অর্থাৎ— কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।

আর যিনি 'প্রাপ্ত-স্বরূপ' মোক্ষাকাঙ্খী?

ভক্তি বলে 'প্রাপ্ত-স্বরূপ' দেহ পায়
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়।

অতএব সার কথা এই যে,

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়।

অর্থাৎ—

মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়।

তাই শুকদেব পরিক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

—ভাগ, ২।৩।১০

নিষ্কাম ও মোক্ষকামের ত' কথাই নাই—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥

কাহারও যদি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি থাকে, তবে তাহার সাধুসঙ্গ ঘটে এবং তাহার ফলে তাহার কৃষ্ণে ভক্তি এবং নামে রুচি হয়—

কোন ভাগ্যে কারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে মতি উপজয়।
× × ×
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়।
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্
—ভাগ, ১১।২।৩০

আর নামে রুচি?

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥
—'কলৌ তৎ হরিকীর্তনাৎ'।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—ভাগ, ১২।৩।৫১

অতএব—

কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম।

এইরূপে সাধক যদি কৃষ্ণকৃপা অর্জন করিতে পারেন—তবে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে।
× × ×
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

অতএব বৈষ্ণব-দর্শনের মতে ভগবৎ-প্রাপ্তির মুখ্য সাধন ভক্তি।

এই ভক্তি সম্পর্কে বৈষ্ণবাচার্যেরা অনেক কথা বলিয়াছেন। সকল কথা বলিবার সুযোগ হইবে না—তবে মুখ্য মুখ্য কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব দর্শন

(৬)

বৈষ্ণব-দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের পরম পুরুষার্থ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি, আর

সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন
জ্ঞান যোগ ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গীর নিকট ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গীর নিকট পরমাত্মা-রূপে এবং ভক্তিমার্গীর নিকট ভগবান্-রূপে প্রকাশিত হন।

জ্ঞান যোগ ভক্তি—তিন সাধনের বশে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে।

তথাপি সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ—বৈষ্ণব-দর্শনের ইহা অকুণ্ঠ উপদেশ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ—কিরূপে চরমে ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়—একথা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। মোট কথা এই যে,

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি—ভক্ত্যে মুক্তি হয়
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়।

অতএব বৈষ্ণব-দর্শনের মতে ভগবৎ-প্রাপ্তির মুখ্য সাধন—ভক্তি।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তারা দিতে নারে বল॥

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন—

> ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব !
> ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জিতা ॥

'যোগ, জ্ঞান, কর্ম, তপস্যা, ধর্ম, দান—এ সকলের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না—এক উর্জিতা ভক্তি দ্বারাই পারা যায়।'

> অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
> অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
> ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্
> —ভাগবত, ১১।১৪।২১

> ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
> প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥

বৈষ্ণবেরা এই ভক্তির সম্বন্ধে অনেক বিচার-বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভক্তি দ্বিবিধ—সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি। সাধ্যভক্তিই প্রেম। উহা উপায় নয়—উপেয়—an end in itself।

> তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
> প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভব নাশ পায় ॥

অতএব ভক্তিমার্গীর দুই প্রধান ভেদ—বিধিভক্ত ও রাগভক্ত। ভক্ত তিনি—যাঁহার চিত্ত ভগবানে রমিত হয়—

> তাঁহাতে রমে যেই সেই আত্মারাম।
> বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম ॥

বিধিভক্ত ও রাগভক্ত প্রত্যেকের আবার প্রথমতঃ জাতরতি ও অজাত-রতি—এই মৌলিক প্রভেদ; এবং প্রত্যেক বিভাগে সাধক, সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও পারিষদ—এই চারি প্রকার উপভেদ।

দুই বিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥

অতএব বিধিমার্গে যেমন ষোড়শ প্রকার ভক্ত, রাগমার্গেও তাহাই। এ বিষয়ের এখানে আর বিস্তার করিব না—কারণ, এই বিধিমার্গ ও রাগমার্গের বিষয় আমাদের যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। এখানে এইমাত্র লক্ষ্য করিব যে—

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

যে ভগবান্ সকল প্রকার ভক্তি ও প্রেমের একমাত্র উদ্দিষ্ট, তাঁহার স্বরূপ কি? চরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা আছে। চরিতামৃতকার বলেন যে, ভগবান্ তিন রূপে বিরাজিত আছেন—

প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্।

প্রথম 'স্বয়ং-রূপ'—দ্বিতীয় 'তদেকাত্ম-রূপ'—এবং তৃতীয় 'আবেশ-রূপ'। স্বয়ং-রূপই যেন তাঁর স্ব-রূপ, নিজস্ব রূপ—

'স্বয়ং-রূপে' এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি।

* * *

'স্বয়ং-রূপে' গোপবেশ গোপ-অভিমান।

এই স্বয়ং-রূপের 'প্রাভব' ও 'বৈভব' এই দ্বিবিধ প্রকাশ। প্রাভব—যেমন বৃন্দাবনে—

'একবপু বহুরূপে যৈছে হইল রাসে'

অথবা দ্বারকায়—

'মহিষী-বিবাহে হইলা বহুবিধ মূর্তি।'

শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ বলরাম ও বাসুদেব। অর্থাৎ,

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম 'বৈভব' প্রকাশে ॥

× × ×

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ ;
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥

'স্বয়ং-রূপে'র কথা এই পর্যন্ত।

'তদেকাত্ম-রূপে'র বৈশিষ্ট্য কি ?

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তার ॥

'তদেকাত্ম'-রূপেরও বিলাস ও স্বাংশ—এই দুই ভেদ।

তদেকাত্ম-রূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদ বিবিধ বিভেদ ।।

বিলাসের আবার দ্বিবিধ প্রভেদ—প্রাভব ও বৈভব। 'প্রাভব'-বিলাস আমাদের সুপরিচিত চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ নামভেদ 'বৈভব'-বিলাস ॥

× × ×

ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস 'বৈভব' বিভেদ ।।

তদেকাত্মরূপের বিলাস-প্রকাশের কথা বলা হইল—অতঃপর স্বাংশের কথা বলি। এই স্বাংশই ভগবানের 'আবেশ' রূপ।

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ।।

স্বাংশ—অবতার—ভগবান্ তখন অংশের দ্বারা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥

বৈষ্ণবমতে অবতার ষড়্বিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার। পুরুষাবতার লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ'—১।৩।১

মায়া অবলোকিতে শ্রীসংকর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥

এই পুরুষাবতার ত্রিবিধ। এ-সম্পর্কে বৈষ্ণবেরা একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করেন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং হ্যণ্ড-সংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্ এতৎ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

অর্থাৎ, ভগবানের যে প্রথম পুরুষাবতার, তিনি মহৎ-তত্ত্বের স্রষ্টা, যিনি দ্বিতীয় অবতার, তিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি এবং যিনি তৃতীয় অবতার, তিনি সর্বভূতস্থ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা ভগবানের গুণাবতার—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তিনের অধিকার॥

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি ভগবানের লীলাবতার।

মৎস্য কূর্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার পুরাণগণন॥

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবান্ সেই মন্বন্তরের উপযোগী অবতার গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর॥

—যেমন প্রথম মন্বন্তরে যজ্ঞ, দ্বিতীয়ে বিভু, তৃতীয়ে সত্যসেন, চতুর্থে হরি, পঞ্চমে বৈকুণ্ঠ, ষষ্ঠে অজিত, সপ্তমে বামন ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আবার প্রত্যেক যুগের যুগাবতার আছেন।

শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

—ভাগবত, ১০।৮।১৩

বৈষ্ণবেরা বলেন—সত্যযুগে ভগবান্ শুক্ল মূর্তি ধরিয়া ধ্যানের উপদেশ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ ধরিয়া যজ্ঞের উপদেশ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া অর্চনার উপদেশ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ ধরিয়া সংকীর্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন।

শেষ—শক্ত্যাবেশাবতার—যখন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষে ভগবানের শক্তির আবেশ হয়। ইহাই তাঁহার 'আবেশ'-রূপ।

শক্ত্যাবেশ অবতারের শুন বিবরণ
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।

শক্ত্যাবেশ দুই রূপে—গৌণ ও মুখ্যরূপে—গৌণে বিভূতি ও মুখ্যে সাক্ষাৎ-শক্তি। বিভূতি—যেমন গীতার একাদশ অধ্যায়ে—

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি ভাবাবেশে ॥
যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

—গীতা, ১০।৪১

অর্থাৎ, জগতে যে-কিছু বিভূতিমান্ শ্রীমান্ উর্জিত—সে-সমস্তেই ভগবানের তেজের অংশতঃ প্রকাশ। মুখ্য আবেশরূপে নির্বাচিত আধারে ভগবানের শক্তির আবেশাবির্ভাব।

সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম ॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ॥
শেষে স্ব-সেবনশক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্যসঞ্চারণ ॥

(এ-ব্রহ্মা 'গুণাবতার' ব্রহ্মা নহেন—কিন্তু ইনি সেই জীব, যিনি সাধনবলে ব্রহ্মার উচ্চপদবীতে আরূঢ় হন।)

অতএব আমরা ভগবান্ যে তিন-রূপে বিরাজিত আছেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম।



একাদশ অধ্যায়

সগুণ ও নির্গুণ সাধনা

দশম অধ্যায়ে আমরা বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা করিলাম। 'দর্শন' মানে দৃষ্টি (View-point)। মোটামুটি বলিতে গেলে, সেই 'সত্যং পরং'-কে দুই ভাবে 'দর্শন' করা যায়—নির্গুণ ও সগুণ ভাবে, নির্বিশেষ ও সবিশেষ ভাবে।

Reality may be apprehended in either transcendental or immanental—positive or negative terms.

তিনি—তদ্ দূরে, তদ্বু অন্তিকে—'It is both near and far.' Transcendent (অতিগ)-ভাবে তিনি 'দূরাৎ সুদূরে'—The Creator is distinct and apart from His creation—this is transcendence; এবং অনুগ-ভাবে তিনি 'তদ্ ইহান্তিকে চ'—Nature could not exist except for God's eternal and inseparable unity with it (তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—উপনিষদ্)—this is immanence. (Vide. Jinarajadasa's Nature of Mysticism, pp 22-3)। এইভাবে ভাবিত হইয়া খৃষ্টীয় মিষ্টিক ক্রাইষ্টের মুখে বলেন—Raise the stone and there shalt thou find Me: Cleave the wood and there am I. (Logia of Jesus)

রাজকবি টেনিসনের সম্পর্কেও আমরা শুনিতে পাই—'Throughout his life, he had a constant feeling of the actual immanence of God in the infinitesimal atom as in the

vastest system. If God, he would say, were to withdraw Himself for a single instant from the universe, it would vanish into nothingness'. (Hallam Tennyson's Alfred Lord Tennyson—A Memoir, vol I. p. 419.)

অতএব 'দৃষ্টি' দ্বিবিধ—বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক। বৈদান্তিকের নির্বিকল্প দৃষ্টিতে—'that which is far is easiest to find'—অরূপ-রতনই সুলভ-সন্ধান। সেইজন্যই বৈদান্তিকের 'awe-struck contemplation of the Absolute, the 'naked God-head', Source and Origin of all that is'—এক কথায় নির্গুণের নিরাকরণ; এবং বৈষ্ণবের সবিকল্প দৃষ্টিতে 'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার'—সেইজন্য বৈষ্ণবের পক্ষে 'the veritable practice of the Presence of God is the intimate and adorable companionship of the Inward Light'—(Underhill's Mysticism, p 301), এক কথায় সগুণকে প্রেম-নিবেদন। The 'active meeting' and the 'loving embrace' are an integral part of the true contemplative (অর্থাৎ বৈষ্ণব) act. —Underhill, p 413. পুনশ্চ—From the point of view of the Devotional, it is adorable companionship—the mystic marriage of the Soul with God.

সগুণ ও নির্গুণের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব—খৃষ্টান্ মিষ্টিকেরা যাহাকে the Unknowable totality of the God-head *and* the Knowable personality of God বলিয়াছেন। এই দুই বিভাবকে নিপুণ মর্মদৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, God is both a Principle and a Person-

ality—তিনি কেবল তত্ত্ব নন—তিনি পুরুষ—তিনি কেবল 'তৎ' নন, তিনি 'সঃ'।

The great Reality is viewed both as a transcendence of God and as an immanence of God—অতিগ-ভাবে বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে তিনি পরমার্থ এবং অনুগ-ভাবে বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি পুরুষ। কারণ, স্মরণ রাখিতে হইবে, there are really two types of mind, (1) Transcendent-Metaphysical (বৈদান্তিক) and (2) Intimate-personal (বৈষ্ণবিক)। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য, স্বভাবসিদ্ধ বৈধর্ম্য—they are temperamentally different. এ ক্ষেত্রে বিবাদের অবসর নাই। কারণ, বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ভগবান্ পরমার্থ নন—পুরুষ (Reality is for him a Person, not a State); অথচ বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে ভগবান্ পুরুষ নন—পরমার্থ (Reality is for him a Principle and not a Person.)

এ প্রসঙ্গে উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত 'আদেশ'—'নেতি নেতি' পাঠকের স্মরণ হইবে। তাহার আর পুনরুদ্ধার করিব না। কিন্তু পাশ্চাত্য মিষ্টিক ডায়োনিসিয়াস্ (Dionysius, the Areopagite) 'Divine Dark' -সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করি—

'With a supernatural flight, go and unite thyself as closely as possible with That, which is above all essence and all idea. For, it is only by means of this sincere, spontaneous, and entire surrender of thyself and all things, that thou shalt be able to precipitate

thyself, free and unfettered, into the mysterious radiance of the Divine Dark.' Again: 'the Divine Dark is naught else but that inaccessible light wherein the Lord is said to dwell. Although it is invisible because of its dazzling splendours and unsearchable because of the abundance of its supernatural brightness, nevertheless whosoever deserves to see and know God rests therein; and by the very fact that he neither sees nor knows, is truly in That which surpasses all truth and all knowledge.'

ইহা বেদান্তেরই অজানা-প্রতিধ্বনি। ডায়োনিসিয়াসের মত বৈদান্তিক-প্রকৃতির নিকট ভগবান্ নির্বিশেষ, নির্গুণ, নির্বিকল্পভাবে ধরা দেন। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্। অতএব 'Divine Dark' কি তাঁহার সার্থক সংজ্ঞা নহে? ডায়োনিসিয়াস্ আরও বলিলেন,—'that he neither sees nor knows, is that which surpasses all truth and all knowledge.' ইহাও ত' বেদান্তের বাণী—যস্যামতং তস্য মতম্।

অপর পক্ষে যিনি বৈষ্ণব-প্রকৃতির—তাঁহার নিকট ভগবান্ সবিশেষ, সগুণ, সবিকল্পভাবে ধরা দেন।

'In the dim silence, where lovers lose themselves', a person meets a Person and this it is, (not the philosophic Absolute), which all interior souls have chosen above all other things'.—Underhill's Mysticism. p. 413.

কদাচ কখন কোন অসাধারণ মিষ্টিকের অনুভূতিতে এই বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক ভাবের অপরূপ সমাবেশ দৃষ্ট হয়—যেমন Angelae de Fulginioতে। তাঁহার উক্তি শুনুন—

'The eyes of my soul were opened, and I beheld the plenitude of God, whereby I did comprehend the whole world, both here and beyond the sea, and the Abyss and all things else ; and therein did I behold naught save the Divine Power in a manner assuredly indescribable, so that through excess of marvelling the soul cried with a loud voice, saying 'This whole world is full of God !' Wherefore did I now comprehend that the world is but a small thing ; I saw, moreover, that the power of God was above all things, and that the whole world was filled with it. Then He said unto me : 'I have shown thee something of My power,' the which I did so well understand that it enabled me the better to understand all other things. He said also, 'I have made thee to see something of My power ; behold now, and see My humility.' Then was I given so deep an insight into the humility of God towards man and all other things, that when my soul remembered His unspeakable power and comprehended His deep humility, it marvelled greatly and did esteem itself to be nothing at all'.—Angelae de Fulginio,

Visionum et Instructionum Liber,' cap xxii (English translation, p 172.)

এ ব্যাপার কিন্তু অ-সাধারণ—কদাচিৎ কখনও ঘটে। সচরাচরের ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া মিস্ আণ্ডারহিল্ বলিতেছেন—

Hence we find, at one end of the scale, that extreme form of personal and intimate communion—the going forth of lover to Beloved—which mystics call 'the orison of Union' (প্রেম); and at the other end, the 'dark Contemplation' (প্রণিধান), by which alone selves of the transcendent and impersonal type claim that they draw near to the Unconditioned One.

ভগবানের প্রকাশ যখন দ্বিবিধ—অতিগ (transcendent) ও অনুগ (immanent)—জীবের স্বভাব যখন দ্বিরূপ—বৈদান্তিক (metaphysical-impersonal) ও বৈষ্ণবিক (intimate-personal)—তখন ভজনের প্রণালী ও সাযুজ্যের স্বরূপেরও দ্বৈরূপ্য অবশ্যম্ভাবী। What is the method by which the Contemplative attains his unique communication with the Absolute Life? That activity, like its result, is of two kinds: personal and affirmative, impersonal and negative.

Impersonal (অপৌরুষেয়)—যেমন প্লেটো, প্লোটিনস্, সেণ্ট্ অগাষ্টাইন্, ডায়োনিসিয়াস্, শঙ্কর, বুদ্ধদেব, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির; আর Personal (পৌরুষেয়)—যেমন ক্রাইষ্ট, চৈতন্য, সেণ্ট্ টেরেসা, মীরাবাই, মীনাক্ষী প্রভৃতির। এই সকল মিষ্টিক্দিগের ইতিহাস

আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ঐ নির্গুণ ও সগুণ সাধনা অত্যন্ত বিভিন্ন ও বিপরীত—'দূরম্ এতে বিপরীতে বিষূচী'।

It is obvious that where Divine Perfection is conceived as the soul's companion, the Bridegroom, the Beloved (সখা, বঁধু, পিতম্)—the method of approach will be very different from that which ends in the soul's immersion in the paradoxical splendour of the Abyss, 'the still wilderness where no one is at home.'—Underhill's Mysticism.

এই দুই প্রণালীকে আমরা প্রণিধান ও প্রেম বলিতে পারি। প্রণিধান কি? It is the apotheosis of contemplation—it is ecstasy (সমাধি)। এই সমাধি বুদ্ধির অতীত—বোধিলভ্য—It is beyond reflection। কারণ, 'To reflect is to distort'—যেহেতু Our minds are not good mirrors। সেইজন্য ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্‌কি বলিতেন,—'the mind is the great slayer of the real.' সেইজন্য ধ্যানী, the Contemplative, is content to absorb—ধ্যানী বুদ্ধির ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতিবোধে আরোহণ করেন। প্রতিবোধ কি?—Mystical contemplation. এইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'প্রতিবোধবিদিতম্'।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে এই প্রতিবোধের নাম সংরাধন—'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪)। অপিচৈনম্ আত্মানং সংরাধন-কালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধন কি? সংরাধনং ভক্তিধ্যান-প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্—শঙ্করভাষ্য।

[illegible] প্রেম? It is the soul's surrender, first to the call, finally to the embrace of perfect Love. খৃষ্টান্ [illegible] ইহাকে 'Orison' বলেন—বৈষ্ণবের আরাধন (Adoration)।
In the practice of orison, the progressive surrender of [illegible]elf-hood appears as a progressive inward retreat from circumference to centre—to that ground of the soul where human life and Divine life meet—where the finite self encounters the Infinite.—Underhill, p 273.

[illegible] খৃষ্টানের Mysticism of Grace—[illegible] মন্ত্রযোগ Prayer.

The act of magic which spans the gulf is prayer; without the act of prayer, the miracle will not happen.—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism, p. 10.

The magic of this mystic path is performed through adoration. To pour one's heart and soul in streams of love and offering to the feet of our God, to the knees of our Goddess, is the heart's sole desire. × × The adoration is not a negativity, but a positive and flaming outpouring of the soul.—Ibid p. 16.

[illegible] একজন পাশ্চাত্য মিষ্টিক্ বলিয়াছেন—

Taking flight for the God-head by naked love, we go to the encounter of the Bridegroom × × and this immense love (অকৈতব প্রেম) burns and consumes us in

the spirit, and draws us to that union where bliss awaits us.—Ruysbroeck.

আমরা প্রেমধর্ম্মের কথা লিখিতে বসিয়াছি—প্রেমের অনেক কথাই বলিতে হইবে। অতএব এখানে এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না। কেবল এই সম্পর্কে একজন ফরাসি লেখক এ দেশের ভাবে ভাবিত হইয়া সম্প্রতি প্রেমিকের যে মনোহর বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিব।

The fragrance of the soul seems (then) sweeter and more penetrating than that of roses; the body seems lighter as if sustained by unsuspected forces; the friend becomes a part of ourselves, the enemy is our brother, and all throughout the day (as long as this state continues) we hear without tiring the divine melody which has awakened in our heart (c.f. বনমাঝে কি মনমাঝে)—the sublime song of the flute of Srikrisna, the Divine Player. It is indeed 'like unto the nightingale's sweet voice chanting a song of parting to its mate'—Theosophic French Monthly.

এ আরাধনের কথা। এইবার সংরাধনের কথা আর একটু বলি। আমরা দেখিয়াছি—সংরাধন—Philosophic Rhapsody—মহাপ্রাজ্ঞ প্লেটো যাহাকে 'Saving Madness' বলিয়াছেন। ইহা প্রণিধান-লভ্য, যোগ-সাধ্য—যাহার ফলে ভগবানের অ-পরোক্ষ অনুভূতি হয়—'where the Yogi apprehends the Supersensible by *immediate* contact.'

এই যোগ কি? সংযোগো যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ —জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংযোগই যোগ, 'Contact between man's finite being and the Infinite Being in which it is immersed.' কবীর ইহাকে সুতল (সুষুপ্ত) ব্রহ্ম-জাগরণ বলিয়াছেন—

সুর গম্ভীরা কহে কবীরা
সুতল ব্রহ্ম জাগাও

কারণ, 'where the Infinite within wakes up to the Infinite without, it is then that we hear the golden harmony'. *

যোগ-প্রণালীর বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। অন্যত্র আমি এ প্রসঙ্গের অনেক আলোচনা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই যোগ অষ্টাঙ্গ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।
—যোগসূত্র, ২।২৯

'যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।' ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটী বহিরঙ্গ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ।

প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়-নিরোধ—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আত্মস্থ করিয়া 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হওয়া। প্রাণায়াম—প্রাণবায়ুর সংযম। স্থিরসুখমাসনম্।

* The finite and the infinite appear in the end to be no longer independent existences. This we find even in Hindu thought, as we find it in Plato and also among the leaders of modern Western philosophy.—Lord Haldane's Autobiography.

আসন বিবিধ—পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি Postures. যম নিয়ম—অহিংসা, সত্য, শৌচ, সন্তোষ প্রভৃতির অভ্যাস দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সাধন। ইহার জন্য সুখ-দুঃখকে তুল্যমূল্য করিতে হয়—সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা (গীতা)—'Equal humour in joy and in tribulation'. এ সম্পর্কে অন্যত্রও আমরা উপদেশ পাইয়াছি—'Eliminate the personal equation, cast out the self' (C. Jinarajadasa)—'make your will one with the Divine Will' (Dante)—'transcend all the teasing complications of your separated self-hood' (Underhill). এক কথায় জীবকে অকিঞ্চন হইতে হইবে—যাহাকে মিষ্টিক্‌রা Naughted Soul বলিয়াছেন। কারণ, 'Reduced to his nothingness,' man can meet God without intermediary.

এইবার ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলি—ইহাদের ইংরাজী নাম Concentration, Meditation and Contemplation। পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণা বলে (দেশ-বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা—৩।১ সূত্র)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—৩।২ সূত্র

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—৩।৩ সূত্র

এ সকল কথা পাশ্চাত্যেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা এখনও এ তত্ত্বের তলাতলে নিমগ্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দুই চারিটা কথা এখানে উদ্ধৃত করি—

Now the education which tradition has ever prescribed for the mystic, consists in the gradual development of an extraordinary faculty of *Concentration*, a power of spiritual attention. × × × This consists in a peculiar attitude of the whole personality; in a self-forgetting attentiveness, a profound Concentration, a self-merging which operates a real communion between the seer and the seen—in a word, in Contemplation.

পতঞ্জলি ধ্যান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যথাভিমতধ্যানাদ্ বা। ইহার পাশ্চাত্য ভাষ্য এই—

This object of our Contemplation may be almost anything we please, a picture, a statue, a tree, a distant hillside, a growing plant, running water, little living things. We need not, with Kant, go to the starry heavens. 'A little thing, the quantity of an hazel-nut' will do for us, as it did for Lady Julian long ago.

পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগের ফলে যোগী বুদ্ধির ভূমি উত্তরণ করিয়া বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হন। বুদ্ধি = intellect; বোধি = intuition। অর্থাৎ, যোগী বুদ্ধির উপত্যকা ছাড়িয়া বোধির অধিত্যকায় সুস্থিত হন।

এই জন্য যোগীর প্রতি উপদেশ—'Leave the operations of the understanding on one side'—i.e. transcend the

intellect। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কি করিতে হয়?

The price of this experience has been a stilling of that surface-mind, a calling in of all our scattered interests, an entire giving of ourselves to this one activity, without self-consciousness, without reflective thought.—Underhill, p. 361.

ইহার জন্য জীবের আমূল সংস্কার প্রয়োজন—Transmutation of the whole man, not merely his spiritual side—is wanted. ইহাকেই খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা spiritual alchemy বলেন।

এ সম্পর্কে ধ্যানরসিক ব্লেক (Blake) একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—Blake knew too, as few others have known, that only in the reunion and reconstruction of the eternal man, could men be saved.

সিদ্ধযোগীকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম্—

অর্থাৎ, তাঁহার দৃষ্টিতে বাসুদেবঃ সর্বমিতি (গীতা),

—স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি

সর্বত্রেতে হয় তার ইষ্টদেবস্ফূর্তি।—চরিতামৃত

ইহাকেই প্রাচীন গ্রীকেরা Theophany বলিতেন (Theos = God and Phainomai = I appear.)

'Every visible and invisible creature is a theophany or appearance of God'.—Underhill, p. 311.

তখন, Every bush is afire with God. (Browning)। মিষ্টিকের ভাষায় এ অবস্থাকে Deification বলে।

'The wonder of wonders is the human made Divine.' When is the human made Divine? It is when, in the case of a rare, elect spirit, the whole man is re-made according to the pattern showed him in the mount—when caught and led out of himself, he becomes *God.*

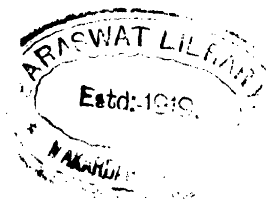
অর্থাৎ, যখন উপনিষদের ভাষায়—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহদারণ্যক

প্রণিধানের ইহাই চরম ফল—সংরাধনের এইখানেই শেষ। যাঁহারা বৈদান্তিক-প্রকৃতির সাধক—যাঁহারা transcendent-metaphysical, তাঁহাদের সাধনার এই স্থানেই বিশ্রাম।



রজত জয়ন্তী



দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভক্তি ও প্রেম

১

'বৈধী'

আমরা জানিয়াছি, দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে সেই 'সত্যং পরং' পরমাত্মাকে দুইভাবে দর্শন করা যায়—নির্বিশেষ ভাবে ও সবিশেষ ভাবে—নির্বিকল্পভাবে ও সবিকল্পভাবে—নির্গুণভাবে ও সগুণভাবে—

'Reality may be apprehended in either transcendental or immanental—positive or negative terms.'

নির্বিশেষভাবে তিনি পরংব্রহ্ম এবং সবিশেষভাবে তিনি ভগবান্। অর্থাৎ, তিনি একাধারে Principle ও Person—তিনি 'নেতি নেতি' নির্গুণ ব্রহ্ম (the Absolute), অথচ তিনি মহান্‌প্রভুর্বৈপুরুষঃ—(the Infinite Individual)। অর্থাৎ, তিনি কেবল 'তৎ' নন—তিনি 'সঃ'। অতএব 'দৃষ্টি' দ্বিবিধ—বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক। এইজন্য বৈদান্তিকের নির্গুণের 'সংরাধন'—প্রণিধান ('awestruck contemplation of the Absolute, the naked God-head') এবং বৈষ্ণবের সগুণের 'আরাধন'—প্রেম-নিবেদন ('adorable companionship—the mystic marriage of the soul with God')।

এক কথায় পরমাত্মার বিভাব যখন দ্বিবিধ এবং জীবের স্বভাবও যখন দ্বিরূপ (বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক)—তখন ভজনের প্রণালীরও দ্বৈরূপ্য অবশ্যম্ভাবী—

'What is the method by which the Contemplative attains his unique communication with the Absolute Life? That activity, like its result, is of two kinds: personal and affirmative, impersonal and negative.'

এই দুই প্রণালীকে আমরা প্রণিধান ও প্রেম বলিতে পারি। এই দুই সাধনা অত্যন্ত বিভিন্ন ও বিপরীত—'দূরম্ এতে বিপরীতে বিষূচী'। প্রণিধান কি? এক কথায় প্রণিধান = সমাধি—'the apotheosis of contemplation—ecstasy'। আর প্রেম? এক কথায় প্রেম 'is the soul's surrender first to the call, finally to the embrace of Perfect Love.'

বৈদান্তিক ভাবে ভাবিত সাধক সংরাধন দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া তাঁহার সহিত 'সাযুজ্য' প্রাপ্ত হন—আর বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত সাধক আরাধন দ্বারা ভগবানে পরানুরক্তি বা প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সহিত মিলিত হন। এই যে ব্রহ্ম-সংযোগ—Union with God—ইহাই নিঃ-শ্রেয়স (Summum Bonum), জীবের চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। ইহাই জীবের নির্দিষ্ট নিয়তি (ultimate Destiny)! বর্ষান্তে হ'ক, যুগান্তে হ'ক, কল্পান্তে হ'ক, একদিন না একদিন ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত জীব ব্রহ্মের সহিত পুনর্মিলনের সৌভাগ্যে মণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ, Water will find its level—উৎসের তুঙ্গতার অনুপাতে ধারার উচ্চতা সাধিত হইবে।

এ সাধনায় সিদ্ধ হইবার—এই ব্রহ্ম-সংযোগ লাভ করিবার প্রণালী কি? বৈদান্তিকের প্রণালী প্রণিধান, বৈষ্ণবের প্রণালী প্রেম। মৎপ্রণীত 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ'-গ্রন্থে পাঠকের জন্য আমি

প্রণিধানের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি—অতঃপর একটু নিবিড় ভাবে প্রেমের আলোচনা করিতে চাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া।

'পরমেশ্বরকে অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।'

ঠিক কথা। কিন্তু অনন্যা বা ঐকান্তিক ভক্তি ত' সুলভ নহে। 'আদৌ শ্রদ্ধা'—শ্রদ্ধার পরিপাকে ভক্তি—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।

কিন্তু সে ভক্তি ত্রিবিধ—

উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী।—চরিতামৃত

অতএব ভক্তও ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। সেই জন্য চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিহঁ ভক্ত হইবেন উত্তম॥—চরিতামৃত

এই কনিষ্ঠ ভক্তকে ভাগবত 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়াছেন—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং য শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

—ভাগবত, ১১।২।৪৭

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাতে শ্রীহরির অর্চনা করেন কিন্তু ভক্তে অথবা অপরে তাঁহার অর্চনা করেন না—তিনি প্রাকৃত ভক্ত। মধ্যম ভক্ত কে?

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

—ভাগবত, ১১।২।৪৬

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভগবানে, ভগবদ্ভক্তে, উদাসীনে ও শত্রুতে—যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন,—তিনি মধ্যম।

আর উত্তম ভক্ত ?

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—ভাগবত, ১১।২।৪৫

'যিনি সর্বভূতে আত্মার ভগবত্তার দর্শন করেন এবং ভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেন,—তিনি উত্তম ভক্ত।'

সেই গীতার প্রাচীন কথা—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—৬।২৯

'যিনি যোগযুক্তাত্মা, সর্বত্র সমদর্শন, তিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করেন।'

গীতা এইরূপ ভক্তকে জ্ঞানীভক্ত বলিয়াছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে—৭।১৭

জ্ঞানী ভক্তের যে ভক্তি—তাহাই একভক্তি, অনন্যাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি—'জানি না কেন যে ভালবাসি'। বৈষ্ণব বলেন, এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও যথেষ্ট নয়—ইহাকে প্রেমে পরিণত করিতে হইবে।

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা ॥

এজন্য জ্ঞানচর্চা যথেষ্ট নয়—ভগবানে শ্রবণ-কীর্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

—ভাগবত, ৭।৫।২৩-২৪

সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভজন বা ভগবদ্ভক্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি।

এইত' সাধন ভক্তি দুইত' প্রকার
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর।
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।

× ×

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।—চরিতামৃত

চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংবাদে এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা আছে। রায় রামানন্দ যখন গোদাবরীতীরে রাজমাহেন্দ্রীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন, তখন—

দণ্ডবৎ কৈলা রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কন বসি রহঃ স্থানে॥

মহাপ্রভু বলিলেন—

'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়'

তদুত্তরে, রায় রামানন্দ প্রথমতঃ বিধিমার্গে ভজন (যাহাকে বৈধী ভক্তি

বলে এবং যাহা সাধককে শান্তরতি পর্যন্ত লইয়া যায়)—তাহার অবতারণা করিলেন।

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা ছিল—'সাধ্যের নির্ণয়'

(উত্তরে) রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

বৈধী ভক্তির ইহাই প্রথম পর্ব—স্বধর্মাচরণ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে, পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৮।৯

'সাধক বর্ণাশ্রমের আচার পালন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিবে—ইহাই তাঁহার তুষ্টি-সাধনের উপায়।'

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার॥

অর্থাৎ, বৈধীভক্তির দ্বিতীয় পর্ব ভগবানে সর্বকর্মার্পণ। সেই গীতার কথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—গীতা, ৯।২৭

অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম,—অশন, যজন, দান, তপস্যা, শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে।

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥

অর্থাৎ, বৈধী ভক্তির তৃতীয় পর্ব স্বধর্মত্যাগ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

—গীতা, ১৮।৬৬

'সমুদয় ধর্ম (rituals) বর্জন করিয়া একমাত্র ভগবানের আশ্রয় লও।' যে এইরূপ করে—সেই শ্রেষ্ঠ সাধক।

ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ।

—ভাগবত, ১১।১১।৩২

অন্যত্র ভাগবত বলিতেছেন—

যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

—ভাগবত, ৪।২৯।৪৬

অর্থাৎ, ভগবানে নিহিতচিত্ত ভক্ত লোকধর্ম ও বেদধর্ম পরিত্যাগ করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

অর্থাৎ, বৈধীভক্তির চতুর্থ পর্ব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—গীতা যাহাকে 'পরাভক্তি' বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥—১৮।৫৪

'ব্রহ্মে স্থিত, প্রসন্নচিত্ত, শোকে অনুদ্বিগ্ন, অনাকাঙ্ক্ষী, সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিই ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করেন।'

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর

রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার।

অর্থাৎ, বৈধী ভক্তির পঞ্চম পর্ব জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—

জ্ঞানে প্রয়াসম্ উদপাস্য নমন্ত এব

× × যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

—ভাগবত, ১০।১৪।৩

'যে ভক্ত জ্ঞানে প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া, সেই অজিতের অর্চনা করেন, তিনি ত্রিভুবনে তৎ-কর্তৃকই বিজিত হন।'

ইহাই 'শুদ্ধা'ভক্তি—বৈধী ভক্তির চরম পর্ব। ইহা হইতেই প্রেমের জন্ম।

শুদ্ধা ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

শুদ্ধা ভক্তি কি? মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—

অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

এ সম্পর্কে নারদ পঞ্চরাত্রের বচন এই—

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

'ভগবান্‌কে পরাৎপর জানিয়া সকল উপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া সর্বেন্দ্রিয়ে সেই হৃষীকেশের যে অমল সেবন—ইহাই প্রকৃত ভক্তি।'

ভাগবতের বচন এই—

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

—ভাগবত, ৩।২৯।১১-১২

অর্থাৎ, 'ভগবানের লীলাশ্রবণে সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশে সাগরগামী

গঙ্গাধারার ন্যায় ভক্তের যে অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী, অব্যভিচারী চিত্তধারা প্রবাহিত হয়—তাহাই নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তি।'

সত্য বটে, ব্রহ্মভূত জ্ঞানীভক্ত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, কিন্তু—

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ।

এই লীলারস-আস্বাদনই প্রেমের প্রকৃষ্ট সাধন এবং ভক্তকে ঐ সুযোগ দিবার জন্যই ভগবানের লীলাবিগ্রহ-গ্রহণ।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহম্ আস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

—ভাগবত, ১০।৩৩।৩৬

শুদ্ধা ভক্তির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু মহোৎসাহে বলিলেন—

প্রভু কহে এহো হয়—আগে কহ আর
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্বসাধ্যসার!

এই প্রেমভক্তিই 'রাগানুগা' ভক্তি—বৈধী ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা—কেবল Devotion নয়, Love of God—প্রেমা।

প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ—পদ্যাবলী

সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।—চরিতামৃত

অতএব আমরা দেখিলাম, বৈধী ভক্তির চরম 'শুদ্ধা' ভক্তি এবং ঐ 'শুদ্ধা' ভক্তিরই নাম প্রেম। প্রেমিক সাধক বিধির অতীত। তাঁহার ভক্তি 'রাগানুগা' ভক্তি। আগামী অধ্যায়ে আমরা এই রাগানুগা ভক্তির আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তি ও প্রেম

২

'রাগানুগা'

আমরা দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-ভাবে ভাবিত সাধকের ভক্তি দ্বিবিধ—বিধ্যনুগা ও রাগানুগা এবং কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে রক্ষিত রামানন্দ-শ্রীচৈতন্য-সংবাদের অনুসরণ করিয়া আমরা প্রথম অধ্যায়ে 'বৈধী' ভক্তির প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত আরোহণ করত: 'শুদ্ধা' ভক্তিতে উপনীত হইয়াছি। এই 'শুদ্ধা' ভক্তিই প্রেম। ইহারই নাম 'রাগানুগা' ভক্তি—ইহা 'বৈধী' ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা—ইহা কেবল devotion নয়, love of God।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।—চরিতামৃত

ঐ 'রাগানুগা' ভক্তির সাধারণ নাম রতি। রতি = Love of God, মমতা—

অনন্য-মমতা বিষ্ণৌ, মমতা প্রেম-সঙ্গতা—নারদ পঞ্চরাত্র

এই রতি পঞ্চবিধ—

অধিকার ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।

সাধকের হৃদয়ে কিরূপে রতির উদয় হইয়া প্রেমের আকার ধারণ করে, শ্রীরূপগোস্বামী শ্লোকদ্বয়ে তাহা বিবৃত করিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ॥

অথাসক্তি স্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমা ভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাম্ অয়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

কবিরাজ গোস্বামী-কৃত ইহার ভাবানুবাদ এই—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম॥

এই প্রেমের উদয় হইলে সাধক কি করেন?

ধর্ম ছাড়ি রাগে দুহুঁ করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।

'কভু না মিলে'—কেননা এক হাতে ত' তালি বাজে না—এ দিক হইতে যেমন ভজন, ওদিক হইতে তেমনি বরণ চাই—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (উপনিষদ্)।

অঙ্ঘ্রি-পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

× × ×

রাগানুগা-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥

যে ভক্ত 'রাগ-পথে' প্রবেশ করেন, তিনি—

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।

তাঁহার পক্ষে উপদেশ—

এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম
অকিঞ্চন হঞা লও কৃষ্ণের শরণ।
(অকিঞ্চন = Naughted Soul)

ইহাকেই বৈষ্ণব পরিভাষায় বলে—'শরণাগতি'—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা, তত্রৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

—হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্র

অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ। 'আমি তোমারই' এই বাক্যদ্বারা, তাঁহাতেই মনোনিবেশ দ্বারা এবং কায় দ্বারা, তদীয় স্থান আশ্রয়—ইহাই শরণাগতি। রাগমার্গে যিনি বিচরণ করেন, তিনি বিধিনিষেধের অতীত—তিনি—becomes a law unto himself—তিনি যে গুণাতীত, নিস্ত্রৈগুণ্য!

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ—শঙ্করাচার্য

তিনি বিধিমার্গ ছাড়েন বটে—কিন্তু

বিধি ধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।

কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীগণে
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে।

× × ×

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগ-মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।

× × ×

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

অর্থাৎ, রাগাত্মিকা সেই ভক্তি—যাহা শ্রবণ কীর্তনাদির অপেক্ষা রাখে না—যাহা স্বারসিক (স্বাভাবিক)—যাহা ইষ্টদেবে পরম আবিষ্টতা, প্রগাঢ় পিপাসা, তন্ময়ভাব আনয়ন করে।

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম॥

এই যে প্রেমভক্তি—তাহার প্রথম পর্ব 'শান্ত' প্রেম—

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত এক জানি।

সেইজন্য 'শান্ত' প্রেমের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলিলেন—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্বসাধ্যসার॥

'দাস্য' প্রেমের কথা শুনিয়া—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্যসার॥

ইহা শুনিয়া—

প্রভু কহে এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্যসার॥

'বাৎসল্য' প্রেমের কথা শুনিয়া—

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার॥

এই 'কান্তা'-প্রেম হইতেই—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

অতএব দেখা গেল—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি, পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয় বিশদ হয়। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন—

শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্য-ভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা, পিতা, গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন॥

—মধ্যলীলা, ১৯ অধ্যায়

কিন্তু, তাহা হইলেও বৃন্দাবনেই এই রাগাত্মিকা ভক্তির সম্যক্ পরিপুষ্টি হইয়াছিল—কারণ, ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণ হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পরম আত্মীয় ভাবে—প্রভুভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে, কান্তভাবে ভজন করিয়াছিল।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার
চারিভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার।

× ×

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

ইহা ভাগবতের প্রাচীন শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

—ভাগবত, ৩।২৫।৩৮

অতএব,

তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই প্রেমভক্তি লইয়া অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং রতি কিরূপে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ

এবং ভাবের সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া অবশেষে 'মহাভাবে' পরিণত হয়, তাহার ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী ইক্ষু ও রসালার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রী, উত্তম মিশ্রী আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥

অন্যত্র,

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্মল বাড়ি স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥

এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥

এ প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল নীলমণি-কিরণে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততো অনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ।

অতএব প্রেমভক্তির বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন, এই বিধির অতীত রাগমার্গ প্রদর্শন জন্যই চৈতন্য অবতার—

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
প্রেম রস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

সেইজন্য পদকর্তা বাসু ঘোষ বলিয়াছেন—

যদি গৌর না হ'ত কেমনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে?
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে?

সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্যকে 'রাধাভাব দ্যুতি-সুবলিতম্' বলিয়াছেন এবং এই ভাবে তাঁহার জয়গান করিয়াছেন—

জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর
নিজ প্রেয়সী-ভাব বিনোদ!

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাষায়—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ
করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥

অর্থাৎ, রামানন্দ রায় যাহা বলিয়াছেন—

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে কৈলে অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥

বস্তুতঃও চৈতন্যলীলায় দেখা যায়—

ভক্তি প্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার।
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে
ভক্তভাব অঙ্গীকারে, তাহা আস্বাদিতে।

× ×

তাঁহার চিত্তে—

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ?

× ×

প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হাসে নাচে গায়।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য
নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্য।

× ×

অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার।
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়ানে
চারি দিকের লোক সব করয়ে সিনানে।

× ×

উদ্‌দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় সমকাল।
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম।
কভু নেত্র নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন।

× ×

ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী—সবার প্রাবল্য।
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।

ঐ যে রতিপঞ্চকের উল্লেখ করিলাম—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি—আগামী অধ্যায়ে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিব।



তৃতীয় অধ্যায়

রতির তারতম্য

বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, ভক্তি কিরূপে বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, 'সর্বধর্মান্' পরিত্যাগ করিয়া প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেমের মূলে মমতা—'মমতা প্রেম-সঙ্গতা' অর্থাৎ, আত্মীয় বুদ্ধি। এই মমতার পারিভাষিক নাম 'রতি'। আমরা জানিয়াছি, ঐ রতি পঞ্চবিধ—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি, পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥—চরিতামৃত

'কৃষ্ণ-ভক্তি'—কেননা, বৈষ্ণব আগমে ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ—ব্রহ্মসংহিতা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সাধারণ ভাবে ঐ রতি-পঞ্চকের আলোচনা করিয়াছি, এখন আর একটু নিবিড় ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি।

প্রথম শান্ত-ভক্তি। যিনি শান্তভক্ত, যেমন ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্র ও সনক-সনন্দ প্রভৃতি—তাঁহার স্বভাব—

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥

যিনি শান্তভক্ত, তিনি—

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।—ভাগবত, ৬।১৭।২৮

শান্তভক্তের চিত্তে যখন কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন—

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

তিনি তখন—

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।—ভাগবত, ১১।২।৪০

ইহার উপর দাস্য-ভক্তি। দাস্যভক্ত—যেমন, উদ্ধব, বিদুর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হনুমান্—খৃষ্টানের ভাষায় ইঁহারা Servitors of God (সেবক)। দাস্যভক্তির সম্বন্ধে দুর্লভসারগ্রন্থকর্তা লোচনদাস বলিয়াছেন—

দাস্য-পীরিতি করে অধীন হইয়া।
নিরপেক্ষ হয় পদমধুগন্ধ পাঞা॥
ভয় ভক্তি করে কেহো ঈশ্বর বলিয়া।
অপরাধ ডরে নিরবধি কাঁপে হিয়া॥

এ সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এই—

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥

দাস্যভক্ত ভগবানের নিত্য কিঙ্কর। দাস্যভক্ত বলেন—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥

'হে নাথ! কবে আমি ঐকান্তিক নিত্যদাস হইয়া সমস্ত বাসনা বর্জন করিয়া তোমার আদেশ অনুসারে আমরণ আত্মাকে আনন্দিত করিব।'

দাস্যভক্ত ভগবানের পাদপদ্মের দাসের দাসের দাস—

গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ।

দাস্যভক্ত দাক্ষিণাত্য-কৃত শ্লোকের ভাষায় বলেন—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

'হে নন্দনন্দন! বিষম ভবাব্ধিতে পতিত এই কিঙ্করকে কৃপায় তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলির সমান মনে করিও।'

আমি তোমার কিঙ্কর—তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস—তোমার উপভুক্ত স্রক্‌চন্দন নির্মাল্যে আমার লালসা—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

—ভাগবত, ১১।৬।৪৬

ভগবান্‌কে হারাইবার ভয়ে তিনি উদ্ধব-বাক্যের প্রতিধ্বনি করেন—

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব!
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি॥

মেবারের রাণী মীরাবাঈ সমস্ত দাস্য-ভক্তের প্রতিভূ হইয়া ভগবানের নিকট দাসভক্তের চিরন্তন প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন—

মোহে চাকর রাখোজি, গিরিধারী লাল !
চাকর রাখোজি !
মীরাকে প্রভু গহর গম্ভীরা হৃদয় বহতি ধীরা
আধিরাত প্রভু দরশন দিয়ো ! প্রেম নদীকো তীরা ।

স্থফি ভক্তের সার কথা—'খোদার দস্তের দস্তানা হওয়া'—বৈষ্ণব আরও মধুর করিয়া বলেন,—

যাব আমরা ব্রজেন্দ্রপুর
শ্যামের পায়ের হব নূপুর
শ্যামের পায়ের নূপুর হ'য়ে রুণুঝুণু বা'জব ।

দাস্যভক্তির উপর সখ্যভক্তি । সখ্যভক্তি সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয় ।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্য বিশ্বাসময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন ।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান ।*
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥

এ সম্বন্ধে দুর্লভসারের উক্তি এই,—

সখ্যপীরিতি যে সেই হয়ে দ্বিবিধ ।
একাকার সিদ্ধ আর ভিন্নাকারে সিদ্ধ ॥

* ইহ জন্য ভাগবতে শুনিতে পাই—উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ।

সেইত' দ্বিবিধ সখ্য চতুর্বিধ লেখা।
সখা, সুহৃদয়, প্রিয়, আর মর্ম্মসখা ॥

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভক্ত—ব্রজে শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন। ব্রজের বাহিরে অর্জ্জুনই সখ্য ভক্তির জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সত্য সখা, নিত্যসখা। তাঁহাতে নর-ঋষির আবেশ—আর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-ঋষির মানবী তনু।

অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

এই নর ও নারায়ণ ঋষি—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জ্জুন-কেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষোত্তমৌ ॥
—উদ্‌যোগপর্ব, ৮৯।৪৮

এই নর-ঋষি নারায়ণ-ঋষির সহিত হিমালয়স্থ বদরীতে বহু সহস্র বৎসর উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণ-সহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহুন্ ॥
—বনপর্ব, ৪০।১

অতএব নর নারায়ণের নিত্য সহচর। তা'ই গীতায় অর্জ্জুনের মুখে শুনিতে পাই—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।

কিন্তু সখ্য-ভক্তির সুপ্রচুর প্রকাশ বৃন্দাবনের গোষ্ঠ লীলায়—যেখানে—

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।
—ভাগবত, ১০।১২।১১

কত পুণ্যে ব্রজবালক নরদেহী ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকের অধিকারী হইয়া বলিতে পারিয়াছিল—

বড় সুমিষ্ট এ ফল খারে কৃষ্ণ! আমি খেয়েছি।
মধুর ব'লে আর না খেয়ে ধড়ায় বেঁধেছি॥
ফল খেয়ে ভাই নাচতে হবে
নাচবো আমরা রাখাল সবে
সবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে আয় দেখি নাচি॥

মনে আছে—কী সখ্যপ্রেমে গদগদ হইয়া তাহারা নির্মল প্রভাতে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া বলিত—

হারে রে রে রে উঠরে কানাই।
বেলা হলো চল চল গোঠে যাই।
আয়রে কানু আয়।

কবি গিরিশচন্দ্রের এই বিখ্যাত সঙ্গীতের মূল একটি প্রাচীন পদ—সেটি যেন আরও মধুর! তথায় গোপসখা ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এইরূপ:—

গোপবালকের উক্তি—

ভাই! স্বপনে কখন, মধুর বচন
'তুমি' বলি নাই মোরা রে।
রেরেরে হাঁরেরে বলিয়ে ডাকিরে
গোপশিশুর এই ধারারে॥
(কত) মেরেছি ধরেছি কাঁধেতে চড়েছি
কুবোল বলেছি মোরারে।
হাঁরেরে রেরেরে বলি যে ডাকিরে—
গোপজাতের এই ধারারে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি—

শুন শিশুগণ করি নিবেদন
স্বরূপ কহিয়ে তোদেরে।
'ওরেরে হাঁরেরে আয়রে কানাইরে'
বলিয়া ডাকিও মোরেরে ॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে লেপিলে
মোর নহে যত সুখ।
'ওরেরে হাঁরেরে' বলিয়া ডাকিলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে বুক ॥

লোচনদাস বলেন, ব্রজধামে দ্বিবিধ সখ্য—এক শ্রীদাম সুদাম সখার সখ্য আর এক ললিতা বিশাখা সখীর সখ্য।

সখ্য দ্বিবিধ সেই কহি বিবরিয়া
বয়স্য প্রসিদ্ধ আর গোপীগণ লৈয়া ॥
কেহ সখা কেহ সখী ভাবে লিখি এক।
ভাবের স্বভাব দুই দেখ পরতেক ॥
কাম সম্বন্ধে ভজে যত গোপীগণ।
দেহে বয়সেতে হয় ভাব উদ্দীপন ॥
সখাগণ ভজে কিবা সুবেশ বয়সে।
কামতত্ত্বে ভজে গোপী হাসপরিহাসে ॥
লীলালাবণ্য রূপ বিনোদ বিলাস।
হৃদয় নিবদ্ধ তায় বন্ধুভাব রস ॥—দুর্ল্লভসার

রাধা ভিন্ন অন্য গোপীর এই সখীত্ব সিদ্ধি করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনলীলার উপর এক চমৎকারী নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দেখি, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার

করিতেছেন, অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ রমণ, তাঁহারা রমণী—এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দে,—শ্রীরাধা যাহার নায়িকা—সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ—'চুম্বতি কামপি, শ্লিষ্যতি কামপি, কামপি রময়তি রামাম্,' কিন্তু চরিতামৃত বলিলেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ কেলি হৈতে তা'তে কোটি সুখ পায়।

পুনশ্চ—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম।
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।
—চরিতামৃত, মধ্যলীলা

অর্থাৎ, এ ভাবে সখীরা 'সঙ্গতা' নহেন, 'সঙ্গময়িতা'—

রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী (বিদগ্ধমাধব)।

একেই বলে 'Vicariously', পরস্মৈপদে—গোপীরা এখানে রাধিকার 'প্রিয় নর্মসখী'—প্রতিদ্বন্দ্বী (rivals) নহেন।

তাই 'চৈতন্য প্রভুর দাস-অনুদাস' নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন—

কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন।
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব করে হেরিব মুখচন্দ।

গাঁথিয়ে মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ॥

সেই জন্য চরিতামৃতকার বলেন—

সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি
সখীভাবে তাঁহারেই করে অনুগতি।
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

এই সখীতত্ত্ব সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক কথা আছে—এখানে তাহার আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে নরোত্তম ঠাকুর 'ভক্তিতত্ত্বসারে' সখীগণের যে গণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব।

রাধিকার সখী যত,
তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন।
ললিতা বিশাখা তথা,
চিত্রা কম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা,
এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্মসখীগণ।
রাধিকার সহচরী,
প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী সার,
শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে,
কস্তূরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেম সেবা করে কুতূহলী॥

সখ্য-ভক্তির উপর বাৎসল্য-ভক্তি—যেমন বসুদেব-দেবকীর, বিশেষতঃ নন্দ-যশোদার। বাৎসল্য-ভক্তি সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রসগুণ কহে ঐশ্বর্য-জ্ঞানিগণে॥

সুরদাসের একটি গান শুনুন—

আরতি করতহি যশোমতী মাই।
মনমে আনন্দ হোকে বেশ বনাই॥
দীপক জ্যোতি অঙ্গে বিজরী খেলাই।
নন্দ মহারাণী ঠারে আঙিনামে
হাসত গায়ত মন সুখ পাই॥
ব্রজক বালক যত আয়ত যুথ যুথ
নাচত গায়ত করতালি দেই॥

১৫

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন—তখন ব্রজের কি ভাব?

যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠল
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল
বিছুরল নগর রাজার॥

আর যশোদা বিরহে বিভোর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিয়া বলিতেছেন-

অঞ্চলের মণি, এসরে নীলমণি,
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে,
আয়রে কোলে করি হেরি চাঁদ বয়ান॥

সেই জন্য শুকদেব নন্দ-যশোদার সৌভাগ্যে বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন-

নন্দঃ কিম্ অকরোৎ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥—১০।৮।৪
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
—ভাগ, ১০।৯।২

ভগবতী উমার আগমনী-বিজয়াতেও আমরা এই বাৎসল্য ভক্তি উচ্ছল প্রবাহে অভিষিক্ত হই।—দেখিতে পাই, মায়াতীত মহামা মায়াবী মানুষের মত স্নেহ ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া, মাতাপিতাকে সংব সত্বরান্তে দেখিবার জন্য ছল ছল নেত্রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন—

এসেছেন পিতা অচল, আঁখি দুটী ছল ছল,
কেবল বল্‌ছেন চল চল, কি আজ্ঞা হয় পশুপতি।
সম্বৎসর হইল গত, মা আমার কাঁদিছেন কত
আসিব হে ত্বরান্বিত করি আমি এই মিনতি॥

আবার দেখি, বিজয়া-দশমীর দিন জগন্মাতা পার্থিব মাতার বিচ্ছেদ-ভয়ে বিধুরা হইয়া সারানিশি জাগিয়া বিষণ্ণ ও মলিন বদনে রোদন করিলে, গিরি-রাণী তাঁহার উদ্দেশ্যে কাতরে বলিতেছেন—

জাগাওনা হরজায়ায়, জয়া! তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥
নিশি জেগে কাতর হয়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে,
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি॥

বাৎসল্যরসের ইহা বেশ মিষ্টমূর্তি—কিন্তু মনে হয় নন্দ-যশোদার বাৎসল্য যেন আরও মধুময়। ইহার পর মধুর বা উজ্জ্বলা ভক্তি—তাহার কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।



চতুর্থ অধ্যায়

মধুরা রতি

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, 'রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ', অর্থাৎ, শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি। অতএব ভক্ত পঞ্চবিধ—শান্তভক্ত, দাসভক্ত, সখা-সখীভক্ত, বৎসল-ভক্ত ও মধুর ভক্ত। গত অধ্যায়ে শান্ত-ভক্তি, দাস্যভক্তি, সখ্যভক্তি, ও বাৎসল্যভক্তির যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। আমরা জানিয়াছি—

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥

× ×

শান্তের গুণ দাস্যে আছে—অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥

× ×

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রমগৌরব সেবা—সখ্য বিশ্বাসময়॥

× ×

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসংকোচ অ-গৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥

ঐ বাৎসল্য-ভক্তির উপর মধুর বা উজ্জ্বলা ভক্তি, অর্থাৎ, কান্তভাবে ভগবানের ভজনা। চরিতামৃতকার বলেন—

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ ॥

অর্থাৎ, মধুর ভজনে 'রতি'—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের সীমা ছাড়াইয়া 'মহাভাবে' পর্যবসিত হয়। এই মহাভাব দ্বিবিধ—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'। এ-সম্পর্কে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণে' বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ।

আর—কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতি, সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।

এই মধুর ভজনে জীব পৌরুষ বর্জিয়া প্রকৃতি হয় এবং ভগবান্‌কে বলে—

মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব চরণ সেবিব
দেহ নাথ এই বর!

খৃষ্টীয় মিষ্টিকের ভাষায়—

It is a passive and joyous yielding-up of the virgin soul to its Bridegroom; a silent marriage-vow. সে অবস্থায়, it is ready for all that may happen to it, all that

may be asked of it—to give itself and to lose itself, to wait upon the pleasure of its Love. (Underhill, p. 391)

মধুর ভক্তের উদাহরণে চরিতামৃতকার বলেন—

মধুর-রস-ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥

পুনশ্চ,—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ এক নাম, মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে॥

অর্থাৎ, এই মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ ও পুরে রুক্মিনী আদি পত্নীগণ—আর পরকীয়া—বৃন্দাবনে গোপীগণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধা, যিনি 'গুণৈঃ বরীয়সী,' যিনি 'হরেঃ অত্যন্ত-বল্লভা'।

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়াভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

আগামী পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পরকীয়া-তত্ত্বের যথাসম্ভব আলোচনা করিব—এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, পরকীয়া মধুর রসের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধায়—তাঁহাতেই মহাভাবের অতিষ্ঠা (acme)—তিনি 'মহাভাবময়ী'। শ্রীরাধা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

Radha then is the prototype of all lovers of God, male or female ; only her love is human love raised to the *n*th power. For, if I may employ the words of Gertrude More, "never there was or can be imagined such a love as there was between this humble soul (Radha) and God." So she is called Mahabhabamayi.*

শ্রীরাধা—'কুলশীল লাজ ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়' জীবন যৌবন মন সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন।

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
সুদুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

—চরিতামৃত, আদিলীলা

নিজ অঙ্গে রূপে গুণে বৈদগ্ধীর সীমা।
অনন্ত মমতা করে নিরুপাধি প্রেমা॥

* See the article 'God as Love' in my book 'Theosophical Gleanings'.

ইহলোক পরলোক থায় সর্ব আগে।
নিষিদ্ধ করিয়া লোকে বেদে বলে যাকে ॥

—দুর্লভসার

অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম-অনপেক্ষ ভাবে রাধার সানুরাগ আত্মনিবেদন—ভাগবত যাহাকে বলিয়াছেন, 'মদর্থোজ্ঝিত লোক-বেদ-স্ব' (১০।৩২।২১) [স্ব = আত্মীয়]—অথচ সর্বস্ব নিবেদিয়াও তিনি অতৃপ্তিতে বলেন—

বন্ধু! তোমার পিরীতি সুখ সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি ॥
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু, থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙা চরণ জীয়ন্তে যেন দেখি ॥

সর্বদা, তাঁহার প্রাণের কথা এই—

বঁধু! কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

তোমারি চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমেরি ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায় ॥

—চণ্ডীদাস

তিনি বলেন—আমার স্বতন্ত্র সুখ দুঃখ নাই—

তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য ॥

তিনি বলেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

আমি কৃষ্ণপদদাসী তিঁহ রস সুখ রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনু মন,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ—অন্য নয় ॥

সেই জন্য বৈষ্ণব বলেন—রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা। যখন কৃষ্ণের বিরহ তাপ তাঁহাকে দগ্ধ করে, তখন তিনি বলেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে দেহ, না যায় জীবন ॥

বৈষ্ণব পরিভাষায় এ ভাবের নাম মাদন—ইহাই মহাভাবের চরম—রাধিকা ভিন্ন অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয়না—(কেবল রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবে সময় সময় দৃষ্ট হইত)।* এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল নীলমণি-কিরণে' লিখিয়াছেন—

'অধিরূঢ়' মহাভাবের মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ ভেদ। মোহনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ-দশায়াং (অর্থাৎ, বিরহের অবস্থায়) মাদনো ভবেৎ** প্রায়শো বৃন্দাবনৈশ্বর্যাং মাদনোঽয়ম্ উদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ; যত্র উদ্ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদয়ো প্রেমময্যা অবস্থাঃ সন্তি। ** এষ মাদনঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়াম্ এব নান্যত্র।

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত' প্রকার।
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তার ॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা চিত্র জল্প মোহন দুই ভেদ ॥

---

* এ সম্পর্কে আমার 'রাসলীলা'-গ্রন্থে 'সঙ্গম ও বিরহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উদ্‌ঘূর্ণাবিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥
—চরিতামৃত

এই সকল কথা মনে রাখিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ॥

× ×

যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস মোরে করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥

× ×

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগে-য়ান ॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥

× ×

অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥

× ×

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি তবু নাহি পাই অন্ত ॥

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই॥

শ্রীরাধার মুখেও আমরা এই কথাই শুনিতে পাই—

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
কানুক পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারঁলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাঁখলু
তবহুঁ হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি, কেন জয়দেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

ইতস্তত স্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥
—গীতগোবিন্দ, ৩।২

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাঞ্ছাতে একা রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি—কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা॥
শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

সেই জয়দেবের কথা—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

—গীতগোবিন্দ, ৩।১

অতএব আমরা দেখিলাম যে, ঐ রতি পঞ্চকের মধ্যে, শান্তরতিতে শরণাগতি ও সংভ্রম (ইস্‌লাম), দাস্যরতিতে সংভ্রমের উপর সেবার যোগ, সখ্যরতিতে সংভ্রম ও সেবার উপর সৌহার্দ্যের যোগ, বাৎসল্য রতিতে সংভ্রম, সেবা ও সৌহার্দ্যের উপর স্নেহ বা পালনের যোগ, এবং সর্বশেষ মধুরে বা কান্তারতিতে সংভ্রম, সেবা, সৌহার্দ্য ও স্নেহের উপর সংরাধন, আত্মনিবেদন, সম্মিলনের যোগ। সখ্য ও বাৎসল্য রতিতে যথেষ্ট মমতা আছে, কিন্তু মিলন নাই। সেজন্য কান্তাভাব চাই—বিশেষতঃ রাধার ন্যায় পরকীয়-ভাবে ভজন চাই।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যসখ্যবাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥

—চরিতামৃত

এ কথা বুঝাইতে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

অন্যত্র—

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥

প্রশ্ন উঠে—এ পঞ্চরতির মধ্যে কোন্ রতি শ্রেষ্ঠ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, না শৃঙ্গার? ইহার উত্তর এই যে, যাহার যে রতি—সে রতি যদি আন্তরিক ও আত্যন্তিক হয়—তবে তাহার কাছে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥—চরিতামৃত

পুনশ্চ—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্বরস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

এইরূপ তটস্থভাবে বিচার করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য ॥

শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাস্তের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদিরসের যোগ-বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে ॥

× ×

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥

মহাভাবময়ী শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্ত ও ভাবুকগণ এই অধিরূঢ় মহাভাব-রূপ মধুরা রতির কি চমৎকার বিবরণ ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তৃতীয় খণ্ডে আমরা প্রেমের ঐ পরিণতি ও চরমে পরনির্বৃতির কতকটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার আগে 'পরকীয়াতত্ত্ব' একটু নিবিড় ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি।



পঞ্চম অধ্যায়

পরকীয়া-তত্ত্ব

১

'স্বকীয়া'

প্রেমিক-ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান্ কেবল প্রতাপ-ঘন ও প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, কেবল Omnipotent ও Omniscient নহেন—তিনি আনন্দঘন, তিনি প্রেমঘন (All-loving)—

—that sustaining Love
Which, through the web of being, blindly wove
By man and beast and earth and air and sea,
Burns bright or dim, as each are mirrors of
The fire for which all thirst.

—Shelley's Adonais.

তিনি 'বামনী' (Refuge of love)।

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।

তিনি 'রসো বৈ সঃ'—তিনি 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'।

তিনি প্রিয়তম (পিতম্)—তিনি দয়িত, বণিত—'পরপ্রেমাস্পদ'।

প্রেমিক ভক্ত—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা)—তিনি বিধিমার্গ ছাড়িয়া রাগমার্গে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন।

রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অর্থাৎ, 'বিধ্যনুগা' মার্গ ছাড়িয়া 'রাগানুগা' মার্গে বিচরণ না করিলে বৃন্দাবনের যে প্রেমময় কৃষ্ণ (যিনি Dolche Amori—sweetest Love)—তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

এক কথায়, ভক্ত 'ভব' ছাড়িয়া যখন 'ব্রজে' প্রবেশ করেন, তখনই তাঁহার ভক্তি প্রেমে পরিণত হয় (Devotion turns into love)—তিনি ধন্য হন।

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

সেই সুধন্য তখন কি করেন ?

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

—ভাগবত, ১১।২।৪০

তাঁহার চিত্ত পিতমের প্রেমের তাপে বিগলিত হওয়ায়, তিনি উন্মত্তের মত অদ্ভুত আচরণ করেন—কখন উচ্চহাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চিৎকার করেন, কখন গান করেন, কখন বা নৃত্য করেন!

ঐ 'নব প্রেমা'র বীজ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয়। অর্থাৎ—

ঐ প্রেম ক্রমে বাড়ি—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥—চরিতামৃত

প্রেমের সাধারণ নাম 'রতি'। ঐ রতি পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

১৬

অধিকারি ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥

শান্তাদি চতুর্বিধ রতির কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। কিন্তু মধুর রতি কি? মধুর রতি ভগবানে কামার্পণ—কৃষ্ণ কান্ত ভক্ত কান্তা, কৃষ্ণ মাস্থক (Beloved) ভক্ত আসিক (Lover)—ভগবান্‌কে এই কান্ত-ভাবে ভজন। সেই জন্যই মধুর রসের এদেশে নাম 'শৃঙ্গার' বা 'উজ্জ্বল' রস।

It is a passive and joyous yielding-up of the virgin soul to its Bridegroom (কান্ত)—a silent marriage vow. It is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it—to give itself and lose itself—to wait upon the pleasures of its Love.—Underhill.

কৃষ্ণ কিন্তু 'তুহুঁ বহুবল্লভ কান'—'তোমার চপল মতি, একত্রতে নহে স্থিতি'। সর্বকালের সর্বদেশের ভক্ত তাঁহার কান্তা—সেই অগণ্য আরাধিকার তিনিই কান্ত। তা'ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন—

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

তাঁহারা আরও বলেন, ঐ কান্তা দ্বিবিধ—স্বকীয়া ও পরকীয়া—এবং পরকীয়ারই শ্রেষ্ঠত্ব। কেন? ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রেমিকের পক্ষে আমরা যে পঞ্চরসের উল্লেখ করিলাম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—তন্মধ্যে কিন্তু মধুর রসই প্রধান।

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর রস শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য॥

× ×

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥
অতএব 'মধুর' রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥—চরিতামৃত

প্রশ্ন উঠিবে—পঞ্চবিধের মধ্যে কোন রসের অবধি কোন পর্যন্ত ?

আমরা জানিয়াছি, ভক্তচিত্তে ভক্তির ক্রমবিকাশ এইরূপ—প্রথম প্রেম, পরে রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। এই ভাবেরই পারিভাষিক নাম 'রূঢ়' এবং মহাভাবের পারিভাষিক নাম 'অধিরূঢ়'।

শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে ॥

এই রূঢ়ই 'ভাব' এবং এই অধিরূঢ়ই 'মহাভাব'—স্বকীয়াতে 'রূঢ়' এবং পরকীয়াতে 'অধিরূঢ়'।*

কান্তভাবে ভজন বেশ সুপ্রাচীন। প্রাচীনতম উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রণালীর ভজনকে লক্ষ্য করিয়াছেন—

* অধিরূঢ় আবার দ্বিবিধ—মাদন ও মোহন—সঙ্গমে মাদন এবং বিরহে মোহন।

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত' প্রকার।
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তার ॥

আমার 'রাসলীলা'-গ্রন্থে 'সঙ্গম ও বিরহ' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন
আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
—বৃহ ৪।৩।২১

এখানেই যুগলমিলনের বীজ—তবে ইহা অবশ্য পতিপত্নীর মিলন—'স্বকীয়া'।

আরাধ্যের সহিত আরাধিকার এই যুগল-মিলনকে পশ্চিমে 'Spiritual Marriage' বলা হইয়াছে।

The extreme form of this kind of apprehension (i. e. of God as Love) finds expression in the well known and heartily abused symbolism of the 'Spiritual Marriage' between God and the Soul.

শুনা যায়, পাশ্চাত্যে ঐ প্রতীক-প্রয়োগের উৎস প্রাচীন গ্রীসের Orphic Mysteries-এ—

This symbolism goes back to the Orphic mysteries, and thence descended via the Neoplatonists into the stream of Christian traditions.—Underhill, p. 509.

এই Neoplatonist-দিগের গুরু Plotinus। প্লোটাইনাস্ বেদান্তভাবে ভাবিত ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব যুগের একজন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার রচনাতেও ঐ স্বকীয়ার প্রতীক (symbolism) বেশ উজ্জ্বল আকারে দৃষ্ট হয়।

Plotinus, the ecstatic, is sure that the union with God is a union of hearts : "by love He may be gotten and holden, but by thought never." He is convinced

that the vision is only for the desirous, who has that "loving passion" which causes the lover to rest in the Object of his love. The simili of marriage, of conjuction as the soul's highest bliss, is found in the works of this hard-headed pagan philosopher.—Underhill, p. 445.

এই দৃষ্টিতে দেখিলে উপাস্য ও উপাসিকা—Bridegroom ও Bride, অর্থাৎ, বর ও বধূ মূর্তিতে প্রতিভাত হন।

Prepare thyself as a Bride to receive the Bridegroom.—Markos, the Gnostic.

'The soul's ascent to God begins with adoration and ends in spiritual marriage.'

খৃষ্টান্ মিষ্টিক্‌দিগের পক্ষে এই প্রতীকের প্রপূর্তি Old Testament-এর Song of Solomon-এ। তাঁহারা এই কমনীয় কামসিক্ত কবিতাকে the 'Song of Songs' বলেন।

Thus, for St. Bernard. throughout his deeply mystical sermons on the Song of Songs,—the Divine Word (Logos) is the Bridegroom, the human Soul is the Bride.

এই Song of Solomon-এ সম্ভোগের চিত্র খুব জাজ্বল্য—

Behold thou art fair, my Beloved, yea, pleasant.
Also our bed is green ;

× ×

His left hand is under my head,—
And his right hand doth embrace me.
× ×
His left hand should be under my head,—
And his right hand should embrace me.
I charge you, oh daughters of Jerusalem.
That ye stir not up, nor awake
my Love, until he please.

ইহার সহিত পদকর্তা জগন্নাথ দাসের নিম্নলিখিত পদটি তুলনীয়—

সখি ! হের দেখসিয়ে বা ।
চন্দ্র-বদনী, ঘুমাইয়া ধনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা ॥
নাগরের বাহু, শীথান ক'রেছে,
বিথান বসন ভূষা ।
নাসার নিশ্বাসে, বেশর দুলিছে,
হাসিখানি আছে মিশা ॥

এই 'স্বকীয়া'র সহ 'Mystic Marriage'-এর ঝঙ্কারে য়ুরোপের মধ্যযুগের মিষ্টিক্ সাহিত্য মুখরিত ।

It may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride ; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.—St. John of the Cross.

Our work is the love of God. Our satisfaction lies in submission to the Divine embrace—a personal surrender not only of the finite to the Infinite—but of bride to Bridegroom, heart to heart.—Ruysbroeck.

Richard of St. Victor compares the 'insuperable' but also 'inseparable' union with God, to the Soul's bridal;—the definitive, irrevocable act, by which permanent union is initiated, a passive and joyous yielding-up of the Virgin Soul to its Bridegroom—a silent marriage vow.—Underhill, p. 391.

এ দেশে আমরা আরাধিকা মীরা বাঈর মুখেও ঐ কথা শুনিতে পাই—

মেরে তো গিরিধর গোপাল—
দুসরা ন কোই।
যাঁকো শির ময়ূর মুকুট
মেরো পতি সোই॥

ভক্তদাস কবীরও ভগবানের সহিত ভক্তের এই পতিপত্নী সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন—

তেরে গাওনেকে দিন নগিচানা—
সোহাগিন্ চেত করোরী।
ঝিল মিল জোত বঁহা নিশদিন ঝল্‌কে
সুরত দে নিরত করোরী॥
সাঁঈকে লগন কঠিন হৈ ভাঈ।
যৈসে পপিহা প্যাসা বুন্দকা
পিয়া পিয়া রটলাঈ॥

খৃষ্টীয় সেণ্ট্‌দিগের মধ্যে সেণ্ট্ ক্যাথারিণের নাম প্রখ্যাত। এদেশে যেমন আরাধিকা করমেতি বাঈয়ের সহিত গিরিধারীর বিবাহ বন্ধন

ঘটিয়াছিল এবং মাদুরার রাজকুমারী মীনাক্ষীর মহাদেবের সহিত বর-বধূ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে Carnival-এর শেষ তিথিতে সেণ্ট্ ক্যাথারিণের সহিত ক্রাইষ্টের সেইরূপ উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

The Voice said to her, "I will this day celebrate solemnly with thee the feast of the betrothal of thy soul and even as I promised, I will *espouse* thee to Myself in faith." Then, says her legend, the Virgin Mother of God took the right hand of Catherine and besought the Son to deign to espouse her to Himself in faith He said, "Lo! I espouse thee to Myself, thy Creator and Saviour in the faith, which, until thou dost celebrate thy eternal nuptails with Me in Heaven, thou wilt preserve ever without stain."

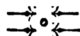
কিন্তু ইহাও স্বকীয়া—পতিপত্নী সম্বন্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ইহাতেও তুষ্ট নন—তাঁহারা বলেন—ইহারও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—ভগবান্‌কে মাত্র পতিভাবে নয়—উপপতি ভাবে ভজনা করিতে হইবে; অর্থাৎ, তাঁহার 'পরকীয়া' হইতে হইবে। তাঁহাদের পূর্বে এ কথা কেহ বলিতে সাহস করিয়াছেন কি? বোধ হয় না। তবে যোগবাশিষ্ঠের একটি শ্লোকে ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি।
তদেবাস্বাদয়েদ্ অন্তঃ নবসঙ্গরসায়নম্ ॥*

* চৈতন্যচরিতামৃতকার মধ্যভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরে বলেন, এ শ্লোক যোগবাশিষ্ঠের নহে।

'পরপ্রাণা নারী গৃহকর্মে ব্যগ্রা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে সেই 'নবসঙ্গ রসায়ন' আস্বাদন করে।' এ শ্লোকের পাঠান্তর আছে—'পতিব্যসনিনী নারী'—পতিগত-প্রাণা নববধূ—তাহার সম্বন্ধেও 'নবসঙ্গ রসায়নে'র উল্লেখ অসঙ্গত নহে। অতএব এই শেষোদ্ধৃত পাঠই যদি ঠিক পাঠ হয়, তবে যোগবাশিষ্ঠে 'পরকীয়া'র ইঙ্গিত অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, পরকীয়া ভাবের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যেই—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরকীয়াতত্ত্ব কি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কি ভাবে এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।



ষষ্ঠ অধ্যায়

পরকীয়া-তত্ত্ব

২

'পরকীয়া'

পঞ্চম অধ্যায়ে পরকীয়াতত্ত্বের আলোচনায় আমরা মধুর ভজনের প্রসঙ্গ উৎথাপিত করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, মধুর ভজন ভগবানে কামার্পণ—কৃষ্ণ কান্ত ভক্ত কান্তা, তিনি Beloved ভক্ত Lover—ভগবান্‌কে এইরূপ কান্ত-ভাবে ভজন। কান্তভাবে ভজনে ভক্তের প্রেম ক্রমশঃ 'ভাব' এবং পরে 'মহা-ভাবে' পরিণতি লাভ করে। ভাবের পারিভাষিক নাম 'রূঢ়' এবং মহাভাবের পারিভাষিক নাম 'অধিরূঢ়'। রূঢ়ভাবে ভগবান্ ভক্তের পতি (Bridegroom) এবং অধিরূঢ়ভাবে তিনি ভক্তের উপপতি।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥

অর্থাৎ, ভগবান্ স্বকীয়ার পতি ও পরকীয়ার উপপতি। স্বকীয়াতে ভাব রূঢ় এবং পরকীয়াতে মহাভাব অধিরূঢ়।

পূর্বাধ্যায়ে স্বকীয়া কর্তৃক ভগবান্‌কে কান্ত (পতি)-ভাবে ভজনের কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং উপনিষদ্ যুগ হইতে এদেশে এবং প্রাচীন গ্রীস হইতে বিদেশে এ ভাবের ভজন কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। এই বার পরকীয়ার আলোচনা করিব।

আমরা জানি, পরকীয়া ভাবের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥—চরিতামৃত

অতএব ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই এই রসের আধার ও উৎস।

শ্রীকৃষ্ণকে যে ভক্তেরা মধুর ভাবে ভজনা করেন—তাঁহারা তাঁহার কান্তা'। তিনি যখন 'বহুবল্লভ কান'—তখন তাঁহার কান্তাগণ অবশ্যই অগণ্য—তন্মধ্যে কেহ স্বকীয়া, কেহ পরকীয়া।

মধুর রস-ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কে? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, ও পুরে মহিষীগণ।* আর পরকীয়া কে? ব্রজে গোপীগণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধা—যিনি 'গুণৈঃ অতিবরীয়সী' 'হরেঃ অত্যন্ত বল্লভা।'

কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
—চরিতামৃত

লীলালাবণ্যরূপ বিনোদ বিলাস।
হৃদয় নিবদ্ধ তায় বন্ধুভাব রস ॥
এই কামতত্ত্ব সখ্য দ্বিবিধ পালনা।
স্বকীয়া বলিয়া এক, পরকীয়া অন্যা ॥

* শ্রীকৃষ্ণ যখন বৈকুণ্ঠপতি মহাবিষ্ণু—অসংখ্য ব্যষ্টি-বিষ্ণুর সমষ্টি—তখন তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীগণ অগণ্য। আর দ্বারকায় ত' তাঁহার ১৬০০০ মহিষী—রুক্মিণী, সত্যভামা ইত্যাদি।

স্বকীয়া ভজনে সেই রুক্মিণী আদি।
সর্বভাবে ভজে তাঁরে প্রেম নিরুপাধি ।।
স্বকীয়া কহিল সংখ্যা শুন সর্বজন।
পরকীয়া ভাবে রাধা আদি গোপীগণ ।।

—লোচনদাসের দুর্লভসার

এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে চাই। ব্রহ্মবৈবর্তকার ব্রহ্মাকে কন্যাকর্তা বনাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সঙ্গমের পূর্বে যথাবিহিত বেদবিধি-অনুসারে বিবাহ ঘটাইয়াছেন; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এ বিবাহের বৈধতা (validity) অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এ বিবাহই অস্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার 'পরকীয়' এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের 'পরকীয়া'।

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ পরম পুমান্।
পরকীয়া নারী রাধা তাঁহার সমান ।।—দুর্লভসার

কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।' পরকীয়া কে? 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে রূপগোস্বামী পরকীয়ার এই লক্ষণ করিয়াছেন—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥

ইহার উপর জীবগোস্বামীর টীকা এই—

অন্তরঙ্গেণ রাগেণ অর্পিতাত্মানো, নতু বহিরঙ্গেণ বিবাহপ্রক্রিয়াত্মক-ধর্মেন।

অর্থাৎ, যে কামিনী অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করিয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে—যে বহিরঙ্গ বিবাহাদি লৌকিক

ধর্মের অপেক্ষা রাখে না—সেই পরকীয়া।* ব্রজবধূরা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া চরিতামৃত বলিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদ কারণ॥

এই পরকীয়াভাবের প্রতি চৈতন্য মহাপ্রভুর বেশ পক্ষপাত ছিল। তিনি ব্রজগোপীদিগের সৌভাগ্য ও মহিমা কীর্তন করিয়া সর্বদা ভাগবতের এই শ্লোকটি আস্বাদন করিতেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদ্ অমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥—১০।৪৪।১৪

ইহার ভাবানুবাদ এই :—

সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী,
পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥

*পরকীয়া আবার দ্বিবিধা—কুমারী ও ঊঢ়া।

কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।
অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ
সখীকেলিষু বিশ্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধাগুণান্বিতাঃ।

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন,
নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে।
যিঁহো সব অবতারী,
পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা,
নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্যলোভে,
ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেই ত' মাধুর্যসার,
অন্যা সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে,
তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য জানি ॥

—চরিতামৃত

মহাপ্রভু বলিতেন, গোপীদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যে প্রসাদ কোন দিন লাভ করিতে পারেন নাই, গোপবধূরা রাসোৎসবে সেই প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্ ॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।৬০

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব "নায়ং শ্লোকে" কহে বেদব্যাস ॥

এই বিষয় লইয়া চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণ কালে এক শ্রীবৈষ্ণবকে বেশ একটু মিষ্ট পরিহাস করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে, ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো।
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

× × ×

শ্রুতি সব গোপী সবের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥

প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থ 'কাব্যপ্রকাশে' পরকীয়া ভাবের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি—তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলা-বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এক নায়িকার কুমারী-দশায় নায়কের সহিত মালতীসুরভিত, অনিলবিকম্পিত নর্মদাতটে বেতসকুঞ্জে সঙ্গম হইত। পরে সেই বঁধুই তাহার বর হইল—সে আর 'পরকীয়া' রহিল না—'স্বকীয়া' হইল। কিন্তু এক্ষণকার সুরতলীলায় আর তাহার সেই পূর্বের রভস হইত না। অথচ সেই পূর্বেকারই মত চাঁদিনী যামিনী—সেই মলয়ানিল—সেই ফোটা ফুলের গন্ধ—সেই কৌমারহরই এক্ষণকার বর! স্বকীয়া ও পরকীয়ায় এত প্রভেদ! তা'ই সে খেদ করিয়া ঐ শ্লোকটি রচনা করিয়াছিল।

সম্প্রতি বিলাতি রঙ্গমঞ্চে মিঃ প্রিস্ট্লি তাঁহার "Duet in Flood-light" নাটকে এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন—তবে তাঁহার treatment কিছু coarse ধরণের—তাঁহার রচনা জুগুপ্সা-বিলসিত। তাঁহার নাটকের নায়ক একজন নাট্যকার ও নায়িকা একজন নটী।

He shows a dramatist and actress "living in sin" and perfectly happy. For publicity purposes they are made to marry, and at once they fight like cat and dog,—in the intervals of being photographed and interviewed as the world's greatest lovers. When the marriage proves to have been invalid, they resume their former sinful lives and *happiness*.

মহাপ্রভু সর্বদা ঐ 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন—ভক্তেরা উহার সার্থকতা বুঝিত না। তিনিও মুখে কিছু বলিতেন না। শেষে রূপগোস্বামী যখন পুরীতে গিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গ করিলেন, তখন

রূপগোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে দেখিতে।
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোঁসাই স্নান করি আইলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥

রূপগোস্বামীকৃত শ্লোকটী এই :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ
তথাহং সা রাধা তদ্ ইদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥

এই শ্লোকে পরকীয়া-ভাব সুব্যক্ত হয় নাই, তথাপি শ্রীচৈতন্য- যখন ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, তখন উহা আমাদের গ্রাধার্য।

স্বকীয়ার উপর পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে এ বিষয়ের অনেক আলোচনা আছে। তাহার সার মর্ম এই—

যিনি স্বকীয়া, তাঁহার সহিত নায়ক-নায়িকা ভাব চলেনা—অথচ নায়ক-নায়িকা ভিন্ন মধুর রসের স্ফূর্তি হইতে পারে না—এক কথায় 'romance' হয় না।

ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥
× × ×
নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥—চরিতামৃত

স্বকীয়ার 'অতিপরিচয়াৎ অবজ্ঞা—অনাদরোঽপি', অর্থাৎ, familiarity breeds contempt। কারণ, মানুষের মন নিতুই নূতন চায়—'নবে দারপরিগ্রহে' কয়েকদিন 'romance' থাকে বটে, কিন্তু কিছুকালেই বলিতে হয়—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।' কোথা ক্লিওপেট্রা পাওয়া যাইবে, যাহাকে—

Age cannot wither, nor custom stale
Her infinite variety.—Shakespeare

এ জন্য পরকীয়ার প্রয়োজন।

এই পরকীয়ার প্রসঙ্গে রূপগোস্বামী ভরতমুনির একটি প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বহু বার্যতে যতঃ খলু, যত্র প্রচ্ছন্ন কামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

'যেখানে (যেমন পরকীয়াস্থলে) বহু বারণ, যেখানে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন কামসেবা, যেখানে নায়কের পক্ষে নায়িকা এবং নায়িকার পক্ষে নায়ক দুর্লভ—সেইখানেই কামের পরাকাষ্ঠা।'

বহু বারণ কি ? বহুবারণং লোকতঃ ধর্ম্মতশ্চ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)—যাহাতে লোকের বাধা, ধর্ম্মের বাধা—অর্থাৎ, যাহা Forbidden Fruit, তাহার প্রতিই মানুষের লোভ ও লালসা। আদম-ঈভকে নন্দনবনে স্থাপিত করিয়া ভগবান্ বারণ করিলেন, 'সব বৃক্ষের ফল যথেচ্ছা গ্রহণ করিতে পার, কেবল জ্ঞান-বৃক্ষের (Tree of Knowledge-এর) ফল আস্বাদন করিওনা।' আর রক্ষা নাই! মানবের আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ আর কোন ফল খাইবে না—সেই একমাত্র ফলই তাহাদের আস্বাদনীয়। নদীর জলপ্রপাত পাষাণের বাধা পাইলেই স্ফীত হইয়া দুকূল প্লাবিত করে। সেই জন্য জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—স হি বার্য্যমানত্বাদিসদ্ভাবেন রসোৎকণ্ঠং স্থাপয়তি।

আরও—যাহা সহজপ্রাপ্য নয় (যেমন পরকীয়া)—তাহাকেই মানুষের পাইবার প্রয়াস—কারণ, Distance lends enchantment to the view—দূরাদ্ অয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী (কালিদাস)।

আর এক কথা—স্বকীয়ায় কেবল মিলন—বিরহ নাই। কিন্তু 'সঙ্গম-বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ'। দুর্ল্লভসারে লোচনদাস একথা বেশ বিশদ করিয়াছেন—

পর না হইলে নহে ভাবের উদয়।
বিচ্ছেদের ভয়ে আর্ত্তি অনুরাগ হয়॥

স্বকীয় জনের নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
এ কারণে স্বকীয়েতে অনুরাগ নয়॥

অনুরাগ বিনা প্রেমভাব নাহি রয়।
'সাত্ত্বিক' বলিয়া শাস্ত্রে অষ্টভাব কয়॥

× × ×

স্বকীয় ভজনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
তে কারণে ভাব তাতে নাহিক উদয় ॥

উপপত্যে ভাব অনুরাগ প্রকাশ।
তে কারণে বৃন্দাবনে রসের বিলাস ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, কৃষ্ণ বৃন্দাবন-নাথ।
রাস বিলাস শত শত গোপী সাথ ॥ —দুর্লভসার

এই পরকীয়াতত্ত্ব Austin Allen-প্রণীত 'Pleasure Cruise' নাটকে বেশ নিপুণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রায় সাত বৎসর পূর্বে (এপ্রিল ১৯৩২) এই নাটক লণ্ডনের রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল। ম্যাডেলিন ক্যারলের (Madeliene Carrol) সহিত ওয়েন্ নেরিসের (Owen Nares) বিবাহ হইয়াছে। এ অবশ্য love-marriage—গান্ধর্ব বিবাহ (মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ)। কিন্তু দুই বর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবনের পর বধূ দেখিলেন, বর আর তাঁহাকে 'রভস' দিতে পারিতেছেন না (after two years of marriage she finds none of the ecstasy of which she had read)। স্বকীয়ে যখন মন উঠিল না, তখন স্ত্রী স্থির করিলেন স্বামীর অসম্মতিতে (বলা বাহুল্য তিনি স্বাধীন জেনানা) নরওয়েগামী ষ্টীমারে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া আসিবেন। কে জানে, সেখানে হয়ত' পরকীয়-লাভ ঘটিতে পারে। জাহাজে গার্ডিনার (Gardinar) নামক এক অপরিচিত যুবকের সহিত তাঁহার প্রণয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং সঙ্কেত স্থির হইল যে, গভীর রাত্রে যুবতী তাঁহার কেবিনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিবেন এবং তথায় উভয়ের মিলন হইবে। স্বামী নেরিস স্ত্রীর ব্যবহারে একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। নরওয়েগামী জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং

তাঁহার সাহায্যে স্বামী ছদ্মবেশ ধরিয়া ষ্টুয়ার্ডের ভূমিকায় স্ত্রীর সহযাত্রী হইলেন। স্ত্রী অবশ্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। স্বামী, ম্যাডেলিন ও গার্ডিনারের সঙ্কেতস্থান (assignation) জানিতে পারিয়া গার্ডিনারের কামরা-দ্বার এমন দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিলেন যে, গার্ডিনারকে 'সচকিত নয়নে বিরহ শয়নে' সেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। ইতিমধ্যে স্বামী অন্ধকারের সুযোগ লইয়া স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার শয্যাসঙ্গী হইয়া রজনী যাপিত করিলেন। স্ত্রী জানেন তাঁহার শয্যাসঙ্গী 'পরকীয়'—অতএব রভসের কোনই ত্রুটি হইল না।

Next day she is radiantly happy and sends off a pleasant postcard to her husband.

তারপর গার্ডিনারের সহিত যুবতীর সাক্ষাৎ হইল—

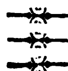
He is all apologies to her and after a certain amount of risky conversation at cross purposes, he tells her that he was prevented from coming because some scoundrel had roped his cabin door to the adjoining one.

যুবতী ত' স্তম্ভিত—যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—তাই নাকি? তবে গত রাত্রে তিনি কা'র শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছিলেন? সমুদ্র যাত্রা তাঁ'র পক্ষে অতি বিরস হইয়া উঠিল—তিনি পরবর্তী বন্দরে জাহাজ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। স্বামীও অলক্ষ্যে ফিরিয়াছেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রী ক্ষমা চাহিলেন—তখন স্বামী প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

When she implores forgiveness, and says that she will never, never etc, he tells her all. Then she does not know whether to be glad or sorry.

আমি আশা করি, এই দুর্ঘটনার পরে যুবতীর 'পরকীয়'-লালসা প্রশমিত হইয়াছিল—কিন্তু হইয়াছিল কি ?

পরকীয়াতত্ত্ব আর এক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। পরকীয় প্রেম প্রকৃত Platonic Love—ইহার মধ্যে দেহের মিলন নাই—কেবল আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ। মধ্য যুগের Knight Errant-দিগের প্রত্যেকের যে Lady-love থাকিতেন—যাঁহাকে Knight দূর হইতে উপাসনা করিতেন as a bright particular star (Shakespeare)—যেন গগনচারী আশমানী তারা, যাহা কোনদিন ধরাতলে উদয় হইবে না—যাহার সহিত দৈহিক সংযোগের সম্ভাবনা না থাকায় প্রেম সত্য সত্যই কামগন্ধহীন হইত—যাহা 'অদ্বৈতম্ সুখদুঃখয়োঃ'—সেই হয়ত' প্রকৃত 'পরকীয়া' !



তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পূর্বরাগ

প্রেমধর্ম বেশ ব্যাপক বিষয়। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যাহাকে 'প্রেম' বলেন, প্রেমিকের মানস-প্রতিমা শ্রীমতী রাধিকাকে কেন্দ্র করিয়া, ঐ প্রেমের প্রগতির অনুসরণ করিতে চাই। ঐ প্রগতি যাহাতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয়, তজ্জন্য কয়েকটা কথা পূর্বে বলা হইলেও, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। এ ক্ষেত্রে পুনরুক্তি মার্জনীয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভক্তি দ্বিবিধ—বিধ্যনুগা ও রাগানুগা।

এইত' সাধন ভক্তি দুইত' প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়।
'বৈধী' ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥—চরিতামৃত

ভক্তি যখন বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, 'সর্বধর্মান্' পরিত্যাগ করে, তখন তাহা প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেমের মূলে মমতা—'মমতা প্রেমসঙ্গতা'—আত্মীয় বুদ্ধি। বৈষ্ণব পরিভাষায় এই মমতার নাম 'রতি'। ঐ রতি পঞ্চবিধ—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥

বাৎসল্য রতি, মধুর রতি, পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রস পঞ্চ ভেদ ॥—চরিতামৃত

শান্ত, দাস্যাদি রতি-পঞ্চকের চরম পরম 'রতি'—মধুর রতি বা কান্তপ্রেম। 'রতি' একটি স্থায়ী ভাব—প্রথমতঃ ভক্ত হৃদয়ে অব্যক্ত থাকে— সামগ্রী-মিলনে ঐ স্থায়ীভাব ব্যক্ত হইয়া 'রস' রূপ গ্রহণ করে।

প্রেমাদিক স্থায়ী-ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস রূপে পায় পরিণামে ॥—চরিতামৃত

ইহা প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুযায়ী কথা—আমরা আলঙ্কারিকের মুখেও শুনিয়াছি—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতাম্ এতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্ ॥
—সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৬

এই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ব্যভিচারীই সামগ্রী—উহাদের মিলনেই রতি 'রসে' পরিণত হয়।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলি এই চারি ॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে ॥

পুনশ্চ—

এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়ী ভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব-অনুভাব ॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥

বিভাব কি? যদ্দ্বারা স্থায়ীভাবের উদ্বোধন হয়, তাহাই বিভাব। বিভাবের দ্বিবিধ ভেদ—আলম্বন ও উদ্দীপন।

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

গৌড়ীয় ভক্তের দিক্ হইতে পঞ্চবিধ রতিরই আলম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুণ, বেশ, হাস্য, সৌরভ, বংশী, নূপুর ইত্যাদি উদ্দীপন-'বিভাব'।

অনুভাব কি? চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্যের নাম অনুভাব—যেমন, কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গি, মুখ-রাগাদি।

সঞ্চারী সম্পর্কে আলঙ্কারিক বলেন—

নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসান্ যতঃ।
তস্মাদ্ ভাবা অমী প্রোক্তাঃ স্থায়িসঞ্চারি-সাত্ত্বিকাঃ॥

অর্থাৎ, ইহারা সকল প্রকার ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদের নাম সঞ্চারী।

সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।

বৈষ্ণব পরিভাষায় ইহাদের নাম ব্যভিচারী—কারণ, বিশেষরূপে অভিমুখ হইয়া ইহারা স্থায়ীভাবে বিচরণ করে।

বিশেষেনাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ॥

ব্যভিচারীর ভেদ ত্রয়ঃত্রিংশৎ—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, গর্ব, শঙ্কা, ব্যাধি, মোহ, হর্ষ, অসূয়া, চাপল্য ইত্যাদি।

জীবগোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এ বিষয়ের সরস আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে রসের, বিশেষতঃ মধুর রসের সম্যক্ পরিপুষ্টি

হইয়াছে। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ব্যভিচারীর উপর বৈষ্ণবেরা স্বাত্ত্বিক ভাবের যোগ করিয়াছেন—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানাম্ আনীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতিরূপ স্থায়ীভাব শ্রবণাদি কর্তৃক বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাব দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্যতা-প্রাপ্ত, অর্থাৎ, চমৎকার-বিশেষরূপে পুষ্ট হইয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়।

সাত্ত্বিকভাব কি? কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাব কর্তৃক আক্রান্ত চিত্ত-সত্ত্বে যে অষ্টভাব স্বতঃ স্ফূর্ত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব।

তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যম্ অশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু, ও মূর্ছা—ইহারাই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া চরিতামৃত বলিতেছেন—

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশী-স্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥

কৃষ্ণে স্থায়ী-ভাব রতি কিরূপে মধুর রসে পরিণত হয়, আমরা তাহ জানিলাম। বৈষ্ণব মতে শ্রীরাধায় এই মধুর রস পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত—তিনি is the prototype (প্রতীক) of all lovers

God—only her love is human love raised to the *n*th power.

শ্রীরাধা কি ঐতিহাসিক না কাল্পনিক—তিনি কি 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের' অথবা, ভাবুকের কল্পলোকে তাঁহার বসতি—আমার 'রাসলীলা-গ্রন্থে 'রাসের রূপকতা' প্রস্তাবে আমি তাহার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য, শ্রীরাধার মধুর ভজনের প্রগতির ধারা—কিরূপে শ্রীরাধার পূর্বরাগ—উৎকণ্ঠা, দৌত্য, সংকেতস্থান, অভিসার, সঙ্গম, কুঞ্জভঙ্গ, বিপ্রলম্ভ, মান ('খণ্ডিতা'), সন্ধি ('কলহান্তরিতা'), মাথুর, এবং বিরহের দশ দশা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে পুনর্মিলনে এবং চরমে. মিশ্রণে পর্যবসিত হইয়াছিল। কান্ত-কান্তার মহামিলনের এই পর্বগুলি আমরা মহাজনদিগের অনুগত হইয়া পর পর আস্বাদন করিব। রাধা কৃষ্ণের এই প্রেমলীলা—কেবল আক্ষরিক ভাবে বুঝিলে যথেষ্ট হয় না। এই কান্ত-কান্তা সম্মিলন একভাবে জগতের চরম আধ্যাত্মিক রূপক—is the greatest spiritual allegory of the world—এই গুহ্যলীলার প্রত্যেক ঝঙ্কারের মধ্যেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত আছে। আসুন আমরা সশ্রদ্ধভাবে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী ('legend')টি এইরূপ :—

সরলা গোপবালা কিশোরী রাধা—তিনি এই সম্প্রতি বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছেন—একদিন যমুনার জলকে যাইতে কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—অমনই 'পহিলহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল'। ইহাকেই বলে—Love at first sight.

যমুনার জলে, যাইতে সজনি,
কালা রূপ দেখিয়াছি।

সবে দুটি আঁখি, দিয়াছে বিধাতা,
রূপ নিরখিব কি ?

× ×

ইন্দ্রধনু জিনি, চূড়ার টালনি,
উড়িছে ভ্রমরা জাল।
আঁখি পালটিয়া, না পেলুঁ দেখিতে,
ঘোমটা হইল কাল॥
বিজুরি বলিয়া, রহিলুঁ ভাবিয়া,
অনুখন রূপ হেরি।
কদম্ব হেলনে, বংশী আলাপনে,
চাহিতে চেতন চুরি॥

× ×

সজনি! কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়া গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা॥

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা বলেন 'পূর্বরাগ'—খৃষ্টান্ মিষ্টিকের First Flame of Love.—যখন প্রেমিক প্রেমময়ের প্রথম দর্শনে বলেন—

I saw Him and sought Him,
—I had Him not and I wanted Him.
—Julian of Norwich

ইহাই সুফির 'আস্‌নাই'—মাসুকের জন্য আসিকের আগ্রহ—দয়িতের জন্য দয়িতার আকর্ষণ। এরূপ হওয়াতে বিচিত্র কি ?

Radha, a simple artless maiden, chances one day to cast her eyes on Krisna and is at once smitten with love—for, is not Krisna the embodiment of beauty and grace divine and loveliness unspeakable ?*

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছো গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা মু'খানি ব'নাল রে
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ—জিনিয়া করিশুণ্ড॥

ইহার পর নিপুণা সখী বিশাখা এক চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূরতি আঁকিয়া রাধাকে 'বিশাখা দেখান আনি'।

রাধে ! দেখ এক মূরতি মোহন।
অনেক যতন করি, লিখিয়া এনেছি গো,
এক মনে কর দরশন॥

এই বলিয়া—

আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট
সমুখে রাখিলা সখী।

*মৎপ্রণীত 'Theosophical Gleanings'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ 'God as Love' দ্রষ্টব্য।

সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হৈয়া
পড়িলা কমল-মুখী ॥

রাধা বলিলেন—

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সে দেখি এই চিত্রপটে ॥
এহ মোর হরিয়াছে প্রাণ।
এহ বিনু নহে কেহ আন ॥

রাধা বার বার চিত্রপট দেখেন—

দেখিয়া রাধার আঁখি ডুবিয়া রহিল।
চিত্রপট পানে ধনি চাহিয়া রহিল ॥

রাধা বিশাখাকে বলিলেন—

এমন মূরতি কেমন করি
লিখিলে বিশাখা! ধৈরয ধরি ?
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি।
আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি ॥
দেখি দেখি পট—আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে ?

আর এক সখী বলিলেন—রাধে! এ কল্পনা নয় বাস্তব—এ নাগরের নাম 'কৃষ্ণ'।

(রাই)! কহিগো তোমার কাছে।
কৃষ্ণ বলি এক রসিক নাগর
গোকুল নগরে আছে ॥

'কৃষ্ণ—কৃষ্ণ'! নাম শুনিয়া রাধা চকিত, চমকিত, পুলকিত! বলিলেন—

সই! কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

ইহাকেই বলে নাম-মাহাত্ম্য। কৃষ্ণনাম যে অমৃতের খনি!

ন জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী—শ্রীরূপগোস্বামী

কর্ণকুহরে এ নাম একবার প্রবেশ করিলে অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জাগিয়া উঠে—

কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

এ নাম শুধু মধুর হইতে সুমধুর নয়—ইহা আবার ভবহারী, ত্রাণকারী।

মধুর মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥—প্রভাস-খণ্ড

মধুর মধুর কৃষ্ণনাম সুমঙ্গল ।
বেদকল্প-লতিকার চিদানন্দ ফল ॥
শ্রদ্ধায় হেলায় যে বা লয় একবার ।
সত্য সত্য সেই তরে এ ভবসংসার ॥

—নরোত্তমদাসকৃত পাষণ্ডদলন

সেই জন্য মহাপ্রভু ভাগবতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন—

প্রভু কহে, যার মুখে শুনি একবার ।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয় ।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥

কারণ,—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে ।—ভাগবত, ৩।৩৩।৬

'কৃষ্ণনাম একবার শ্রবণ বা কীর্তন করিলে শ্বপচও সোমযাজীর ন্যায় শুদ্ধ-পূত হয় ।'

চিত্র দেখিয়া ও নাম শুনিয়া শ্রীরাধার কি অবস্থা হইল ? আকুল উৎকণ্ঠা—তাঁ'র নবানুরাগ ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল—

অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল ।

তিনি কৃষ্ণ-লালসায় অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন—হৃদয়ং ত্বদলোকন-কাতরং দয়িত ! ভ্রমতি কিং করোম্যহম্ (মাধবেন্দ্রপুরী) ।

সীদতি সখি ! মম হৃদয়ম্ অধীরং ।
যাবত নাহি হেরি সেই যদুবীরং ॥

Presently she 'sigheth and panteth after Him alone'; she feels the intensest longing to meet her Beloved and says in thought what a Christian mystic (St. John of the Cross) has said in words about Christ:

"I will draw near to Thee in silence and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride! I will rejoice in nothing till I am in Thine arms."

রাধার এ অবস্থা চণ্ডীদাস ভাবনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায় ।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলা চাঁদে ।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে ॥

রাধা কৃষ্ণকে ভুলিবার কত না প্রয়াস করিলেন, কিন্তু—

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায় ।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

এক হাতে ত' তালি বাজে না—**Srikrisna on his part is smitten with Radha's charms**—

ভনয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গরগর অন্তর ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

হরি হরি! কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরিনু রাধা ॥
ঘন ঘন আঁচর কুচ কনকাচল
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি
মহুরি রাখল কত বেরি ॥—ইত্যাদি

ইহাকেই বৈষ্ণব বলেন 'মধুরিপুকাম'—

রসিক নাগর বিরহে কাতর
পড়িয়া ধরণীতলে।
মরম জানিয়া ব্যথিত হইয়া
সুবল করিলা কোলে ॥

এই মিথঃ আকর্ষণ (reciprocity), এই mutual attraction, এই 'দিলে নিলে বদল পেলে'—এই Give and Take that is set up between the Finite and the Infinite life—ইহাকে পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা 'Divine Osmosis' বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমি আমার উক্ত 'God as Love' প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছি—

On his side Krisna reciprocates Radha's love and says (to borrow the language of another mystic): "Oh Soul! before the world was, I longed for thee and thou for Me." This must be so, for, as Rumi assures us, "when the love of God arises in thy heart—without doubt God also feels love for thee!" Thus 'a rippling tide of love flows from God into the soul and draws her mightily'.

ইহার উপর রাধা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন—

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়ে শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।

এ সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের চমৎকার পদ শুনুন—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপন দেখিলুঁ যে, শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারু নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

শিয়রে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে,
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন, বিকাইলুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

এ কি স্বপ্ন না বাস্তব? হয় ত' শ্রীকৃষ্ণ সত্যই এসেছিলেন—'মায়াবী-রূপে' এসেছিলেন। কে জানে? কিন্তু তদবধি রাধার সঙ্গম-উৎকণ্ঠা প্রবলতর হইয়া উঠিল—As the parched deer

thirsts for the water-brook, so my heart thirsts for Thee, O my God ! তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন—

কি এ হিমকর-কর, কি এ নির্ঝর-ঝর
কি এ কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কি এ কিশলয় কি এ মলয় সমীরণ
জ্বলত সো চন্দন-পঙ্ক !

তখন রাধার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা—Come to me, my Beloved, my Spouse !

Let him kiss me with the kisses of his mouth :
For thy love is better than wine.
× × ×
Behold, thou art fair, my Beloved, yea, pleasant
Also our bed is green.
× × ×
I will rise now and go about the city
In the streets and in the broad ways—
I will seek him whom my soul loveth !
—Old Testament (Song of Solomon)

অর্থাৎ—

বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
নাথ হে ফিরে এসো।
আমার নিতি সুখ ফিরে এসো, আমার চির দুখ ফিরে এসো,
আমার সব দুখ-সুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এসো।
—রবীন্দ্রনাথ

রাধা মনে ভাবেন—অসম্ভব! এ কখনই হ'তে পারে না—তিনি উদাসীন থাকবেন—আসবেন না?

হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না?
তার কথা মোরে কহে নিরন্তর
মোর কথা তারে কহে না!

নিশ্চয়ই আসবেন—যখন আসবেন—

হরি যব আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গলতূর॥
আলিপনা দিব সখি! মোতিম হার।
উপহার দিব নব যৌবন ভার॥
শেজ বিছায়ে থোব বিকচ কুসুমে।
হৃদয় পাতিয়া দিব রহিবে শয়নে॥
আঁচলে বাতাস দিব ঘুমাইবে সুখে।
সারানিশি চেয়ে রব শ্যামচাঁদ মুখে॥

খৃষ্টান্ মিষ্টিকের মুখেও অনুরূপ কথা শুনিতে পাই—

Upon my flowery breast
There did I give sweet rest
To my Beloved One!

—St. John of the Cross

কৃষ্ণ প্রেমে মজিয়া রাধা আজ বড়ই বিপন্না! একে তিনি কুলকামিনী—তাহার উপর 'শাশুড়ী নাগিনী, ননদী বাঘিনী'র সতর্ক দৃষ্টি সর্বক্ষণ তাঁহার উপর পতিত। জটিলা কুটিলার ভয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে পারেন না—হা-হুতাশ ত' দূরের কথা!

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥—চণ্ডীদাস

মর্ম্মন্তুদ যাতনা—রুদ্ধ বাষ্পে যখন চক্ষু ভরিয়া উঠিবার উপক্রম হয়, তখন—

তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে,
এলাইতে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

এত যা'র উৎকণ্ঠা, তা'র পক্ষে কৃষ্ণ-সঙ্গম অবশ্যম্ভাবী—তা' হন না রাধা কুলবধূ, হন না তিনি পরাধীনা।

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে।

The assured fruition, the proper end of love *is* union with the Beloved.

রাধার বেলায় কি এই সনাতন নিয়মের ব্যত্যয় হইবে? তাহাতে আবার সখীরা সহায়িনী আছেন! সখীরা দূতী হ'য়ে সঙ্কেত স্থান (Place of Assignation) স্থির ক'রে দিলেন—

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

বলা বাহুল্য, দূতী উপলক্ষ মাত্র—মদনই ঘোটক—

না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবান॥

এই 'পঞ্চবান'কে খৃষ্টীয় মিষ্টিসিজিমে 'Desire' বলা হইয়াছে—ঐ Desire-ই আপ্তদূতী। ভক্তিমতী মেথথিল্ড (Mechthild)-এর মুখে আমরা ঐ দৌত্যের কথা শুনিতে পাই—

The soul spake thus to her Desire : 'Fare forth and see where my Love is ; Say to Him that I desire to love.' *So Desire sped forth* ; for she is quick of her nature, *and came to the empyrean and cried*, 'Great Lord ! open and let me in !' Then said the Householder of that place : 'What means this fiery eagerness ?' Desire replied, 'Lord ! I would have thee know that my lady can no longer bear to live. If Thou wouldst flow forth to her, then might she swim : but the fish cannot long exist that is left stranded on the shore.' 'Go back,' said the Lord, 'I will not let thee in, unless thou bring to me that hungry soul, for it is in this alone that I take delight.'

—Quoted in Underhill's Mysticism, p. 107

সঙ্কেত স্থির হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে আহ্বান করিলেন—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং (ভাগবত)। এ অমোঘ আহ্বান—Divine Call—must be responded to—

ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে ?

রাধা বাঁশী শুনিলেন—বন মাঝে না মন মাঝে ? বলিয়া উঠিলেন—

আর ত ঘরে রইতে নারি—আকুল করে প্রাণ।
কোন বিজনে ডাকছে আমায় শ্যামের বাঁশীর গান ॥

×

বাঁশীতে ডাকহ আমার নাম।
তোমার বাঁশীর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে
কি জানি কেমন করে প্রাণ!

শুকদেব এই বংশীধ্বনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর! নস্তেহধরামৃতম্॥—ভাগবত, ১০।৩১।১৪

অর্থাৎ,

তনুমন করে ক্ষোভ বাড়ায় সুরত লোভ
হর্ষ আদি ভাব বিকাশয়।
পাসরায় অন্য রস জগৎ করে আত্মবশ
লজ্জা-ধর্ম-ধৈর্য করে ক্ষয়!

অন্যত্র গোপীর মুখ দিয়া ভাগবত বলিতেছেন—কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-সংমোহিতার্যচরিতাৎ ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্? চরিতামৃতকার-কৃত ইহার ভাবানুবাদ এই—

যেবা বেণু কলধ্বনি
একবার তাহা শুনি
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ি খসি
বিনামূলে হয় দাসী
বাউলী হয়ে কৃষ্ণ পাশে ধায়॥

× × ×

সবে মাতোয়াল করি
বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতির গণে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে
যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবি খসায় পতি আগে
গৃহধর্ম করায় ত্যাগে
বলে ধ'রে আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম লজ্জা ভয়
সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥

বাঁশীর এই সব উৎপাত লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবাচার্যেরা ইহার অনেক ব্যাজনিন্দা করিয়াছেন—

সরল বাঁশের বাঁশী—নামে বেড়াজাল।
অবলা কুলের বালা ঘটায় জঞ্জাল ॥

বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তি এই—'হে মুরলি! সরলাসি জাত্যা'—সদ্‌বংশে তোমার জন্ম, কিন্তু বল দেখি কে তোমায় 'গোপাঙ্গনা-গণ-বিমোহন মন্ত্র-দীক্ষা দান করিল?' সেই বংশীরবের বিশ্ব-বিসারী গতি ও ত্রিভুবনব্যাপী আয়তি বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বলিতেছেন—

রুন্ধন্ অম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপদং কুর্বন্মুহুস্তুম্বুরং।
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং ॥

ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রম্ আঘূর্ণয়ন্।
ভিন্দন্ অণ্ডকটাহ-ভিত্তিম্ অভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

অর্থাৎ, জলদজালকে স্তম্ভিত করতঃ, গন্ধর্বকে মুহুর্মুহু বিস্মাপিত করতঃ, সনন্দনাদি ধ্যানীকে ধ্যানচ্যুত করতঃ, প্রজাপতিকে সুবিস্মিত করতঃ, পাতালস্থ বলিকে হর্ষান্বিত করতঃ, ভুজগেন্দ্র অনন্তকে আঘূর্ণিত করতঃ এবং ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তিভূমিকে ভেদ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐ বংশীরব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।

যে বংশীর এতই প্রতাপ, তাহার ধ্বনিতে যে গোপবধূরা বিচলিত হইয়া, সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া, গুরুজনের বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করতঃ ত্বরান্বিত হইয়া সঙ্কেতস্থানের অভিমুখে ধাবিত হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? এ প্রসঙ্গে শুকদেবের বর্ণনা শুনুন,—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যম্ অলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদ্ অশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥
তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥

—ভাগবত, ১০।২৯।৪-৮

[পয়ঃ স্থালীস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য এতৎক্কাথম্ অপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ্ যযুঃ। সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্কম্ অনুদ্বাস্য অনুত্তার্য—ভোজনং অপাস্য। ব্যত্যস্ত স্থানতঃ বিপর্যয়ং প্রাপ্ত—শ্রীধর স্বামী]

কিন্তু আমরা বিশেষভাবে রাধার কথা বলিতেছি। রাধা বংশীর আহ্বানে আত্মহারা হইয়া কুঞ্জের অভিমুখে 'অভিসার' করিলেন।

সংকেত বেণু নাদে রাধা আসি, গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥

এই অভিসার এক অপূর্ব ব্যাপার—আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।



দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিসার ও সঙ্গম

মধুর ভজনের প্রগতির অনুসরণ করিতে পূর্বাধ্যায়ে আমরা শ্রীরাধার পূর্বরাগ (First Flame of Love) ও উৎকণ্ঠার বর্ণনা করিয়াছি। এরূপ উৎকট যাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণসঙ্গম অদূরবর্তী—কারণ, 'যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে'। অবস্থা বুঝিয়া সখীরা দূতী হইয়া সঙ্কেত স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং সুযোগ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে কলগান মুখরিত করিয়াছেন। সে অমোঘ আহ্বান—Divine Call—কাহার সাধ্য উপেক্ষা করিবে?

'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে?'

তাই রাধা সর্বস্ব ফেলিয়া 'অভিসারে' চলিয়াছেন—আসুন আমরা অলক্ষিতে তাঁহার অনুগমন করি।

শ্যাম-অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে—
চল সখী! কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিয়া ও চাঁদ মুখ পাসরিব সব দুখ
শ্যামের ও দুটি রাঙ্গা চরণে॥

আকাশে ঘোর ঘন ঘটা—রহিয়া রহিয়া বিদ্যুতের ঝলক ও কুলিশ-পাত। দীর্ঘ পথ—কর্দমময়, কণ্টকাকীর্ণ—'পন্থ বিজন অতি ঘোর'। তাহার উপর 'ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার'। কিন্তু প্রিয়তমের আহ্বান—রাধা চলিয়াছেন—

গগনে অব ঘন, মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পতন, শব্দ ঝনঝন, পবন খরতর বলগই॥

সজনি ! আজু দুরদিন ভেল ।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি, সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর, বরিখে ঝরঝর, গরজে ঘন ঘন ঘোর ।
শ্যাম নাগর, একলি কৈছনে, পন্থ হেরই মোর ॥
সোঙরি মঝু তনু, অবশ ভেল জনু, অথির থর থর কাঁপ ।
মঝু গুরুজন, নয়ন দারুণ, ঘোর তিমিরহিঁ ঝাঁপ ॥
তুরিতে চল অব, কিয়ে বিচারহ, জীবন মঝু আগুসার ।
রায় শেখর বচনে অভিসর কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

× ×

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুলীক জ্বালা ।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা ॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার ।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার ॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি ।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারী ॥

সেই জন্যই কবি বলিলেন—'পন্থ বিজন অতি ঘোর' ! এ সেই পথ, যাহা, উপনিষদের ভাষায়—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি

—যিশুখৃষ্ট যাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'Strait is the gate and narrow is the way and few there be that find it'.

এ সম্পর্কে আমার 'God as Love'-শীর্ষক ইংরাজি প্রবন্ধে আমি এইরূপ লিখিয়াছি—

Radha sallies forth one dark night to meet her Beloved. The sky is overcast and there is thunder and lightning and rain, and she has to walk alone * * Moreover the way is long and drear, full of slush and thorns and infested with serpents of sorts but she recks not. Her tender feet are torn with brambles and she has to tread over the heads of snakes—but what does it matter ? She is out to seek her Beloved and tarries not until she reaches the place of assignation.

ইহাই অভিসার—

দেখ রাই করত অভিসার।
শিরিষ কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥

অভিসার কি ? অভিসার হরি-অন্বেষণ, প্রিয়তমের 'এষণা'—খৃষ্টান্ মিষ্টিক যাহাকে "Spiritual Quest" বলিয়াছেন—in fulfilment of which, the mysterious traveller goes to the 'country of the Soul'। সেণ্ট্ জন্ of the Cross-এর মুখে এই খৃষ্টীয় অভিসারের বর্ণনা শুনুন*—

Upon an obscure night,
Fevered with love's anxiety
(O hapless, happy plight !)
I went, none seeing me,

*Quoted in Evelyn Underhill's Mysticism, p. 420

By night, secure from sight,
And by a secret stair disguisedly.

× × ×

Without a light to guide,
Save that which in my heart burnt in my sid
That light did lead me on
More surely than the shining of noontide.
Where well I knew, that One
Did for my coming bide.

এই অভিসারে যাইতে হইলে, নিছক একলা যাইতে হয়—'একল যায়ব তুঝ অভিসারে'।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥—বিদ্যাপতি

কারণ, ও পথে—

'Every aspirant *must* walk the single file till the journey's end'. So in 'Light on the Path'—'Now thou must travel alone'.

সেই জন্য ভাগবতকার গোপীদিগের অভিসার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—গোপীরা ত্বরান্বিত হইয়া,

আজগ্মুরন্যোন্যম্ অলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।—১০।২৯।৪

বেদান্তের ভাষায় ইহার নাম ব্রহ্মচক্রে চক্রমণ—mounting the spiritual stair-way, which leads from man to God.

খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ ইহাকে Pilgrimage of the Soul বলেন। এ সম্পর্কে মিস্ আণ্ডারহিল্ তাঁহার Mysticism-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

The pilgrimage idea, the outgoing quest, appears in mystical literature as the long, hard journey towards a known and definite goal—often called Jerusalem by the Christian Mystics. 'Just as a true pilgrim going towards Jerusalem', says Hilton, 'leaveth behind him house and land, wife and children, and maketh himself poor and bare from all things that he hath, that he may go lightly without letting : Right so, if thou wilt be a spiritual pilgrim, thou shalt strip thyself *naked* of all that thou hast,* * then shalt thou resolve in thy heart, fully and wholly that thou wilt be at Jerusalem, and no other place but there.'

* * Under this image of a pilgrimage, the mystics contrived to summarize and suggest much of the life-history of the ascending soul,—the developing spiritual consciousness. The necessary freedom and detachment of the traveller, his departure from his normal life and interests, the difficulties, enemies, and hardships encountered on the road ; the length of the journey, the variety of the country, the dark night which

overtakes him, the glimpses of destination far away—all these are seen (more as we advance in knowledge) to constitute a transparent allegory of the incidents of man's progress from the unreal to the Real. Bunyan was but the last and least mystical of a long series of minds which grasped this fact.

ইহাকেই আমরা 'হরি-অন্বেষণ' বলিলাম—ইহাই শ্রীরাধার অভিসার। এ সম্পর্কে খৃষ্টান্ মিষ্টিক্‌দের আরও কথা শুনুন—

The mysterious traveller towards the only 'Country of the Soul' (আমাদের 'বৃন্দাবন') must have certain primary virtues—detachment, charity, humility, and patience. These, however, are not enough. Though he has fraternal love for his fellow pilgrims, detachment from wayside allurements, tireless perseverance on the road, he is still *encumbered* and weakened by unnecessary luggage. The second stage of his journey, therefore, is initiated like that of Christian (in Bunyan's 'Pilgrim's Progress') by a casting-off of his burden, a total self-renouncement, the attainment of a Franciscan poverty of spirit, whereby he becomes "Perfectly Free."

এই ভাব একটু নিবিড় হইলে খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ বলেন—

Naked follow the Naked Christ.

As long as the soul has not thrown off all her veils, however thin, she is unable to see God (Meister

Eckhart). When the spiritual pilgrim has stripped herself naked of all that she had (Hilton), it is then that, caught up above all things, she obtains 'the immediate contact of the Divine'. (Ruysbroeck)

এই কথাই বৈষ্ণব পদকর্তা রাধার অভিসার-বর্ণনায় কেমন সরস ভাষায় বলিয়াছেন!

কুহু যামিনী ঘন, তিমির দুরন্ত।
মদন-দীপ দরশায়ত পন্থ॥
চললি নিতম্বিনী হরি-অভিসার।
গতি অতি মন্থর, আরতি বিথার॥
রস ধাধসে চলু, পদ দুই চারি।
নীলাকমল তেজল বরনারী॥
পরিহরি মৌলিক মালতিমাল।
তেজল মণিময় গীমকহার॥
নব অনুরাগ-ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীনপয়োধর জোড়ি॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

অধিকন্তু এই অভিসারে যাইতে হইলে, সমস্ত ছাড়িয়া, 'কুলশীল-লাজ ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়' ছুটিতে হয়। প্রোজ্ঝিত-লোক-বেদ-স্বানাং (ভাগবত)।

যিশুখৃষ্ট না বলিয়াছিলেন—

If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and

sisters—and yea his own life also, he cannot be my disciple.

এ প্রসঙ্গে ভাগবতের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি স্মরণ করুন—

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ দোহংহিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবম্ অনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥—ইত্যাদি

'শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করিলেন, তখন কোন গোপী গো দোহন করিতেছিল; কেহ চুল্লীতে পায়স চড়াইয়া ছিল; কেহ শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে ছিল; কেহ স্বামীর শুশ্রূষা করিতেছিল; কেহ অঙ্গ মার্জনা করিতেছিল; কেহ চক্ষে কজ্জল লেপিতেছিল; কেহ আভরণ পরিতেছিল;—কিন্তু বংশীরব শুনিবামাত্র সকলেই স্ব স্ব অর্দ্ধ-অবসিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্বনির অনুসরণ করিয়া ছুটিল।'

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া পদকর্তা গোবিন্দদাস একটি চমৎকার পদ রচনা করিয়াছেন—তবে দেখা যায়, তাঁহার ভাব-দৃষ্টির সম্মুখে অভিসার-রজনীর অমা-কুহেলী জ্যোৎস্না-ভাতিতে পরিণত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের পদটি এই :—

শরদ চন্দ, পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।

হেরত রাতি, ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥

শুনত গোপি, প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত
মুরলিক কল-লোলনি।

বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল দোলনি॥

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতি-বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনি।

ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহ কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস গায়নি॥

জয়দেবের অভিসার-বর্ণনা সুবিখ্যাত—অনেকেরই কণ্ঠস্থ। অতএব তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিব না। সখী বলিতেছেন—

রতিসুখসারে গতম্ অভিসারে
মদন-মনোহর বেশম্।

ন কুরু নিতম্বিনি! গমন বিলম্বনম্
অনুসর তং হৃদয়েশম্॥

দেখ, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জকুটীরে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন—

ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে
বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দন
চঞ্চল করযুগ-শালী॥

ঐ শুন, তিনি রাধানাম ফুকারিয়া, মৃদুল বংশীধ্বনি করিতেছেন—

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত পবনচলিতমপি রেণুম্॥

আর তোমার পথ চাহিয়া আছেন—

পততি পতত্রে বিচলতিপত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥

অতএব সখি!

মুখরম্ অধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি! কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥

দেখ, রজনী অধিকক্ষণ থাকিবে না, অতএব শীঘ্রং কুরু, শীঘ্রং কুরু—

হরিরভিমানী রজনিরিদানী
মিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্॥

সখী এত বাক্যব্যয় না করিলেও পারিতেন—কারণ, শ্যাম-অনুরাগিণী রাধা 'শ্যাম-অনুরাগ ভরে, রহিতে না পারি ঘরে' কৃষ্ণ-সঙ্গমে ছুটিয়াছেন।

রাধা পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন। এইবার রাধাকৃষ্ণের সঙ্গম ঘটিল।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির-থির আঁখি॥
× × ×
হিমকর শীতল নীরহি তিতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥
× × ×
ঐছন বহুত যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মান সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেমডোর॥

সঙ্গমের পর যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইল। বৈষ্ণবেরা ইহাকে বলেন 'সম্ভোগ'। খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ ইহাকে 'The lovely dalliance of private conference' বলিয়াছেন। দেখা যায় মিষ্টিক্ কর্তৃক এ সম্পর্কে—

The phrases of mutual love, of wooing and combat, awe and delight—the fevers of desire, the ecstasy of surrender—are drawn upon.—Underhill, p. 161

বৈষ্ণব পদকর্তার সম্ভোগবর্ণনা শুনুন—

অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল নায়ক কোরই
নায়রী শয়ন বিভঙ্গ॥
বাম চরণভুজ আগোরহি পুন পুন
যাতই দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহই পুন আঁখি মুদি
বচন রসায়ন হাস॥

বিদ্যাপতির বর্ণনা শুনুন—

কহ কথি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি নেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধয়ল জনু, কনয়া কটোর॥

× × ×

অতসী কুসুমসম শ্যাম সুনাগর
নাগরী চম্পকগোরী।
নব জলধর জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোরি॥
বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥

এ বর্ণনার কামায়নে যদি বিরক্তিবোধ হয়, তবে খৃষ্টীয় সাধু সেণ্ট্ জন্ (St. John of the Cross)-কৃত মিলনের রভস বর্ণনা শুনুন—

Upon my flowery breast
Wholly for Him and save Himself for none,
There did I give sweet rest
To my Beloved one,
The fanning of the cedars breathed thereon.
All things I then forgot,
My cheek on Him who for my coming came—
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting them.

—En Una Noche Escura.

আরও প্রাচীন ও হৃষ্টতর খৃষ্টীয় Old Testament-এর বর্ণনা শুনিবেন কি ?

Let Him kiss me with the kisses of His mouth,
For Thy love is better than wine.
Behold Thou art fair, my Beloved ! yea, pleasant,
Also our bed is green.

× × ×

His left hand is under my head
And his right hand doth embrace me.
By night on my bed—I sought him
Whom my Soul loveth :

I sought Him but I found him not.
His left hand should be under my head
And his right hand should embrace me.
I charge you, O daughters of Jerusalem,
That ye stir not up nor awake
My love, until He please.

কিন্তু রজনী ত' ত্রিযামা মাত্র—রাধাকৃষ্ণ অগণিতগতযামাং রাত্রিমেবং ব্যরংসীৎ—ভবভূতি।

ক্রমে—

সুখের সুখের রাতি দুখে পোহাইল।
রাঙা আঁখি অকরুণ অরুণ উদিল॥

তখন সবিষাদে রাধা বলিলেন—

উঠ বর নাগর কান!
তুরিতহি বেশ বনাও যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥
শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক জাগি যব বৈঠব
তবহুঁ পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কিনা জানসি রীতি।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু মন্দিরে
বিঘটন কানুক-পিরীতি।

বৈষ্ণবেরা ইহাকে বলেন—'কুঞ্জভঙ্গ'। এ সম্বন্ধে অনেক মনোহর পদ আছে। দুই একটি উদ্ধৃত করি—

অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ-বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরি পদ্মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনি! রজনি ভোর, ঘূঘূ ঘন ঘোষে ঘোর,
গত যামিনি জিত-দামিনি কামিনি-কুল লাজে॥
কুহরত হতশোক কোক, জাগব অব সবহুঁ লোক,
শুক শারিক পিকু কাকলি নিধুবন ভরি ওয়াজে।
গলিত ললিত বসন সাজ, মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ,
উচ-কোরক-রুচ-চোরক কুচ-জোরক মাঝে॥
তড়িত-জড়িত জলদ ভাতি, দুহে সুখে শুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর রসবাদর পরমাদর শেজে।
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নি, ঘুমল বিমল-কমল-বয়নি,
কৃত-নালিশ ভুজ-বালিশ আলিস নাহি তেজে॥
টূটল কিয়ে ঘুণ ধনুগুণ, কিয়ে রতিরণে ভেল তুণ শূণ,
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয় ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতি-বৃন্দ, গুরুগণ-গতি কহই মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতি রসরাজে॥

এইবার বিদায়ের কাল—ছাড়িবার সাধ্য কি? কিন্তু ছাড়িতেই হইবে!

হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহুঁ থরথরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিধি পোহাইলা রাতি মোরে ছাড়ি যাবে কতি
এত বলি থির নাহি বান্ধে॥

× × ×

পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপথ দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥

কাজেই 'ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে' কালিন্দীর কোকিল-কূজিত কেলি-কুঞ্জকুটীরে নানা ছলে ঐ মত উভয়ের মিলন ঘটিতে লাগিল!

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

গোবিন্দদাসের মুখে শুনুন—

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দোঁহে যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥

রাধা আকণ্ঠ ভরিয়া সেই বিষামৃত পান করিতে লাগিলেন—'drank deep of the sweet-bitter chalice of Love—the poisoned nectar which Divine Love verily is'.

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত ঘটন।
এই প্রেম-আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ *
মুখে জ্বালা না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

শ্রীরূপগোস্বামী কৃষ্ণপ্রেম এই ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সংকোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

পীড়াকটুতায়
নব কালকূটমান করি তিরস্কার,
আনন্দ ধারায়
সুধার মাধুর্যগর্ব করিয়া ধিক্কার
কৃষ্ণপ্রেমা জাগে সখি! যাহার অন্তরে,
বক্র ও মধুর হায়! বিক্রান্তি তাহার
সেই জন মরমে তা' অনুভব করে!

সেই জন্য শ্রীরাধার মুখে শুনি—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে॥

---

* সেই জন্য মিষ্টিক্ ইহাকে 'Pleasant wound', 'It burns to heal' ইত্যাদি বলেন।

পুনশ্চ—

অগ্নি যেন নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম

পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ দেখাইয়া হরে মন

পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥

অথচ সে দুঃখের মধ্যে কি অগাধ সুখ!

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঁয়াই।

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥

অবধি না পাই! কেননা—কৃষ্ণপ্রেম নিতুই নব, 'নিতি নব নৌতুন'—কবি হাফিজের ভাষায়—'তাজা বো তাজা (fresher and fresher) 'নৌ বো নৌ'—'নব রে নব নিতুই নব।' সেই জন্য রাধিকা বলেন—

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।

কানুক পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে

নিতি নিতি নূতন হোয় ॥

এ আনন্দে অবসাদ নাই, নির্বেদ নাই—কারণ,

Age cannot wither

Nor custom stale *his* infinite variety.—Shakespeare

সেই জন্য শ্রীরাধা বলেন—

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু

না বুঝনু কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

কিন্তু প্রেমের নানা রঙ্গ—বিচিত্র বিভঙ্গ! আগামী অধ্যায়ে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিব।



তৃতীয় অধ্যায়

মান ও মানান্ত

মধুর-রসের প্রগতির পর্বের আলোচনায় অভিসারিণী শ্রীরাধার অনুসরণ করিয়া আমরা পূর্ব অধ্যায়ে পথের শত বিঘ্ন বাধা পার হইয়া সঙ্কেতিত কুঞ্জ-কুটীরে উপনীত হইয়াছিলাম—

সংকেত বেণু নাদে রাধা এল কুঞ্জদ্বারে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥

তারপর রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম ও সম্ভোগ অলক্ষ্যে থাকিয়া আমরা সখী-ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম—শ্রীকৃষ্ণ

রাত্রি দিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥

ঐ রভসে, ঐ ecstacy-তে নিত্য জোয়ার—ভাঁটা নাই, বিরাম নাই—উহা 'নবরে নব নিতুই নব' 'নৌ বো নৌ'—উহা 'তাজা বো তাজা'—fresher and fresher—অর্থাৎ, 'Nor custom stale her infinite variety.'

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর ॥
দুহুঁ দোঁহা বৈছন দারিদ হেম।
নিতি নব নৌতুন নিতি নব প্রেম ॥

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥

এইরূপ কুঞ্জ-ক্রীড়ায় কিছুদিন বেশ গেল, কিন্তু—'But the course of true love never runs smooth'—প্রেমতরঙ্গে নানা রঙ্গ—প্রেমের গতি কোন্‌দিন সরল রেখায় গিয়াছে?

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ
—শ্রীরূপ গোস্বামী

একদিন রাধিকা বাসকসজ্জা ক'রে নিশি জেগে বসিয়া আছেন—'শেজ বিছাইয়া ফুলে' এবং 'মন্দির করি আলা' অপেক্ষা করছেন—কৃষ্ণ এলেন না!

সখীরে! শ্যাম না এল!
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী অমনি গেল ॥
× × ×
গগনে গরজে ঘন নিশি আঁধিয়ারী।
কুঞ্জহিঁ শেজ রচয়ে বরনারী ॥
মীলব নাগর বর অভিলাষে।
অঙ্গহিঁ রচয়ে বিভূষণ বাসে ॥
তাম্বুল কর্পূর গন্ধ অপার।
মলয়জ চন্দন করু ফুলহার ॥
মনহিঁ মনোরথ কত অনুমান।
চিন্তয়ে কাহে না মিলল কান ॥

রাধা ভুলিয়া গেছেন—তিনি 'বহুবল্লভ কান'—
'তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি' (চরিতামৃত)।

—ভুলিয়া গেছেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'পুরুষ,' আর সবাই তাঁ'র 'প্রকৃতি'—তাই 'মহিলা-সহস্র-ভরিত' তাঁহার হৃদয়। সেই হেতু রাধার আক্ষেপ—

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ ডুরু ডুর দাদুরীর বোল
ঝিঝাঁ ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥

এদিকে

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম॥

তখন তারার আলো নিভে আসছে—পূর্বাকাশে অরুণ রাগ ফোট-ফোট হয়েছে—এমন সময় 'রজনী-জনিত গুরু জাগর-রাগে' কষায়িত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে উপনীত—

গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াল রাইএর আগে।

রজনী জনিত গুরু জাগর রাগ কষায়িতম্ অলসনিমেষম্।
বহতি নয়নম্ অনুরাগমিব স্ফুট মুদিতরসাভিনিবেশম্॥

—জয়দেব

রাধা বলিলেন—একি ?

নীলোৎপল মুখমণ্ডল, ঝামর কাহে ভেল।
মদন শরে তনু তাতল, জাগিয়ে নিশি গেল॥
নখে ক্ষত, ক্ষত ক্ষত বক্ষসি, দেওল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত, সিন্দুর অলকা পরি॥
নীলাম্বর পরিতোহিরিণী, পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সহ পরিবরতন, নন্দালয়ে ভরি॥
অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে, রদ-খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি-উত্তর দিতে পরাজয় শশিশেখরে॥

রাধা সখীকে বলিতেছেন—

সখি! শ্যাম নাগর দেখ।
রজনি জাগর অরুণ লোচন
হৃদয়ে নখর-রেখ॥
কটি আভরণ নীল বসন
আনহিঁ আনহিঁ বেশ।
বকুল মাল ভ্রমরি জাল
সৌরভে ভরল দেশ॥

অধর অরুণ অমিয়া ঝরণ
রসবতী রস লেল।
নয়ন কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর-বরণ ভেল॥

ওঃ বুঝেছি—

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, সারা নিশি পোহাইলে
প্রভাতে আসিলে কালা! দিতে প্রাণে যন্ত্রণা!

× × ×

হেদে হে নিলাজ বন্ধু লাজ নাহি বাসো।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইসো॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পাইয়াছিল লাগ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনি বিরহে তোমার আঁখি ছল ছল॥

× × ×

ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু! তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভা॥
খর নখ-দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥

নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনি॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥

ইহাকেই বলে 'খণ্ডিতা'। শ্রীকৃষ্ণ মানিনীর মান ভাঙাইতে কত সাধিলেন, কত কাঁদিলেন, কত 'protest' করিলেন—

সুন্দরি! কাহে কহসি কটু বাণী!
তোহার চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যায়ব আর?
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রীতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত?
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐ মত কত না 'চটুল চাটু পটু' বাক্য বলিলেন—
ইতি চটুল চাটু পটু চারু মুরবৈরিণঃ—(জয়দেব)
—বলিলেন,

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততম্ অনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়ম্ অতিযত্নম্॥—জয়দেব

সুরসিক একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ! ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়ন শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন মে ভবতি সুখজাতম্॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

—শেষে নিরুপায় হইয়া প্রথামত* রাধার চরণ ধরিলেন—

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবম্ উদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনারুণো
হরতু তদুপাহিত বিকারম্॥—জয়দেব

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥

* প্রথামত—কেন না, কবি কালিদাসের মুখে আমরা শুনিয়াছি-

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদ্ ইচ্ছামি কর্তুম্।
—মেঘদূত

নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণ যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥
মানিনি না হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি চলি যায়ত রাই।
বলরামদাস কানু মুখ চাই ॥

—কিন্তু এততেও মানিনীর সেই দুর্জ্জয় মান ভাঙিল না। রাধার সেই এক কথা—

যা তুহুঁ চন্দ্রাবলীর ধাম।
তোহে পুন না হেরব হাম ॥
—হরি হরি যাহি মাধব যাহি
কেশব! মা বদ কৈতব বাদম্।
তাম্ অনুসর সরসীরুহ-লোচন!
যা তব হরতি বিষাদম্ ॥—জয়দেব
মাধব! কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে ॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি ॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগধিনী-ঠাম ॥

এত কহুঁ গদ-গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস ॥

তখন—

এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত তব কান ॥

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা বলেন—'মান'।

স্বরূপ কহে, প্রেমবতীর এইত' স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য লেশে হয় ক্রোধ ভাব ॥—চরিতামৃত

মান কি? মান Spiritual Jealousy—ভক্তের সময় সময় মনে হয়,—'আমার এত ভক্তি, তবু আমার দুর্গতি; ভগবান্ অপরের প্রতি সদয়, তা'র এত অভ্যুদয়! তিনি তা'র প্রতি প্রসন্ন—আমার উপর বিষণ্ণ,—God favours another and neglects me! এই 'feeling of being neglected breeds temporary repulsion', কিন্তু হৃদয়ের সে প্রত্যাখ্যান অচিরস্থায়ী। যে একবার তাঁ'র স্পর্শ লাভ করিয়াছে, সে কতদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? আবার তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—আবার কাতর হইয়া তাঁহাকে চায়! রাধার কাহিনীতে আমরা এই গভীর আধ্যাত্মিক সত্যেরই সাক্ষাৎ পাই; কারণ, দেখি দুই চারি দিন রাধার মানের বন্যা বেশ উজান বহিয়াছিল—তিনি পণ করিলেন 'কালো আর দেখিব না'—এমন কি 'কালো সখী যে যে আছে, আসে না আমার কাছে'—নীল আকাশে আর দৃষ্টি দেন না—পাছে নীলমণিকে মনে পড়ে—মেঘ উঠিলে ঝরকা বন্ধ করিয়া দেন—পাছে সেই 'নূতন-জলধররুচি'-কে স্মরণে জাগে—কিন্তু কয়দিন?—ইহার পরই 'বিপ্রলম্ভ'।

আমরা বলিলাম—'দুই চারিদিন'। কিন্তু পদকর্তা গোবিন্দ দাস রাধাকে ঐটুকুও credit দিতে রাজি নহেন। তিনি বলেন—

যব শুনে শ্যামরায় করল পয়ান।
এমনি উঠিল ধনি বলি 'শ্যাম শ্যাম'॥
সখীরে পুছয়ে তবে কাঁহা মঝু নাহ।
কহইতে বাড়য়ে বিরহক দাহ॥

রাধা বলিতেছেন—

যাকর চরণ- নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত শত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম!
সজনি! কি পুছসি হামারি অভাগি?
ব্রজকুল নন্দন চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি॥—গোবিন্দদাস

× × ×

পরিহরি সো গুণ-রতন নিধান।
যতনহি যো হাম রাখলুঁ মান॥
সো অব কাল অনল সম হোয়।
দগধই নিরস দারু হিয়া মোয়॥
এ সখি! যতহুঁ মিনতি পহুঁ কৈল।
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল॥
জানলুঁ দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর তাপ না মীটই কোয়॥

× × ×

সজনি ! কাহে মোহে দুরমতি ভেল ।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥
গিরিধর-নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি ।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি ?
× × ×
এ সখি ! কিয়ে করব পরকার ।
সোঙরিতে নিকসয়ে জীবন হামার ॥
হামার বচন দঢ় কণ্টকে জারি ।
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি ॥
মুঞি অতি পাপিনী কলহে বিরাজ ।
জানি মোহে তেজল নাগররাজ ॥
দারুণ প্রাণ রহু কণ্ঠহি লাগি ।
বুঝলুঁ এহ মঝু করম অভাগী ॥

রাধা আবার বলিতেছেন—

দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান ।
বিচ্ছেদে জ্বলিছে প্রাণ, সখি ! তারে ডেকে আন ॥

দেখ—

যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি ।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি ॥

সীদতি সখি! মম হৃদয়ম্ অধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরম্॥—জয়দেব

কাজেই—

টূটল মান, ভেল বিরহ তরঙ্গ।
গৃহমাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ॥

রাধা সখীকে বলিলেন—বিরহ-তরঙ্গ আর আমার সহ্য হয় না—ইচ্ছা করে নিজেই উপযাচিকা হইয়া যাই—কিন্তু ভয় হয়—

চলইতে চাহি তাঁহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ তরঙ্গ॥

সখীদের মধ্যে যে সুচতুরা সেই যাক—

সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মধু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়াপায়ে সোঁপলু পরাণ॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥

লীলার সঙ্গিনী সহচরী বাহির হইলেন—কৃষ্ণকে আনিতে—

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী করল পয়ানি॥

× × ×

কুঞ্জর জিতি গতি মন্থর গমন করত নারী।
বংশীবট যাবটতট বনহি বন নেহারি॥
দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।

জন্থ আন কাজে চলত বর রঙ্গিণী
ডাহিন বামে নাহি চায় ॥

সখীকে দূর হইতে দেখে কৃষ্ণ ভাবছেন—

কিয়ে অতি সদয় হৃদয় ইহ মঝুপর
সহচরী ভেজল রাই ?
কিয়ে আন কাজে চলত বর রঙ্গিণী
কারণ পুছই বোলাই ॥

দূতী সহজে ধরা দেন না—

হেরইতে নাগর আয়লি তাঁহি।
কি করহ এ সখি! আয়লি কাহি ॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম ॥

দূতী কৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন—করিবারই কথা!

মাধব! নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর ॥
সো বর নাগরী সহজেই সুন্দরি
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা ॥
তুহুঁ অতি লম্পট কয়লহি বিপরীত
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমি চরণ পরে ডারলি
কৈছে মিলায়ব আনি ॥

বন্ধু ! ধিক্ তোমার রুচি !

শুন শুন মাধব ! নিরদয়-দেহ ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি স্নেহ ॥

কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত বাত ।
যামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥

কপট নেহ করি রাইক পাশ ।
আন রমণি সঞে করহ বিলাস ॥

কো কহে রসিক-শেখর বর-কান ।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন ॥

মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ ।
সুধা সিন্ধু তেজি খারে পিয়াস ॥

আর রাধার সহিত পুনর্মিলন ? এ সম্পর্কে সখী অনেক হেরফের ক'রে শেষে বলিলেন—

দূতী কহত তুয়া কৈছন পীরিতি
রীতি বুঝই না পারি ।

সো যদি মান- ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আওলি ছোড়ি ?

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব হ'তেই অবস্থা হয়েছিল—একবার ডাকের অপেক্ষা—যেন 'সেধো ! খাবি—না, হাত ধোবো কোথা ?' এখন,

দূতীক বচন শুনি অবনত বদনে
আওল মানিনী পাশে ।

দুটি চরণ তবে ধরি পুনঃ দুই করে
মাধব আঁখিনীরে ভাসে ॥*

ভগবানের ইহাই ত' স্বভাব ; তিনি ভক্তের সত্য সখা, নিত্য সখা—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—ডাকিলেই আসেন ! Lo ! I knock at the door and stand—নিজেকে force করেন না—বলাৎকারে প্রবেশ করেন না। 'মনোদ্বার-ভঞ্জন' নিজেকেই করিতে হয়—অর্থাৎ, Open the shutters of the soul and then the Divine Presence will enter in। কি সুলভ উপায় !—কেবল ডাকের অপেক্ষা !

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি ॥
অভিমান দূর করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আঁধার ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কিবা জানিবে মরম ॥

পদকর্তা যদুনন্দন বলেন—

যাহাঁ বসি রাধিকা সুন্দরী।
সমুখে কহয়ে কর যোড়ি ॥

---

* শুকদেব এই সব দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা ত' আর কিছু নয়—কামিনাং দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতা। তাই নাকি ? সর্বজ্ঞ হইলে কি হয়—শুকদেব যে আজন্ম ব্রহ্মচারী।

ক্ষেম ধনি ! মঝু অপরাধ।
হেন প্রেমে না করহ বাদ ॥
হাম তুয়া অনুগত কান।
কাহে করসি মোহে মান ॥
এত কহি চরণে ধরিয়া।
সাধয়ে অবনী লোটাইয়া ॥
কাতর দেখিয়া ধনি রাই।
করে কর ধরে মুখ চাই ॥
দূরে গেল মানিনী মান।
এ যদুনন্দন গুণ গান ॥

বৈষ্ণবেরা ইহাকেই বলেন 'কলহান্তরিতা' (Reconciliation) ; নরোত্তম দাস ভাবনেত্রে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান ভেল রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমলকরে মোছই লোর ॥

তখন—

নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥

কলহান্তরিতার অনেক মনোহর পদ আছে—একটি উদ্ধৃত করি।

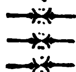
ছি ! ছি ! কি ছার দারুণ মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম ॥

কি জানি কি ক্ষণে কুমতি হওল,
গরলে ভরিয়া গেলাম।
তোমা হেন নিধি, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মলাম ॥
সখি, জুড়াইল মোর হিয়া!
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া ॥
নিজ সুখ রসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ!
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠিছে দুখ ॥

ভক্ত উদ্ধবদাসের একটি পদ শুনুন—

দূরে গেল মানিনী মান।
রাইক কোরে মগন ভেল কান ॥
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতিভীত।
নাগর নাগরী চমকিত চিত ॥
শ্যাম করে ধরি ধনি কহে মৃদু বোল।
নিজ গৃহ চল অব নহ উতরোল ॥
রসিকশেখর তুহুঁ বিদগধ কান।
হাম অবলা গুণহীন মতি বাম ॥
কঠিন বচন হাম যে কহলুঁ তোয়।
ইথে কিছু অপরাধ না লহবি মোয় ॥
ঐছন রসময় দুহুঁক চরিত।
উদ্ধবদাস হেরি হরষিত চিত ॥

খণ্ডিতার মান ও কলহান্তরিতার প্রেম-বৈচিত্র্যের কথা এখানেই সাঙ্গ করি। পরবর্তী অধ্যায়ে মাথুরের কথা বলিব।



চতুর্থ অধ্যায়

মাথুর

মধুর ভজনের প্রগতির অনুসরণ করিতে, তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দুর্জয় মানের দুর্যোগে পড়িয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সে 'ভরা বাদর' কাটাইতে পারিয়াছি—দেখিয়াছি—'বরষিল মেঘদল, ধরিণী ভেল শীতল' —দেখিয়াছি শ্রীরাধার মানান্তে বৃন্দাবনে আবার মিলন-কৌমুদীর উদয় হইয়াছে। দেখিয়াছি—

দূরে গেল মানিনী মান।
রাইক কোরে মগন ভেল কান॥

দেখিয়াছি—

নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তমদাস॥

কিন্তু এত সুখ বিধাতার অসহ্য হইল—ক্রূর অক্রূর আসিয়া কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল—বৃন্দাবন বিরহের তপ্তশ্বাসে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইহাই বৈষ্ণবদিগের 'মাথুর'—বড়ই করুণ, অতিশয় মর্মস্পর্শী!

তুহুঁ রহলি মধুপুর!
ব্রজ কুল আকুল দু-কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥

কৃষ্ণের সঙ্গে কংস-সভায় পিতা নন্দ ও শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখা-বৃন্দ গিয়াছিলেন—তাঁহারা জানিতেন না, কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ আর গোকুলে ফিরিবেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিলেন—'ব্রজের খেলা

সাঙ্গ হ'ল, তাই এসেছি মথুরায়,' তখন তাঁহাদের কি দশা ঘটিল? ইহাকেই বলে 'নন্দ-বিদায়'—বড়ই করুণার দৃশ্য! লোচনদাস 'দুর্লভ-সারে' এ দৃশ্য অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিরস-বদন কৃষ্ণ ছল ছল আঁখি।
নন্দ হেন পিতা আমি কেমনে উপেখি॥
শুন প্রাণ বলরাম দাদা মহাশয়।
কেমনে বা জীব নন্দ যশোমতী মায়॥
কেমনে বা জীব মা রোহিণী আমার।
শ্রীদাম সুদাম আদি সংহতি ছাওয়াল॥
শামলী ধবলী বলি না ডাকিব আর।
যমুনা পুলিন বনে না খেলিব আর॥
কালিন্দী কদম্বতরু বৃন্দাবন বনে।
গোপগোপীগণে আমি ছাড়িব কেমনে॥

শ্রীকৃষ্ণ বিদায়ের কথা নিজমুখে বলিতে পারিলেন না—বসুদেব তুতিয়া পাতিয়া নন্দকে বলিলেন—

তোমার ঘরে দুই ভাই ছিলা এতদিন।
লালিলে পালিলে তুমি—আমি ভাগ্যহীন॥
কাতর হইয়া কহি—কহিতে ডরাই।
দিন কত থাকুক এথা, যদি আজ্ঞা পাই॥

× × ×

এ বোল শুনিয়া নন্দ হরিলা চেতন।
ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন॥

স্তম্ভিত হইল অঙ্গ অনিমেষ আঁখি।
পরাণ ছাড়িল যেন দেহ হেন দেখি ॥
চেতন পাইয়া 'রাম কৃষ্ণ' বলি ডাকে।
ঘর যাব আইস বাছা চুম্ব দেহ মুখে ॥
× × ×
এ বোল বলিয়া নন্দ মূর্ছিত হইল।
কৃষ্ণগত-চিত্ত নন্দের সমাধি লাগিল ॥
প্রেমায় বিহ্বল, কৃষ্ণ যেন আছে বুকে।
কৃষ্ণে কোলে করি, নন্দ চুম্ব দিছে মুখে ॥
কথো দূর গিয়া পুনঃ সচকিত চিতে।
চারি পাশে চায় কৃষ্ণ না পায় দেখিতে ॥
না যাইব ঘরে, কেহ জ্বালহ আগুনি।
পুড়িয়া মরিব—যুক্তি এই ভাল মানি ॥
× × ×
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে যায় ধীরে ধীরে।
নিকট হইল দেখি গোকুল নগরে ॥
কৃষ্ণ বলরাম আইলা উঠিল এ ধ্বনি।
আনন্দে ধাইয়া আইল যশোদা রোহিণী ॥
যশোদা দেখিয়া নন্দ মূর্ছিত হইয়া।
শকট হইতে পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥

তখন যশোমতীর কি দশা হইল ?

যশোদা দেখিয়া লোক, চমকিত চায়।
কৃষ্ণ বলরাম দুই দেখিতে না পায় ॥
নন্দেরে বলয়ে, কৃষ্ণ বলরাম কোথা ?
বজর পড়িল মোর বাসি (?) মোর মাথা ॥

মূর্ছিত হইয়া পড়ে আউদড় চুলী।
ভূমে গড়াগড়ি বুলে উন্মত্ত পাগলী ।।
'আমারে ছাড়িয়া বাছা কেনে বা থাকিবে।
মা বলিয়া আর তুমি মোরে না ডাকিবে ॥
সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব ।
আজি হৈতে শূন্য হইল কালিন্দী কদম্ব ।।
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা, তোমা বই নহি মোরা।।
কে মোর কাড়িয়া নিল আঁখির পুতলী।
অন্ধকার দশদিক্ শূন্য যে সকলি ।।'

শুধু নন্দ যশোদা কেন ?

বৃন্দাবনে তরুলতা
কিছু নাহি তার কথা
দাবাগ্নি পুড়িল যেন বনে।
যত বৃন্দাবনবাসী
সবে হৈল নৈরাশী
সবে পুড়ে মনের আগুনে ॥

কৃষ্ণের বিরহে সবার চিত্ত উতরোল।
সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণ-গুণে ভোর ॥
গিলিলেক সব দেহ বিরহ-বেয়াধি।
আঁখে বুকে চিত্তে মুখে লাগিল সমাধি।।

—এমনই তদ্গততা, এতই তন্ময়তা! পদকর্তা এ ছবি অমর তুলিতে আঁকিয়াছেন—

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠই
সাহসে চলই না পার।

সখাগণ বেনু ধেণু সব বিসরল
রোই ফিরে নগর বাজার ॥

আর শ্রীরাধা? শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে তাঁ'র কি দশা—'মাথুর'-লীলা সম্পর্কে তাঁ'র কি বিক্রিয়া (reaction)?

বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব
দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনাজল অবহুঁ অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ইহা পরের মুখের কথা—তাঁহার নিজের কথা শুনুন—

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥
কোকিল কল, কুর্বতি কিল,
অলি ঝঙ্কারে কুসুমে।
হরি লালসে প্রাণ তেজব
পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠত
(বলে) গাও গাও হরিলীলা।
ঐছন বাণী, শুনি তৈখনে
বিরহিণী মোহ গেলা ॥
ললিতা কোলে করি বৈঠত
বিশাখা ধরু লোটায়ে।
শশিশেখর দেখিয়া তাহা
যাওত জিউ ফাটিয়ে ॥

তিনি সখীদের সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন—

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ?—জ্ঞানদাস

সখী কি বলিবেন ? নিরুত্তর থাকেন—

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥
আন করল চিতে বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
নখর খোয়াইনু ক্ষিতিতলে লেখি।
নয়ন আঁধুয়া ভেল পিয়া পথ পেখি ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ-সমাপন প্রেম-বিথারি ॥

আলংকারিকেরা বলেন—বিরহের দশ দশা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্‌বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি

'চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্‌বেগ, তনুতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—বিরহের এই দশ দশা।'* পাঠক লক্ষ্য

এই দশ দশা যে কবিকল্পনা নয়, তাহা চৈতন্য-লীলায় আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা প্রভুর শরীরে উদয়।
—চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৪

করিবেন—প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ (external) এবং শেষ পাঁচটি অন্তরঙ্গ (internal)। বৈষ্ণব পরিভাষায় এই অন্তরঙ্গ দশা-পঞ্চকের নাম 'অধিরূঢ়' মহাভাব। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল নীলমণি-কিরণে' লিখিয়াছেন—

'অধিরূঢ়' মহাভাবের মোহন ও মাদন এই দ্বিবিধ ভেদ! মোহনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং (অর্থাৎ, বিরহের অবস্থায়) মাদনো ভবেৎ × × প্রায়শো বৃন্দাবনৈশ্বর্যাং মাদনোঽয়ং উদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ—যত্র উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদয়ো প্রেমময্য অবস্থাঃ সন্তি। × × এষ মাদনঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়াম্‌ এব নান্যত্র।

বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীরাধার বিরহের এই দশ দশা বর্ণনা করিয়া, অনেকানেক সুন্দর মধুর পদ রচনা করিয়াছেন—এখানে তাহার দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করিব।

কাহে সই জীবত মরত কি বিধান।
ব্রজকি কিশোর সই ছাড়ি গেল ভাগই
ব্রজবধূ টুটায়ল পরাণ॥
আগে না বুঝনু রূপ দেখি ভুলনু
হৃদে বৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল॥
কিবা কাননবল্লরী গল বেড়ি বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ॥

× × ×

মরিব মরিব সখি! নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥
পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

সখি! যখন মরব—নিশ্চয়ই ত' মরব—
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
—তমালস্য স্কন্ধে সখি! ললিতদোর্বল্লরিরিয়ম্
যথা বৃন্দারণ্যে চিরম্ অবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ।

—বিদগ্ধ মাধব

'মৃত্যুর পর আমার বাহুলতা তমাল তরুশাখায় এমনভাবে বন্ধন করিয়া রাখিও, যেন এই দেহ চিরদিন বৃন্দারণ্যে অটলভাবে অধিষ্ঠিত থাকে।'

কেন ?

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে—একদিন না·একদিন আসিবেই আসিবে—এত প্রেম-আশা, প্রাণের পিয়াসা কখনই ভুলিতে পারিবে না—তাই বলি—

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥

কি fine touch! কি কবিতা ও ভাবুকতা! স্যাফো হইতে সুইনবার্ণ পর্যন্ত অনেকেই ত' প্রেমের গান গাহিয়াছেন—এমন সুর কাহারও কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়াছে কি ?

ক্রমে শ্রীরাধা নবমী দশায় উপনীত হইলেন—ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা—মুখের বুলি—

ক্ব নন্দকুল-চন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালংকৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি! জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিক্ বিধিম্॥

নিরন্তর বিরহের হা-হুতাশ—

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
হা! হন্ত, হা! হন্ত কথং নয়ামি॥—কর্ণামৃত

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা! হা! কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা বলেন 'দিব্যোন্মাদ'—

ধনি ভেল মুরছিত হরিল গেয়ান।
দশনে দশন লাগি মুদল নয়ান॥

সখীরা কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন—

শ্যাম নামে চেতন পাই চারিদিকে চায়।
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়॥
তমালে দেখিয়া ধনি হইলা বিভোর।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া তমালে দিল কোর॥

এই বিরহকে খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা 'Dark night of the soul' বলেন। সে অবস্থায় প্রেয়সীর মনে হয় প্রিয়তম তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন—'the anguish of the lover who has suddenly lost the Beloved'। এইজন্য বিরহের নাম 'Divine Absence'—'the ecstasy of deprivation'—Teressa যাহাকে 'Pain of God' বলিয়াছেন। তখন ভক্ত প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট রিক্ততা অনুভব করে—'a profound emptiness, a period of destitution'। সে অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের কাতরোক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়—'Father ! Father ! Why hast Thou forsaken me ?' বসন্ত-পূর্ণিমার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ উপভোগের পর অমানিশার ঘনান্ধকারের অনুভূতির ন্যায় সঙ্গমের পর এই বিরহ !

Thou didst begin, oh my God, to withdraw Thyself from me; and the pain of Thy absence was the more bitter to me, because Thy presence had been so sweet to me, Thy love so strong in me.

—Madame Guyon.

ভক্ত মিলনের প্রথমোচ্ছ্বাসে মনে করে চিরদিন বুঝি ঐ ভাবেই যাইবে, কিন্তু সে মরীচিকার অচিরেই অবসান হয়।

The soul believes that this temporary (fleeting) union will prove a perdurable consciousness of the Divine. Blind fool! The 'Night of the Soul' is yet to come.—Underhill.

(In সঙ্গম), when 'basking in the sunbeams of the uncreated Light,' he forgets that he has not yet reached the 'Perfect Land'—is yet far removed from the true end of Being. So the Light withdraws itself and the 'Dark night of the Soul' sets in.—Ibid. p. 287.

মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে সঙ্গমের পর বিরহ (the great swing-back into darkness) কেন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝা যায়। কারণ, 'affirmation has to be paid for by negation' —যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ। অতএব সঙ্গমের pleasure-affirmation স্বতঃই বিলুপ্ত হয় এবং বিরহের pain-negation তাহার স্থান অধিকার করে। This 'Divine negation' the self must probe, combat and resolve.

বিরহের সময় মনে হয়, বুঝি এ কালরাত্রির আর অবসান হইবে না—বুঝি নষ্টচন্দ্র আর হৃদয়াকাশে সমুদিত হইবে না।

'The greatest affliction of the sorrowful soul in this state,' says St. John of the Cross, 'is the thought that God has abandoned it, of which it has no doubt, —is the sense of being without God.'

বিরহে ভক্ত ভগবান্‌কে অন্বেষণ করে কিন্তু তাঁহার পদচিহ্ন খুঁজিয়া পায় না—

She seeks God and cannot find the least marks or footsteps of His presence.

God having shown Himself has now deliberately withdrawn His presence, never perhaps to manifest Himself again. 'He acts', says Eckhart, 'as if there were a wall erected between Himself and us.'

তখন কি মনে হয় ?

With Thee, a prison would be a rose garden, oh Thou, Ravisher of Hearts. With Thee, hell would be paradise, oh Thou, Cheerer of souls.—মৌলানা রুমি

রাধার প্রধানা সখী বৃন্দা দেখিলেন, শ্রীরাধিকার বিরহের ঐরূপ দশম দশা উপস্থিত—মৃত্যু অতি নিকট। এই মৃত্যুই বিরহের চরম দশা। খৃষ্টান্ মিষ্টিকেরা ইহাকে "mystic death" বলেন। মাদাম্ গাইয়ন্ নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

The nearer the soul drew to the state of death, the more her desolations were long and weary, her weaknesses increased, and also her joys became shorter, but purer and more intimate, until the time in which she fell into total privation.

আরাধিকা সেণ্ট্ টেরেসা এইরূপে আত্মবিরহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—

The pain grows to such a degree of intensity that in spite of oneself one cries aloud. Moreover, the intense and painful concentration upon the Divine Absence, which takes place in this 'dark rapture', induces all the psycho-physical marks of ecstasy. Although this ecstasy lasts but a short time, the bones of the body seem to be disjointed by it. The pulse is as feeble as if one were at the point of death * * she is no longer the mistress of her reason * * she burns with a consuming thirst and cannot drink at the well which she desires.

এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নহে, চৈতন্যদেবের বিরহদশার বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয়।

প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমূলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্‌গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥
× × ×
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥

প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥

রাজকবি টেনিসন্ তাঁহার বিখ্যাত 'Lady of Shalott' কবিতায় বিরহিণীর দশম দশা—মৃত্যুর বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা মনোহারিণী বটে, কিন্তু রাধিকার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

Down she came and found a boat
Beneath a willow left afloat,
And round about the prow she wrote
'The Lady of Shalott.'
And at the closing of the day
She loosed the chain, and down she lay,
The broad stream bore her far away,
The Lady of Shalott.
Heard a carol, mournful, holy,
Chanted loudly, chanted lowly,
Till her blood was frozen slowly,
And her eyes were darkened wholly,
Turned to towered Camelot.
For ere she reached upon the tide
The first house by the water-side,
Singing in her song she died,
The Lady of Shalott.

বিরহের উপযোগিতা কি ? কেন ভগবান্ ভক্তকে বিরহানলে দগ্ধ করেন ? বিরহের তাপে স্বর্ণের শ্যামিকা ক্ষালিত হইয়া, বিশুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে বলিয়া। তত্ত্বদর্শী কবীর ঠিকই বলিয়াছেন—

বিরহ-অগিন অন্দর জারে ।
তব পাওয়ে পদ পূরে ॥

In the dark night of the Soul comes Krishna to Radha.—Vaswani

উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম ।
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥

—চরিতামৃত

খৃষ্টীয় মিষ্টিক্‌দেরও ঐ কথা—

'In the midst of a psychic storm (বিরহ), mercenary love is for ever dis-established and the new state of pure love (অকৈতব প্রেম) is abruptly established in its place. With mystics, the Dark Night is all directed towards the essential mystic act of utter self-surrender, that 'fiat voluntas tua' which marks the death of selfhood in the interests of a new and deeper life—a complete self-naughting, an utter acquiescense in the large and hidden purposes of the Divine Will.

—Underhill's Mysticism.

এ সম্পর্কে আরাধিকা সেণ্ট্ ক্যাথারিনের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে।

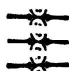
'In order to raise the soul from imperfection,' said the Voice of God to St. Catherine, 'I withdraw myself

from her sentiment—which I do in order to humiliate her, and to cause her to seek Me in truth. * * Though she perceives that I have withdrawn myself, she awaits with lovely faith the coming of the Holy Spirit, that is, of Me, who am the Fire of Love.'

—ভগবদ্-বিরহ এমনই চমৎকারী! এইজন্য 'সঙ্গম ভাল কি বিরহ ভাল?' ইহার উত্তরে কবি বলিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গম স্তস্যাঃ।

কিন্তু বিরহের হা-হুতাশেই প্রেমলীলার পর্যবসান নয়—মাথুরের পরই পুনর্মিলন। আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।



পঞ্চম অধ্যায়

মাথুরের পর মিলন

পূর্বাধ্যায়ে আমরা 'মাথুরের' কথা বলিয়াছি। ক্রূর অক্রূর কংস-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলে ব্রজবাসী কিরূপে বিরহের অগ্নিতে জর্জ্জরিত হইয়াছিল—কিরূপে 'যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠল,' সখাগণ কিরূপে 'ধেনু বেণু' বিস্মৃত হইয়াছিল—বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধা কিরূপে বিরহের দশ দশায় 'বিয়াকুল' হইয়াছিলেন—ঐ অধ্যায়ে আমরা তাহার কিছু কিছু আস্বাদন করিয়াছি।

মাধব! ঘোরবিয়োগ-তমসি নি-পপাত রাধা।
বিধুর মলিন মূর্তিরধিকম্ অধিরূঢ় অতি-বাধা॥

তাঁহার আর্তি—তাঁহার বেদনা—তাঁহার রোদন—তাঁহার হা-হুতাশ—নবম দশায় তাঁহার ঘন ঘন মূর্ছা—এ সকল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিরহের শেষ দশা মৃত্যু। রাধার এখন সেই দশা উপস্থিত—যখন মৃত্যু অতি সন্নিকট। বৃন্দা যখন দেখিলেন শ্রীরাধার দশম দশা, তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং, অহং গচ্ছামি মথুরায়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি ঘরে ঘরে যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা॥

পথে মথুরাবাসিনী এক রমণীর সঙ্গে বৃন্দার দেখা হইল। বৃন্দা বলিলেন—'শ্যাম শুক-পাখীর সন্ধান দিতে পার?' শ্যাম শুক-পাখী?

শ্যাম শুক-পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধ'রে॥

মথুরাবাসিনী এ হেঁয়ালী কি বুঝিবে, নিরুত্তর রহিল। বৃন্দা তখন—

মথুরাবাসিনী এক রমণী তা'কর দূতী পুছে।
(বল) নন্দজাত কৃষ্ণখ্যাত কাহার ভবনে আছে?

নন্দনন্দন কৃষ্ণ? আমরা জানি গোপিকা সেই নন্দনন্দনকেই চিনে—অপরকে নয়।

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥—চরিতামৃত

কিন্তু, সেই মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী হ'লেও ত' শ্যামবিলাসিনী নয়—সে বসুদেবসুতকে চিনে, গোপিকানন্দনের ধার ধারে না।

শুনি সো ধনী কহয়ে বাণী সো কাঁহা হিঁয়া আওব?

হাঁ, আমাদের যিনি রাজা, তাঁ'র নামও কৃষ্ণ বটে, কিন্তু তিনি ত'—

বসুদেব-সুত কৃষ্ণখ্যাত কংস-রিপু মাধব॥

দূতী বলিল—হাঁ হাঁ শুনেছি বটে, মথুরায় এসে আমাদের সেই নটবর কানাই রাজা সেজে বসেছে—

সোই সোই কই কই, দরশনে মম আসা
—হাঁ হাঁ সেই বটে—তা'কে দর্শন করিতেই আসা।

'শ্যাম শুক-পাখী'র কথা শুনে সে বৃন্দাকে ভেবেছিল—'demented woman'—এখন একটু pity ক'রে বললে—

মধুপুর নাগরী হাসি কহত ফিরি
গোকুল গোপ গোঁয়ারী।
সপ্তম দ্বার পরে রাজা বৈঠত
তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী ?

কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়ে বসেছেন—দ্বারে দ্বারপাল—সহজে কি প্রবেশ করা যায় ? দ্বারী রুখলে—but বৃন্দা is not the person to take a refusal—প্রত্যাখ্যান মানিবার পাত্রীই নয়—এ সেই বৃন্দা—যা'র নামে বৃন্দাবন—বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তদ্ধি বৃন্দাবনং স্মৃতম্।

মহা বচসা বাধিয়ে দিলে—দ্বারী ত' চৌবে—রেগে হয়ত' দু-এক ঘা দিয়েই ছিল—তখন

হাহা বর নাগর গোপী জীবনধন
দূতী ডাকত উভরায়ে।
হৃদয়নাথ বাত শুনি কাতর
তৈখনে দূতীক পাশ আওয়ে ॥

—গোলযোগ শুনে কৃষ্ণ দেখিতে এলেন। এই সুযোগে দূতী রাজ সভায় প্রবেশ করলেন—কৃষ্ণ হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না—

কাঙালিনি! তুমি কে বট হে ?
তোমায় চেন চেন চেন করি।
ঘর মথুরা কি ব্রজপুরী ?

দূতীর এইবার ধৈর্যচ্যুতি হইল—হইবারই কথা—বলিলেন,

বলি ও কুবুজার বন্ধু !
পাসরেছ রাই মুখ-ইন্দু ॥

ওহে ও পাগধারী !
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে ॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লিখি ॥

—ভক্তেরা 'ইসাদিকৃত্য' ক'রে খাতক শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে বৃন্দাবনে যে দাসখত লিখাইয়াছিলেন—এ সেই খত ! অর্থাৎ, অহং ভক্তপরাধীনঃ হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ !

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া !
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
× × ×
বহু দুখে আমি এসেছি মথুরা
ভ্রমিব সবার ঘরে।
সব রমণীকে কব তোর কথা
দেখি কে পীরিতি করে ॥

এই **threat**-এ কৃষ্ণের ভয় হ'ল কিনা জানিনা—বোধ হয়, না। কারণ, জগতের ইতিহাসে এত বড় **Lady-killer** (রমণীমোহন) আর হয় নাই। চণ্ডীদাস ঠিক্ বলেছেন—

যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতিধরম কৈছে রয় ?

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

কিন্তু তিনি ভক্তের আর্তি সহিতে পারেন না—

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥

সেই জন্য দেখি, 'সুরনররিপু হিরণ্যকশিপু' হরিভক্ত পুত্রকে বিনাশের জন্য নাগপাশে বাঁধিয়া তাহার বক্ষে পাষাণের স্তূপ চাপাইয়া দিলে, ভগবান্ সেই স্তূপ নিজে বহন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের উক্তি—

আহা বড় ব্যথা লেগেছে করে হে
জীবের ব্যথাহারী হরি!
ফেলে দাও পর্বতের চূড়া!

ঐ দেখ—

আঁকা বাঁকা চূড়া শিলায় লেগে।
বাঁকা চূড়া আরও গেছে গো বেঁকে॥
আহা! বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝুরে বিশাল উরস মাঝে।
বদন-ইন্দু যেন মেঘে ঢাকা।
বেঁকে গেছে চূড়ার শিখি-পাখা॥
হরি! কাজ নাই আর গিরি ধ'রে।
ফেলে দাও হে ত্বরা করে॥

আরও দেখি, দুর্মতি দুঃশাসন কুরুসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে গেলে, দ্রৌপদী যেমন বসন ছে'ড়ে দুই হাত তুলে যুক্তকরে আর্তস্বরে তাঁহাকে ডাকিলেন—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় !
বিপদার্ণবমগ্নাং মাম্ উদ্ধরস্ব জনার্দন !

—অমনি ভগবান্ বসনরূপে তাঁহাকে বেষ্টন ক'রে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করিলেন—তিনি এমনই আর্তি-হরণ ! তা'ই দূতী যখন ব্রজপুরীর দশা বর্ণন করিলেন—

তুহুঁ রহলি মধুপুর ।
ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥

—বিশেষতঃ তাঁহার বিরহে রাধিকার দশম দশার বর্ণনা করিলেন—

কুর্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল কলনাদম্ ।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদম্ ॥
মাধব ! ঘোর বিয়োগতমসি নি-পপাত রাধা ।
বিধুর মলিন মূর্তিরধিকম্ অধিরূঢ় অতি-বাধা ॥

তখন—

নাগরী শেষ- দশা শুনি মাধব
ছল ছল লোচন পানী ।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন,
বয়ানে না নিকসয়ে বাণী ॥

অবশেষে বলিলেন—

রাই বচন শুনি কাতর পরাণ মোর
সোহি মুখ হিয়া মাঝে জাগে ।
দুই এক দিবসে হাম ব্রজে যাওব
কহবি রাইকো আগে ॥

পদকর্তা গোবিন্দদাস ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করিয়াছেন—

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক হইল মূঢ়া,
অবসর নাহি বাঁশী লতে।
নূপুর বিহনে পায়, অমনি চলিয়া যায়,
পীতধড়া পরিতে পরিতে॥
ননী জিনি সুকোমল, দুখানি চরণ তল,
কোথা পড়ে নাহিক ঠাওর।
দয়া করি চাতকীর, পিপাসা করিতে দূর,
ধায় যেন নব জলধর॥
সেই সে রাধার ধাম, আসি উপনীত শ্যাম,
বিরহিণী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দদাস কয়, মৃত তরু মুঞ্জরয়,
বসন্ত ঋতু পরকাশে॥

শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলে চণ্ডীদাস রাধার মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেশ একটু মধুর ভর্ৎসনা করেছেন—ঐ পদটি classical—

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥
এসব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পেলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥

পাঠক দুইটি ছত্র লক্ষ্য করিলেন কি?

এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥

কি fine touch! কবিরাজরাজ ভবভূতি লিখিয়াছেন—

অপি গ্রাবা রোদিতি অপি স্ফুটতি বজ্রস্য হৃদয়ম্—'পাষাণ রোদন করে, ফুটে বুঝি বজ্রের হৃদয়!' চণ্ডীদাসের ঐ touch আরও মনোহারী।

এইবার রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন হইল।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

কবি বিদ্যাপতির বর্ণনা শুনুন—

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম-মধু-মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতিগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটরঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

এ প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর নরোত্তম ঠাকুরের একটি পদ আস্বাদনীয়-

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধি-ধনী ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।

আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ,
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু ॥

এই মিলনকে খৃষ্টীয় Mysticism-এ 'Orison of union' বলা হয়—তখন

Our satisfaction lies in submission to the Divine Embrace.—Ruysbroeck.

ঐ মিলনে কি আনন্দ! কি 'Perfiniteness of joy'! ঐ আনন্দ 'অতিম্নীম্ আনন্দস্য'—'আনন্দং নন্দনাতীতম্'। তখন 'fly, run and rejoice'. (A. Kempis)। তখন

'The soul swims in the sea of joy'—Underhill, p. 523

শ্রীরাধা ঐ আনন্দসিন্ধু মাঝে অবগাহন করিতে রহুন—আসুন আমরা অলক্ষ্যে থাকিয়া দর্শন করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

মহা-মিলন

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা মাথুরের বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আমরা দেখিয়াছি, শ্রীরাধা অমৃতসাগরে সিনান করিতেছেন, আনন্দসিন্ধুর মধ্যে অবগাহন করিয়া 'Perfiniteness of joy', 'অতিসীম্ আনন্দস্য' অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এ মিলন কি চিরস্থায়ী? তাহা ত' নয়—ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনের জন্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় নূতন রাজপুরী স্থাপন করিবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য নিনাদ করিয়া 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'-রূপে দর্শন দিবেন—

নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে
সাধেন অম্লান মুখে ক্ষত্রিয় বিনাশ

—প্রভাসে ভূভার হরণের জন্য ধ্বংসলীলার অভিনয় করিবেন—

কেমনে নিবারি—কেন নিবারিব আমি?
নহি যাদবের আমি জগতের স্বামী!

অতএব যদি বিরহের হাত একান্তভাবে এড়াইতে হয়, তবে ভক্ত-ভগবানের মিলনই যথেষ্ট নয়—মিশ্রণ চাই, একাকার চাই—বাদরায়ণ যাহাকে বলিয়াছেন,

অবিভাগো বচনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

—'a state of in-discrimination, non-duality'—দ্বৈত নয়, অ-দ্বৈত চাই। 'The soul is to be *oned* with bliss'—সেই

আনন্দময়ের সহিত একীভূত হওয়া চাই। ইহাই প্রকৃত 'at-one-ment' —যাহাকে আমরা 'মহামিলন' বলিতে চাই

—'Becoming one with God'—'self-mergence in the Principle of Love and Life.'

এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌দিগের সাক্ষ্য এই—

The mystic experience ends with the words 'I live—yet not I but God in me.'—Racejac

'God and the Soul are made one thing in the unitive state.' 'He and I become *one* I.'—Eckhart

We are two in *one*. He is given to her, she is given to Him.—St. Mechthild.

My 'me' is God nor do I know my selfhood, except in God.—St. Catherine of Genoa.

ঐ মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ একটি উপমান দ্বারা বিশদিত করা যাইতে পারে। আমাদের পরিচিত জলস্তম্ভ (water-spout)-ব্যাপারে জলদ জলধির সহিত মিলিত হয়—জলদ জলদই থাকে, জলধি জলধিই থাকে ; কিন্তু উভয়ের সান্নিধ্যবশতঃ সংযোগ সাধিত হয়—ইহাই মিলন। কিন্তু নদী যখন নিজের নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন আর নদী নদী থাকে না—সমুদ্র হইয়া যায়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—মুণ্ডক, ৩।২।৮

—ইহাই মিশ্রণ। অর্থাৎ, মিলনে সান্নিধ্য, সংযোগ (propinquity)—আর মিশ্রণে দ্বিত্ব নয়, একত্ব—at-one-ment, mergence, absorption। এক কথায়, মিলনে unity, মিশ্রণে identity। পাশ্চাত্য

মিষ্টিকেরা সাধকের illuminative way এবং সিদ্ধের unitive way-এর পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া এই মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

This is well illustrated in mystic literature, where we are told that in the first or illuminative life, the individuality of the Subject, however profound his spiritual consciousness, however close his communion with the Infinite, remains separate and intact ; whereas in the second or unitive life, the Subject disappears and loses himself in God, so that "God and the Soul are made *One* thing".—From my article 'God as Love.'

Illuminative way-তে ভগবান্ ভক্তের নিকট উপসন্ন হন—'He comes not to give Himself wholly but to be tasted by him'—এ যেন like a flash of lightning in the gathering gloom—বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ আ।

এ সম্পর্কে Hugh of Victor-কৃত 'De Arrha Animae' গ্রন্থে* কয়েকটী সুন্দর কথা আছে—

The Soul says—'I am suddenly renewed, I am changed, I am plunged into an ineffable peace······My soul exults ; my intellect is illumined ; my heart is afire, I know not where I am—because my love has embraced me. Is this then my Beloved?' 'It is indeed thy Beloved who visits thee·········He comes not to give Him-

*Quoted in Underhill's Mysticism, pp. 294-5.

self wholly but to be tasted by thee. He gives a foretaste of His delights, not the plenitude of a perfect satisfaction—and the earnest of thy betrothal consists chiefly in this that He, who shall afterwards give Himself to be seen and possessed by thee *perpetually*, now permits Himself to be sometimes tasted that thou mayst learn how sweet He is.'

অর্থাৎ, Illuminative Way-তে অচিরস্থায়ী মিলন (union) এবং Unitive Way-তে চিরস্থায়ী মিশ্রণ (unification)—যে অবস্থাকে মিষ্টিকেরা 'amalgamation with God', 'immersion in the Absolute', 'absorption in the Divine Dark', 'self-loss in the All', 'annihilation of selfhood in the nudity of Pure Being' প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় 'আমার আমিত্ব থাকে না, আমার আমি তুমি হইয়া যায়'—'he disappears and loses himself in God' (Suso)। এ বিষয় লইয়া নির্বন্ধাতিশয়ে বিবাদ করা—dogmatise করা নিতান্ত অশোভন। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখিয়াছি—

It is inapt to dogmatise about this ineffable experience, because, "the wonder of wonders is the human made Divine", as is the case now. When is the human made Divine ? It is when in the case of a rare elect spirit, the whole man is remade according to the pattern shown him 'in the mount'—when caught and led out of himself, he, in the language of the *Mirror*,

"becomes God by condition of love"*—that is, in the graphic phrase of the *Upanishad*—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। How can we speak or even lisp about this state?

—God as Love.

আমাদের পক্ষে এ যেন তিত্তিরির সমুদ্রতরণ! সুবিধার বিষয় যাঁহারা ধ্যানরসিক, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী, এ সম্পর্কে যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছে, তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ওমার খায়মের রূপকাখ্যান স্মরণ করুন। পর্বতের তুঙ্গ চূড়ায় অপরিসর সাধন-মন্দির। সুফি সাধক তাহার গর্ভগৃহে (Holy of holies-এ) প্রবেশের জন্য দ্বারে করাঘাত করিলেন—কারণ, 'Knock and it shall be opened to you'। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—'কে তুমি?' সাধক উত্তর দিলেন—'আমি।' 'আমি! ফিরিয়া যাও—এখানে দুই জনের স্থান নাই।' সাধক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অনেক বৎসর নিবিড় সাধনার পর আর একবার পর্বতে উঠিয়া মন্দির দ্বারে করাঘাত করিলেন। আবার প্রশ্ন হইল—'কে তুমি?' উত্তর—'তুমি।' অমনি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—ভক্ত ও ভগবান্ মিশ্রিত হইলেন।

এই মর্মে জিমি লিখিয়াছেন—

And whoever in Love's city enters, finds but room for one and in oneness union.

*এ প্রসঙ্গে Mysticism-এর গ্রন্থকর্ত্রী Miss Underhill লিখিয়াছেন—The imperative need is of union between man's separated spirit and the Real, his re-making in the interests of transcendent life, his establishment in that kingdom which is both 'near and far.'

এ সম্পর্কে স্থফি কবি আত্তর তাঁহার 'Colloquy of Birds'-এ এইরূপ বলিয়াছেন—

The questing Soul ultimately reaches the 'valley of *Annihilation of self*', where the theopathetic state is attained in which the self is *utterly merged*, 'like a fish in the sea, in the Ocean of Divine Love'.

We also read in the Voice of the Silence : Where is thy individuality, lanoo ! where the lanoo himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the Eternal Radiance.

তবে কি মহামিলনে ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে ? তা' কেন ? এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতী ভক্ত মধুসূদন স্বরস্বতীর উক্তি শ্রবণ করুন—

> সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মামকীন স্তম্ ।
> সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

অর্থাৎ, 'ভগবান্ সমুদ্র, ভক্ত তরঙ্গ—তরঙ্গই সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সমুদ্র তরঙ্গে নয়। মহামিলনে ভক্ত-ভগবানের ভেদ অপগত হইলেও, ভগবান্ ভক্তের পরতন্ত্র হন না—ভক্তই ভগবানের পরতন্ত্র হয়।' সেইজন্য দেখিতে পাই যে,—

Those who know assure us that the mystic experience ends with the words 'I live, yet not I, but the God in me' (Racejac). So Bishop Leadbeater says :

'The dewdrop slips into the shoreless sea, but is not therein'—and Krishnaji : 'Liberation is not annihilation ...It is not entering into a mere void and there losing yourself···True, there is no separate self, but there is the Self of all.'

অর্থাৎ, মহামিলনে 'আমিত্বের' সম্প্রসারণ হয়—স্বাতন্ত্র্যের, ক্ষুদ্রত্বেরই নির্বাণ হয়। 'It is the annihilation of selfhood—the doing away of separateness'। এ সম্পর্কে রাজকবি টেনিসন্ (ইনি একজন প্রগাঢ় মিষ্টিক্ ছিলেন) সমাধি-অবস্থায় আমিত্বের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

I have never had any revelations through anaesthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state *but* the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said, "the state is utterly beyond words ?"

And through loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.
—The Ancient Sage.

অবশ্য, এরূপ ভক্তও আছেন যাঁহারা ঐমত সম্প্রসারণ সহিতে পারেন না। তাঁহারা রামপ্রসাদের সহিত স্বর মিলাইয়া বলেন,—

চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা—হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তি রুত্তমা। ভগবানের এরূপ আস্বাদনও বেশ ·বরণীয়। তাঁহাদের পক্ষ হইতে Julian of Norwich বলিয়াছেন—

And we shall endlessly be all had in God, Him verily seeing and fully feeling, Him spiritually hearing and Him delectably smelling and sweetly swallowing.

এইরূপে যাঁহারা ভগবানের সহিত একাকার হইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে "in that apparently selfless state, 'the I, the Me, the Mine.' though spiritualised, remain intact." সেইজন্য বৈদান্তিকেরা 'নির্বাণ মুক্তি' এবং 'নির্মাণ মুক্তির' ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্বাণ মুক্তি—বিদেহ কৈবল্য—সে অবস্থায় নির্বাণী অন্তরতম দহরকোশ বা জ্ঞান-দেহকেও বিশীর্ণ করিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে নিঃশেষে˙ নিমজ্জিত হন। আর যিনি নির্মাণমুক্ত, তিনি প্রেমরস আস্বাদনের জন্য 'নির্মাণকায়ম্ অধিষ্ঠায়' ব্যাবহারিক ভেদের গন্ধটুকু অবশিষ্ট রাখেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌দিগের সাক্ষ্য এইরূপ—

Over and over again, the mystics assure us that personality is not lost, but made more real. Meçhthild of Magdeburg, and after her, Dante, saw the Deity as a flame or river of fire that filled the universe ; and the 'deified' souls of the saints as ardent sparks therein, ablaze with that fire, one thing with it yet distinct. Ruysbroeck, too, saw 'every soul like a live coal, burned up by God, on the hearth of His Infinite Love,' as petals of the sempiternal (everlasting) Rose.

—Underhill, p. 503

সেইজন্য বলিতেছিলাম, এ ক্ষেত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিতণ্ডা করা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়—বেশ অশোভন।

It is not proper, as I said, to dogmatize at second-hand and squabble about *Dvaita* and *Advaita* (Monism and Dualism) when, fortunately for us, we have available the firsthand testimony of some of the greatest saints and seers, both of the East and of the West.

—God as Love

অতএব বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিয়া, ঐ সকল মিষ্টিকের অনুভূতির আস্বাদন করা যাউক। প্রথম বৈষ্ণবদিগের কথা ধরুন। ইহারা খৃষ্টান্‌দিগের মত নিপট 'দ্বৈতী'—তথাপি বৈষ্ণব সাহিত্যে মিলনের উপর মিশ্রণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। চরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংবাদে রাম রায় মহাপ্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণের 'বিলাসমহত্ত্ব' ও মিলনানন্দ বর্ণনা করিলে—

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥
—চরিতামৃত

মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে, এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥
যে বা প্রেমবিলাস বিবর্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় নাকি হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

গীতম্

পহিলহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল…
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।

'না সো রমণ না হাম রমণী'—
অর্থাৎ, বঁধু সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ*—চণ্ডীদাস

অর্থাৎ, সে অবস্থায়—

নিবে যাবে গ্রহ তারা, মিশাইবে ধরাকারা,
জগতে রহিবে শুধু দুটি প্রাণ মিশিমিশি॥

—সে অবস্থায় কান্তা-কান্তের ভেদ অভেদে ডুবিয়া যাইবে। ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটককার বলিয়াছেন—

---

* দেবী-ভাগবতে দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ ও বামাঙ্গ রাধা—এই ভাবে এক মিলিত মূর্তির উল্লেখ আছে—নাম 'গোপালসুন্দরী'।

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরবভূৎ।
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বম্ অহমিতি নৌ ধী রপি হতা॥—৭।১৫

বিষ্ণুপুরাণে দেখি, 'সুরনররিপু হিরণ্যকশিপু' আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদকে নাগপাশে বাঁধিয়া, বক্ষে শিলা চাপাইয়া, সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে প্রহ্লাদ ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান নিবিড় হইলে তিনি প্রথমতঃ ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন—

ত্বত্তঃ সর্বং ত্বংহি সর্বং ত্বয়ি সর্বং সনাতনে—

'তোমা হ'তে সব, তুমি হও সব, তোমাতেই সব, ওগো সনাতন!'

কিন্তু ধ্যান যখন নিবিড়তর হইল, তখন প্রহ্লাদ দ্বৈতের বিগমে অদ্বৈত অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব করিলেন—

মত্তঃ সর্বং অহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে—

'আমা হ'তে সব, আমি হই সব, আমাতেই সব, আমি চিরন্তন।'

ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়েও দেখি, শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্ধান করিলে গোপীরা গভীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া নিজেদের কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবত স্তাস্তা হ্যনুচক্রু স্তদাত্মিকাঃ॥

—ভাগবত, ১০।৩০।১৪

কোন গোপী অপরার স্কন্ধে ভুজবিন্যাস করিয়া কৃষ্ণের ললিত গতির অনুকরণ করিতে লাগিল।

'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতাম্' ইতি তন্মনাঃ।

অন্যা গোবর্ধন ধারণের অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিল 'বর্ষা-বাতে ভীত হও কেন? এই আমি পরিত্রাণের উপায় করিয়াছি।'

মা ভৈষ্ঠ বাতবর্ষাভ্যাং তৎ-ত্রাণম্ বিহিতং ময়া।

কেহ যেন যশোদা কর্তৃক উদূখলে আবদ্ধা হইয়া ভীতির অভিনয় করিতে লাগিল।

বদ্ধান্বয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥

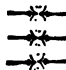
সুফিদিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ প্রসঙ্গে একটি সুফি 'কেচ্ছা' (parable) বলি অবধান করুন। এক বুলবুল গুল্‌বদনা গোলাপ-বালার নিকট মধুর কণ্ঠে প্রেম নিবেদন করিতেছিল—

ও আমার গোলাপবালা!
তোল মু'খানি তোল মু'খানি
কুসুমকুঞ্জ কর আলা॥

এক পতঙ্গ কিছুক্ষণ এক মনে শুনিল—পরে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—'বাচাল! থাম্ থাম্! তুই প্রেমের মর্ম কি জানিস্? আমার প্রেম দেখ্—আমার প্রণয়িনী দীপশিখা—আমি তার মাঝে ঝাঁপ দিই, পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাই, তবু তাকে ছাড়ি না। এমনি আমাদের গভীর একত্ব!' ঠিক্ কথা! তাই রুমি বলিয়াছেন—

The lovers who dwell within the sanctuary, are moths burnt with the torch of the Beloved's face.

খৃষ্টীয় মিষ্টিক্‌দিগের অনুভূতির কথা এবং মহামিলন সম্পর্কে অবশিষ্ট কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।



সপ্তম অধ্যায়

২

মহামিলন

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মহামিলনের কথা বলিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, যদি একান্ত ভাবে বিরহের হাত এড়াইতে হয়, তবে মিলন যথেষ্ট নয়—মিশ্রণ চাই—"The soul has to be oned with Bliss"—সেই আনন্দ-ঘনের সহিত একীভূত হওয়া চাই; অর্থাৎ, দ্বৈত ছাড়িয়া অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ইহা অনুভূতির বিষয়, আস্বাদনের বিষয়—তর্ক-যুক্তির বিষয় নয়। অতএব এ সম্পর্কে বাদ-বিবাদ করা খুবই অসঙ্গত। সেই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম, এই মহামিলন যাঁহারা আংশিক ভাবেও আস্বাদন করিয়াছেন, বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিয়া সেই সকল মিষ্টিক্‌দিগের অনুভূতির সহিত পরিচয় করা আবশ্যক। সেই জন্য আমরা প্রথমতঃ বৈষ্ণবদিগের এবং পরে সুফিদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, কি বৈষ্ণব, কি সুফি—ভগবানের সহিত গভীর একত্বের অনুভূতিই তাঁহাদের আস্বাদনের সার কথা।

এইবার খৃষ্টান্‌ মিষ্টিক্‌দিগের কথা বলিব। প্রথম সেণ্ট্‌ অগাষ্টাই-নের কথা শুনুন। তিনি বলেন প্রেমভক্তির লক্ষ্য কি? (তাঁহার পরিভাষায় প্রেমভক্তির নাম 'Faith')

By faith to love Him, by Faith to be devoted to Him, by Faith to enter into Him—to be incorporated in His members.

সেই গীতার প্রাচীন কথা—'ব্রহ্মভূত' সাধক সর্বভূতে সমদর্শন হইয়া ভগবানে পরাভক্তি লাভ করতঃ—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥—গীতা, ১৮।৫৪
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্—ঐ, ১৮।৫৫

—ভগবান্‌কে যথার্থ ভাবে জানিয়া তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ, তাঁহার সহিত একীভূত হন।

জার্মান্ মিষ্টিক্ মাইষ্টার একার্ট (Meister Eckhart) যেন এ কথার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—(তিনি গীতার একবর্ণও জানিতেন না)—

'If I am to know God directly, I must become completely He and He I: so that this He and this I become and are *one* I.'

আরও দুই জন খৃষ্টীয় মিষ্টিকের কথা শুনুন—

Perfect love makes God and the Soul to be as if they both together were but one thing.

—Hilton's Scale of Perfection.

In this embrace and essential unity with God, all devout and inward spirits are one with God, by living immersion and melting away into Him··· In this highest stage, the Soul is united to God without means, it sinks into the vast darkness of the Godhead.—Ruysbroeck

কোন কোন খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ ইহারও উর্ধ্বে উঠিয়া মহামিলনের একাকারতায় অভিভূত হইয়া বুদ্ধদেবের শূন্যতাসিদ্ধির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

Some even go a step further and speak of the "fathomless sinking of the Soul into a fathomless Nothing" (Tauler), of "the Soul being rapt into the nakedness of Nothing" (Henry Suso), "of the Self being annihilated in some mighty Life, that over-passes his own" (Underhill). Hear Ruysbroeck :— "Having obtained the immediate contact of the Divine, we are immersed in *Nothingness.*"

এই Nothingnessই কি বুদ্ধদেবের 'শূন্য' নহে ? যে জন্য তাঁহার এত নাস্তিক্য অপবাদ ! অথচ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—যাহা শূন্যবাদীর শূন্য, তাহাই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ তৎ।

কারণ, একদিকে তিনি পূর্ণ (Plenum)—পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্ ; অন্য দিকে তিনি শূন্য (Nihilum)—শূন্যং শূন্যং মহাশূন্যং। বস্তুতঃ উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম (অথাত আদেশো নেতি নেতি) —শূন্য বই আর কি ?

সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় মিষ্টিক্দিগের 'immersion in the Nothingness' প্রভৃতি মহামিলনের বিশেষণে, বুদ্ধদেব কেন নির্বাণকে শূন্যতাসিদ্ধি* বলিয়াছেন, আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাইলাম।

* শূন্যতো অনিমিত্তো বৈ বিমোক্খো যস্স গোচরঃ—ধম্মপদ
শূন্যে চ নিধনম্ এতি—উপনিষদ্

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মিষ্টিক্ প্রেমের ভাষায় (using more personal and intimate language) যাহাকে মহামিলন বা Mystic Marriage বলেন—('a perfect uniting and coupling together of the Lover and the Beloved into One'* —Hilton)—বৈদান্তিকের প্রজ্ঞার বচনে (sounding an impersonal metaphysical chord) তাহাই ব্রহ্মসাযুজ্য বা self-identification with God in মোক্ষ or নির্বাণ।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—ইহাকেই ত' মিষ্টিক্ 'Immersion in the Absolute, Amalgamation with God, Self-loss in All' বলিলেন! অতএব নাম · লইয়া বিবাদ করি কেন? What is in a name?

সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে কেহ সত্যরূপে, কেহ সুন্দররূপে দর্শন করেন—

Everywhere he sees, according to his temperament and mood, Rhythm, Order, Beauty, Love and benificient Law.—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism.

যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্কর, হেগেল, প্লেটো, প্লোটাইনাস্-এর দৃষ্টিতে তিনি সত্যস্বরূপ। প্লোটাইনাসের ভাষায় মুক্তির নাম The flight of the alone to the Alone। তখন মানুষ 'becomes one with the Godhead'। প্লোটাইনাস্ বলেন—

---

*In this 'one-ing' consists the marriage which passeth between God and the Soul, that shall never be dissolved or broken.—Hilton

I believe then that I verily belong to a higher and better world, and strive to develop within me a glorious life, and become one with the Godhead.

ইহা সাধনের অবস্থা—কিন্তু সাধকের যখন সিদ্ধি করতলগত হয়, তখন—

What then must he experience who now beholds the absolute beauty in and for itself in all its purity, without corporeal shape, freed from all bondage to time and space? And this therefore is the life of the gods and of divine and happy men, a liberation from all earthly concerns, a life unaccompanied with human pleasures, and the *flight of the alone to the Alone.*

ইহাই বৈদান্তিকের মোক্ষ বা সোহং সিদ্ধি—উপনিষদের—'অহং ব্রহ্মাস্মি—অহম্ এব পরং ব্রহ্ম', গীতার 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' (Divine similitude), সুফির 'অয়েনউল হ'ক', ক্রাইষ্টের 'I and my Father are one'! এ সম্বন্ধে মিষ্টিকের উক্তি এই—

'When I love with my will, I transform myself into Him.'—St. Bernard

'My Being is God, not by simple participation but by a true *transformation* of my Being.'

—St. Catherine of Genoa.

Our Lord says to every living soul, 'I became man for you. If you do not *become* God for me, you do me wrong.'—Eckhart

বস্তুতঃ ইহাই ত' জীবের প্রকৃত নিয়তি। তাঁহার সন্ধানে লোক লোকান্তরে, দূর দূরান্তরে যাইতে হয় না। তিনি দূরাৎ সুদূরে নন—অতি সন্নিকটে—

'Closer is He than breathing, nearer than our hands and feet.'

অতএব—

To mount to God is really to enter into one's self.

কারণ, তিনিই ত' 'হৃদি অয়ম্'—তিনিই ত' 'গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্টং পুরাণম্'—তিনিই ত' 'হৃৎপদ্মকোশে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্'—তাঁহারই চকিত চমৎকৃতিতেই ত' আমাদের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত!

অতএব—

'Dive into the temple-cave of thine own self (Tennyson)—কারণ, 'the road to truth and thus to God is shortest when we search for Him within ourselves'. (Rom Landau).

Oh Lord! I thought you hidden
Most secret and apart
But I found your dwelling
Is here within my heart.

অতএব আত্মানম্ অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্—কারণ, তাঁহার সহিত মহামিলনই জীবের চরম পরম পুরুষার্থ!

এই মর্মে খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ও বলিয়াছেন—

'Heaven is within you and whoever shall know *himself* shall find it'. For 'individual man is one with God and is of His very nature—in essence and existence.'

The Great Self and man's little self are *one*, for is not man a particle of what Emerson has called the 'Oversoul,' from whom he is separated only by the intervening barrier of *Maya*.*

কিন্তু—

'He who inwardly entereth and intimately penetrateth into him-self, gets above and beyond himself, and truly mounteth up to God."—From a Tract attributed to Albert the Great and cited by Underhill on page 364.

সেইজন্য মানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—'অসতো মা সদ্ গময়'—মিষ্টিক্ কবি Blake-এর প্রার্থনা—

* সেই জন্য Christian Science বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—What is the Ego, whence its origin and what is its destiny? The Ego-man is the reflection of the Ego-God: the Ego-man is the image and likeness of perfect Mind, Spirit, Divine principle. * *

He is the Infinite Spirit including us as well as all else beside, yet in essence the life of God and the life of man are identically the same and so are *one*.

O Saviour, pour upon me thy Spirit of meekness and love,
Annihilate the Selfhood in me : be thou all my life.

বস্তুতঃ—

Everything seems to be full of God's reflex—if we could but see it. (Charles Kingsley)। অতএব আমাদের উচিত—to induce that serene and blessed mood in which we become a living soul and see into the life of things. (Wordsworth).

এইরূপে যদি আমরা—

May become one of those organic harps divinely framed—

আমারে কর তোমার বীণা—

'That tremble into thought, as o'er them sweeps
Plastic and vast, one intellectual breeze,
At once the soul of each, and God of all.'

—Coleridge

—তাহা হইলে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিব—বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ (গীতা)।

তখন—

'Raise the stone and there thou shalt find Me ; cleave the wood and there am I.'—Logia of Christ

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

তখন অনুভূতি হইবে—

God is all and all things are God—সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—'All life and force and matter are modes of His existence.'

Within man is the soul of the whole, the wise Silence, the eternal One. And this deep power in which we exist, and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing and perfect in every hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object are one.

—Emerson's 'The Over-Soul'

অপরে—যেমন বুদ্ধদেব, সক্রেতিস্, কন্‌ফুচি—তাঁহার শিব-স্বরূপ দর্শন করেন—যে ভাবে তিনি 'ধর্ম', Law, Order, Harmony.

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ, ৮

অর্থাৎ, sweetly and mightily ordereth all things.

বুদ্ধদেবের উক্তি শুনুন—

Through life, till I reach Nirvana, I will put my trust in the Law (ধর্ম)—

The Law as it has been in the ages that are past,
The Law that will be in the ages that are to come,
The Law as it is in this present age,
I worship continually.
I have no other Refuge,
The Law is my best Refuge ;
By the truth of these words
May I conquer and win the victory.

—পতিমোক্‌খ সুত্ত

স্মরণ রাখিবেন, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে এই ‘ধর্ম’ is not a mere abstraction ; it is a mighty Power that permeates the whole universe and ‘the heart of It is Love, the end of It is peace and consummation sweet.’

সক্রেতিসের মতানুসারী প্লেটোর দৃষ্টিতে বিশ্বের সর্বত্র শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, harmony, order, plan.

Every particular thing is related to a general concept, whose essence is an Idea of the Divine Mind.

‘For he who hath thus far had intelligence of love and hath beheld all fair things *in order and aright*—he, drawing near to the end of things lovable, shall behold Being marvellously fair : One who is from everlasting, and neither is born nor perisheth, nor can wax nor wane nor hath change or turning or alteration of fair or foul···but Beauty only, and alone and separate and eternal, which, albeit, all other fair things partake thereof and grow and perish, itself without change or increase or diminution endures for everlasting.

—Plato's Symposium

ইহা হইতে সেই সত্যং-শিবংকে সুন্দরংরূপে দর্শন করা অ-বিদূর—যে ভাবে যিশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব, বিল্বমঙ্গল, সুফিরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। সুফি কবি জামী-র একটি উক্তি শুনুন—

Each speck of matter did He constitute
A mirror, causing each one to reflect
The beauty of His visage. From the rose
Flashed forth His beauty and the nightingale
Beholding it, loved madly.

From that fire
The candle drew the lustre, which beguiles
The moth to immolation. On the sun
His beauty shone, and straightway from the wave
The lotus reared its head.

Each shining lock
Of Leyli's hair attracted Majnu's heart
Because some ray divine reflected, shone
In her fair face.

His beauty everywhere doth shed itself,
And through the forms of earthly beauty shines,
Obscured as through a veil.*

That heart which seems to love
The fair ones of this world loves Him alone.

He alike

* The nature-mystic senses the hidden divine axes of structure in the forms of wave and peak and cloud, in the delicacy and grace of fern and flower, in the beauty of the human face, in the flowering of love in the heart of man.

—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism, p. 44.

The treasure and the casket. I and Thou
Have here no place and are but fantasies
Vain and unreal. Silence !

প্রেমধর্মের আলোচনায় এই চির-সুন্দরের কথা আমাদের অনেক-বারই বলিতে হইয়াছে—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত চির বসন্ত অন্তরে আমার ॥—রবীন্দ্রনাথ

অন্য ভাবে এই মহামিলনকে জীবের স্বধামে প্রত্যাবর্তন (the Return *Home* of the Exiled Native) বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি এবং বুদ্ধদেব ঐ ভাবেই মোক্ষ ও নির্বাণের বর্ণন করিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধাম (home) বলি, তাহার প্রাচীন নাম 'অস্ত'—

ঋণাভা বিভ্যদ্‌ ধনম্‌ ইচ্ছমানঃ
পরস্য অস্তম্‌ উপনক্তম্‌ এতি—ঋগ্‌বেদ

'ঋণ-ভয়ে ভীত অধমর্ণ ধনের ইচ্ছায় রাত্রিতে পরের অস্তে (গৃহে) প্রবেশ করে।'

ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিতেছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্‌ এহি—১০ম মণ্ডল

'হে জীব! সমস্ত মলিনতা পরিহার করিয়া আবার অস্তে ফিরিয়া আইস।' নির্বাণী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উক্তি এই—

অত্‌থং গতস্‌স পমানং নত্থি (অস্তং গতস্য প্রমাণং নাস্তি)

যিনি 'অস্তংগত', কে তাঁহার ইয়ত্তা করিবে! ইহার ইংরাজি অনুবাদ এই—'Of him, who has gone *home*, there is no measure.'

আমাদের প্রকৃত 'অস্ত' কি? What is our true home? আমরা পান্থ—প্রবাসী, 'Pilgrims of an inward Odyssey'—

শুন পান্থ! পুরাতন বাত।
কোন মুলুকসে আয়সি হংসা
উৎরঙ্গে কোন্ ঘাট?—কবীর

সেইজন্য মিষ্টিকেরা বলেন 'the *homeward* course of pilgrim-man'—সেইজন্য তাহার Nostalgia (home-sickness), ওকঃ-লালসা—

Rapture is a great help to recognise our *true home* and to see we are pilgrims here.—St. Teresa.

The goal is no mere vision but a *home.*

—St. Augustine.

আমাদের প্রকৃত 'অস্ত' বা ধাম কি? ব্রহ্মই আমাদের ধাম—
বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

For, we, having been emanated from God, as sparks from the flame, God is our true home our *asta* or *dhama.*

Trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

—Wordsworth

'And man reaches *home* when he is unified with God.'

God is near us but we are far from Him; God is within, we are without; God is *at home*, we are in the far country.—Eckhart.

God, says St. Augustine, is the country of the soul, its *home.*—Ruysbroeck

এই অস্তে প্রত্যাবর্তনের উপায় কি? এক কথায়, প্রেম অথবা প্রণিধান—

This he does by the love-magic used in Mysticism or by the wisdom-stairway built by Vedantism.

—God as Love

বৈদান্তিক প্রণালীর সার কথা—অন্বয়-ব্যতিরেক—twofold Affirmation—'সোঽহং' এবং 'অহং এতৎ ন'। বেদান্তের অভিমত প্রণিধানের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য—self-mergence in the Principle of Life—'Flight of the alone to the Alone.' আর বৈষ্ণবের অভিমত প্রেমের ফলে মহামিলন—supreme communion—Mystic union—যে মিলনে বিরহ নাই—যাহা অচ্ছেদ্য, অশ্লেষ্য, অবিকার্য।



উপসংহার

প্রেমধর্মের আলোচনা এখানেই সাঙ্গ করিলাম। অনেক কথাই অবশিষ্ট রহিল—বিশাল বিষয়, যেন অপার সিন্ধু—তা'র কয় বিন্দু ছুঁইতে পারিয়াছি?

মোর মন তুচ্ছ—এই সিদ্ধান্তামৃত সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে তার এক বিন্দু॥

গ্রন্থ-রচনার সময় অনেক বারই সেই প্রাচীন উপমানটি স্মরণে আসিয়াছে—

উষ্ট্রো যথা চন্দনভার-বাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য!

আমার সান্ত্বনা এই যে, সেই সচ্চিদানন্দ 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষ' —যিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—তাঁহার প্রেমভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। ইহার ফলে যদি দুই একজন পাঠকেরও হৃদয় প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকে, তবে আমার শ্রম নিরর্থক হয় নাই। সেই প্রেমময়ের জয় হউক! 'জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ!'

পরিশিষ্ট

'ক' পরিশিষ্ট

শবরীর শ্রীরাম-মিলন*

শবরী ভীল-কুমারী—'অচ্ছুত কন্যা'। ত্রেতাযুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তাঁহার কিরূপে মিলন ঘটিয়াছিল—সে এক অপূর্ব কাহিনী। বাল্মীকি-রামায়ণে ও তুলসীদাস-কৃত 'রামচরিত-মানসে' তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ—আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। আর্যাবর্তে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে স্বাধীন আর্য নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অরণ্যাবৃত ছিল—তবে মলয় ও মহেন্দ্র পর্বতের সন্নিকটে সমুদ্রের উপকূলে সম্ভবতঃ কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনার্য রাজ্য বিদ্যমান ছিল। দাক্ষিণাত্যের প্রধান জঙ্গলের নাম ছিল—দণ্ডকারণ্য। রামায়ণে এই দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা আছে। তাহা হইতে জানা যায়, ঐ ঝাড়-জঙ্গল প্রধানতঃ শ্বাপদ জন্তুর আবাসভূমি ছিল—তবে প্রশান্ত সাগরে দ্বীপ-পুঞ্জের মত দণ্ডকবনের স্থানে স্থানে ঋষিদিগের পুণ্যাশ্রম বিরাজ করিত।

> আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যস্বাদুফলৈ র্বৃতম্।
> বিচিত্রপুষ্পৈ স্তরুভিঃ পদ্মিনীভিঃ সুশোভিতম্।
> নানাপক্ষিরুতৈরম্যং নানামৃগসমাবৃতম্॥
>
> —অরণ্যকাণ্ড, ৬।৫,৮

---

* গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণ-কল্পতরু' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'মাধব'-উপনাম-ধারী এক লেখক এ সম্পর্কে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কিছু কিছু উপাদান এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইল।

ঐ সকল আশ্রম শুভস্বাদুফলাকীর্ণ আরণ্য মহাবৃক্ষে পরিবৃত এবং বিচিত্র পুষ্প-পাদপ ও পুষ্করিণীতে সুশোভিত ছিল। তথায় পক্ষিগণের বিচিত্র কাকলী শ্রুত হইত এবং নানা জাতীয় মৃগের বিচরণ দৃষ্ট হইত।

গত্বা সরোঽভিষেকার্থম্ অমী কলসপাণয়ঃ।
মুনয়ো বিনিবর্তন্তে সলিলাপ্লুত-বল্কলাঃ॥
অগ্নিহোত্রেষ্বৃষীণাঞ্চ হুতেষু বিধিপূর্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে বিমলেঽম্বরে॥

—অরণ্যকাণ্ড, ৫।৬-৭

ঐ সকল আশ্রম হইতে তাপসগণ কলসহস্তে স্নানার্থ সরোবরে গমন করিতেন এবং স্নানান্তে আর্দ্র বল্কলে প্রত্যাগমন করিতেন। আর, বেদবিধানে অনুষ্ঠিত ঋষিদিগের অগ্নিহোত্র হোম হইতে কপোত-কণ্ঠ-সদৃশ রক্তবর্ণ উত্থিত ধূম বিমল আকাশ আচ্ছন্ন করিত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ-রূপধারী নর-খাদক রাক্ষস ও রুধিরপায়ী হিংস্র জন্তু ঐ অরণ্যে বাস করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাপসদিগকে হিংসা করিত।

রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব!
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ॥

—অরণ্যকাণ্ড, ৫।১৯

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দশরথ কোশলাধিপতি—অযোধ্যার রাজা—উত্তর ভারতবর্ষের সম্রাট্ স্থানীয়।

ধন্য ধন্য দশরথ রাজা
রবিকুলে রবিসম তেজাঃ।

তাঁহার গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরম্ উপাগমৎ স্বয়ম্।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন—
নারায়ণ নন্দন পাইল পাইল
বাল্মীকি গাইল মধুর স্বরে।

সে যাহা হউক, আমরা শবরীর কথা বলি।

জনস্থানের জঙ্গলের একাংশে (জনস্থান দণ্ডকারণ্যের নামান্তর) একটি ক্ষুদ্র ভীল রাজ্য ছিল—বনের মধ্যে কয়েকখানি গ্রামের সমষ্টি—হয়ত' তাহাকে রাজ্য বলা অত্যুক্তি। শবরী ঐ ভীল-রাজের কন্যা। সে যুগে ভীলদিগকে 'শবর' বলিত। শবরেরা অন্ত্যজ জাতি—আর্যসমাজের বহির্ভূত। নিষাদেরা বোধ হয় শবরদিগের জ্ঞাতি ছিল,—যাহাদের রাজা গুহক-চণ্ডালের কথা আমরা রামায়ণে শুনিতে পাই,—যাঁহাকে রামচন্দ্র মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—

যহ তো রাম লাই উর লীন্হা।
কুলসমেত জগু পাবন কীন্হা॥—তুলসীদাস

শবররাজের দুহিতা বলিয়া কন্যাটির নাম 'শবরী'—পিতামাতা আদর করিয়া দুলালীকে কি নামে ডাকিতেন, জানা যায় না। অতএব আমরা তাহাকে শবরীই বলিব।

শবরী বনবালা—শৈশব হইতে আরণ্য-বেষ্টনীর মধ্যে লালিতা পালিতা। সে প্রাণ ভরিয়া ধরণীর তনুগন্ধ আঘ্রাণ করিত, এক মনে পক্ষীর কাকলী শুনিত, নয়ন তুলিয়া ফুলের সুষমা দেখিত, কিশলয়ের অরুণিমায় মুগ্ধ হইত, বন্য ফল আস্বাদন করিত, তরুচ্ছায়ায় শরীর জুড়াইয়া অলস মধ্যাহ্ন যাপন করিত, গিরি-নদী বা সরোবরের স্বচ্ছ জলে স্নান করিত বা পান করিত, এবং সকাল সন্ধ্যা সূর্যের উদয়াস্ত

দর্শন করিত ও রাত্রিতে চন্দ্রের বিমল জ্যোস্নায় স্নাপিত হইত। 'কল্যাণকল্পতরু'র লেখক বলেন—

She would quite innocently ask her friends and companions : Who is it that makes the sun rise and set ? Who makes this lovely moon career in the firmament on high and makes the river flow on and on ? Who sings to us in these pretty little birds and what do these songs mean ?

শবরী সঙ্গিনীদের প্রশ্ন করিত—এই যে সূর্য উঠিতেছে, ডুবিতেছে, কাহার আজ্ঞায় ? কে নীলাম্বরে চন্দ্রের কৌমুদী ছড়াইয়া দেয় ? কে গিরি-নদীকে প্রবাহিত করে ? এই যে পাখীরা গান করে—কা'র উদ্দেশে—কে ইহাদের কণ্ঠে স্বর দিয়াছে ? ইত্যাদি। সঙ্গিনীরা কি উত্তর দিবে—নীরব থাকিত।

ক্রমশঃ শবরী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল—ভীলরাজ তা'র জন্য যোগ্য বর নির্বাচন করিয়া মহা ধুমধামে তাহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিলেন, এবং প্রথামত নিমন্ত্রিতদের পরিতোষের জন্য এক পাল গো-মহিষ বলি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। শবরী শুনিল—ত্বরায় তাহার বিবাহ—পাত্র স্থির! সে কল্পনায় পশুরক্তের মহানদী প্রত্যক্ষ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে সে আর এক বরের শ্রীমুখ অস্পষ্টভাবে দর্শন করিল—যমেবৈষ বৃণুতে এবং হয়ত মীরাবাঈর পূর্বধ্বনি করিয়া বলিল—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির ময়ূর মুকুট মেরো পতি সোই॥

বিবাহ রাত্রে শবরী পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিল। যে দয়িতের আহ্বান শুনিয়াছে, সে গৃহবাসী হইবে কিরূপে ?

ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে ?

She, therefore, decided to leave the family and go away never to return. She had heard the 'call' from within and she was now out to follow it, come what may.

পথের অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া শবরী বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক কষ্টে অবশেষে পম্পা সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল—নিকটে সিদ্ধমহর্ষি মতঙ্গ-মুনির আশ্রম—

মতঙ্গশিষ্যা স্তত্রাসন্ ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ—অরণ্যকাণ্ড, ৭৮।১৭

আর পশ্চাৎগামী পিতৃ-অনুচর কর্তৃক ধৃত হইয়া বিবাহযূপে বদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই—এতদিনে শবরী নিরাপদ !

She found her 'home' here, as it were, and her heart was flooded with joy to have her companions in the birds, flowers and deer of the forest once again.

শবরী মতঙ্গাশ্রমের অবিদূরে এক ক্ষুদ্র পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল, এবং ঋষিদিগের পরিচর্যায় মনোযোগ দিল। তাহার পরিধানে গাছের বল্কল, ভোজন বৃক্ষের গলিত ফল এবং পান নির্ঝরিণীর গণ্ডূষ জল। সে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শয্যাত্যাগ করিয়া (ভূমিই তাহার শয্যা ছিল) শৌচ, পূজাদি সমাপনান্তে ঋষিরা যে পথে স্নানে যাইবেন, সে পথের কণ্টক ও কঙ্কর-উৎপাটন, বালুকা-সেচন ও পরিষ্কৃতি-সাধন—এবং অলক্ষিতা থাকিয়া তপস্বীদিগের জন্য কুশ সমিধ আহরণ করিত।

শবরীর এই প্রচ্ছন্ন ঋষিসেবা মতঙ্গমুনির অগোচর থাকিল না। তিনি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে যোগ-দীক্ষা দিলেন। শবরী কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিল। তখন তাহার নাম হইল 'শ্রমণী'। গুরু বলিলেন—শবরী! তোমার আরাধনা সফল হইয়াছে,—তুমি নিজ কুটীরে প্রতীক্ষা কর—তোমার প্রাণনাথ নিজে আসিয়া তোমাকে দর্শন দিবেন—

আগমিষ্যতি কাকুৎস্থঃ সুপুণ্যম্ ইমম্ আশ্রমম্।
স তে প্রতিগৃহীতব্যো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ॥

—অরণ্যকাণ্ড, ৭৯।১৪-৫

শবরী দেখি রাম গৃহ আয়ে।
মুনিকে বচন সমুঝি জিয় ভায়ে॥—তুলসীদাস

ইহার পর হইতে শবরী প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় রহিল। মতঙ্গমুনি ও সঙ্গীয় ঋষিবৃন্দ স্থূলদেহ ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন—শবরী সেই বিজন অরণ্যে রামচন্দ্রের আশাপথ চাহিয়া রহিল! ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে বনচরদিগের মুখে মুখে প্রচারিত হইল, অযোধ্যার নৃপতি দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে ১৪ বৎসরের জন্য নির্বাসিত করিয়াছেন—ঐ ১৪ বৎসর রামচন্দ্র বনবাসে থাকিবেন। বনবাসী ঋষিরা জানিতেন শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতার—কি সৌভাগ্য! তবে ত' তাঁহাকে চর্মচক্ষে দেখিতে পাইব। শবরীর কাছেও এ সংবাদ গেল। সে আহ্লাদে আত্মহারা হইল—"প্রিয়তম এবার নিশ্চয় আসিবেন"—গুরুর বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না। আসিবেন—আসিবেন—নিশ্চয় আসিবেন! কে জানে কালই আসিতে পারেন! যদি আসেন—আর আমি প্রস্তুত না থাকি!"

What shall I offer at His feet ? How shall I touch them ? How lovingly will He bless me, placing His benign hands on my head !

শবরী উৎকণ্ঠায় আকুল হইল, ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার— আগুইয়া দেখে। বৃক্ষের মর্মরে পদশব্দ শুনিয়া আনচান করে—এই বুঝি এলেন—এই বুঝি এলেন !

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদ্-উপযানম্।

কবে আসিবেন স্থিরতা নাই—শবরী প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া গন্ধপুষ্প চয়ন করে, রসাল ফলমূল সংগ্রহ করে, পর্ণপুট ভরিয়া শীতল জল ধরিয়া রাখে—নহিলে শ্রেষ্ঠ অতিথির সৎকারে ত্রুটী হইবে যে ! এইরূপে এক দিন নয়, দুই দিন নয়—এক মাস নয়, দুই মাস নয়—দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল। কি আকুল আশাপ্রতীক্ষা ! কি সতৃষ্ণ পথ পানে চাওয়া !

He comes, He surely comes! But the devotee has to pass sleepless nights in waiting for His Darshan —with tears of love looking expectantly for His coming.

শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে বাহির হইয়া, কিছুদিন চিত্রকূটে বসতি করিলেন। সেখানে ভরত-মিলন হইল। ভরত শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরাইবার বহুবিধ প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি ভগ্নহৃদয়ে রামের পাদুকা বহন করতঃ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। চিত্রকূট হইতে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অত্রিঋষির আশ্রমে গেলেন—সেখানে অনসূয়া সীতাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সেখান হইতে শ্রীরাম ভার্যা ও ভ্রাতাসহ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন—এতদিনে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ (ইনি নামেই সুতীক্ষ্ণ—নাম্না সুতীক্ষ্ণঃ চরিতেন দান্তঃ—কালিদাস), অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ শ্রীরামের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রের বনবাসের ১৪ বৎসরের দশ বর্ষ ব্যতীত হইল।

রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ—অরণ্য, ১৫।২৮

অগস্ত্যের পরামর্শে শ্রীরাম নাসিকের সন্নিকটে পঞ্চবটীতে কুটীর রচনা করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এখানেই শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ উপলক্ষ্য করিয়া জনস্থানবাসী রাক্ষসদিগের সহিত ধূমায়িত বিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাম খরদূষণাদি বধ করিলেন। প্রতিশোধে রাবণ ছদ্মবেশে মায়ামৃগ দ্বারা রামকে ছলনা করিয়া শূন্য কুটীর হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেল। পথে জটায়ু তাহার গতিরোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিহত হইল। এ সকল রামায়ণ-পাঠকের সুপরিচিত ঘটনা—তাহার বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। সীতার বিয়োগে রামচন্দ্র বিশেষ ব্যথিত হইলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত জনস্থানের নানাস্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে পথিমধ্যে মৃতকল্প জটায়ুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রামচন্দ্র শুনিলেন, পম্পা সরোবরের পূর্বভাগে অবস্থিত ঋষ্য-মুখ পর্বতে গেলে সীতার সন্ধান মিলিতে পারে। এ সেই ঋষ্যমুখ—সেখানে সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি

ছিনু পঞ্চ কপি মোরা ঋষ্যমুখে।
শীর্ণ তনু সবে মৌন দুখে ॥

রামায়ণে বাল্মীকি পম্পা সরোবরের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন—

ততঃ পুষ্করিণীং রম্যাং পম্পাম্ আসাদয়িষ্যথঃ।
অশর্করাং সুলনিতাং সমতীর্থাম্ অশৈবলাম্॥ ইত্যাদি

—অরণ্য, ৭৮।৫-৬

পম্পা সরোবরের অবিদূরে মতঙ্গাশ্রম এবং তাহার নিকটেই শবরীর পর্ণ কুটীর। শবরী শ্রীভগবানে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া 'অকিঞ্চন' হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। রামচন্দ্রকে ঋষ্যমুখে যাইবার ব্যস্ততাকে সংযত করিয়া, এই অন্ত্যজার পর্ণকুটীরে আসিতে হইল।

At last He came! the Lord of the world in the lowly hut of a pariah!

যে একমনে ডাকে, তাহার কাছে না গিয়া তাঁহার উপায় কি?

তৌ তমাশ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্।
সুরম্যাম্ অভিপশ্যন্তৌ শবরীমভ্যুপেয়তুঃ॥
তৌ দৃষ্ট্বা সা তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌ রামস্য জগ্রাহ লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥

—অরণ্যকাণ্ড, ৭৯।৭-৮

ভক্ত তুলসীদাস অমর তুলিতে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

সরসিজ-লোচন বাহু বিশালা।
জটামুকুট শিরঃ উর বনমালা॥
শ্যাম-গৌর সুন্দর দোউ ভাই।
শবরী পড়ি চরণ লপটাই॥
প্রেম-মগন মুখ বচন ন আবা।
পুনি পুনি পদ-সরোজ শির নাবা॥
সাদর জল লই চরণ পখারে।
পুনি সুন্দর আসন বইঠারে॥

কন্দ মূল ফল সুরস অতি, দিয়ে রাম-কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাএ বারংবার বখানি॥

শ্রীরামকে দেখিয়া শবরীর প্রেম-ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে যোড়করে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

কেহি বিধি অস্তুতি করোঁ তুম্‌হারি।
অধম জাতি ম্যঁয় জড়মতি ভারি॥

একে অধম অন্ত্যজ, তাহাতে আবার নারী—গণইতে কোন গুণ আমার শরীরে নাই।

অধমতে অধম, অধম অতি নারী।
তিন্‌নহ মাহঁ ম্যঁয় মতিমন্দ অধারী॥

শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'আমার সহিত ভক্তের ভক্তি-সম্বন্ধ—জাতি পাঁতি আমার কাছে কিছুই নয়।'

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াই।
ধনবল পরিজন গুণ চতুরাই॥
ভগতি-হীন নর শোভই কৈসা।
বিনু জল বারিদ দেখিঅ যৈসা॥

অর্থাৎ, শ্বপচোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।

দেখ, নবলক্ষণ ভক্তির একটি লক্ষণও যাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই ধন্য;—আর তুমি—তোমাতে ভক্তি-প্রেমের সকল লক্ষণই বিদ্যমান। সেইজন্য তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সেই অতিশয় প্রিয় ভামিনী! মোরে।
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে॥

অতএব যোগীশ্বরের যে দুর্লভ গতি, তোমার পক্ষে তাহা অতি সুলভ—

যোগিবৃন্দ-দুরলভ গতি জোই।
তো কহুঁ আজু সুলভ ভই সোই ॥

শবরীর জীবন আজ সার্থক হইয়াছে—অভীষ্টদেবের সহিত চিরমিলন ঘটিয়াছে—আর দেহ রাখিয়া ফল কি ?

অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে।
জ্বলদ্-ভাস্বর-বর্ণাভা স্বর্গমেব জগাম সা ॥

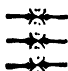
—অরণ্যকাণ্ড, ৭৯।৩২

তুলসীদাস বলেন, শবরী যে অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করিলেন, সে অগ্নি ভৌম অগ্নি নয়, যোগাগ্নি।

বার বার প্রভুপদ শিরু নাঈ।
প্রেম সহিত সব কথা শুনাঈ ॥
কহি কথা সকল, বিলোকি হরিমুখ হৃদয়ঁ পদপঙ্কজ ধরে।
ত্যজি যোগ-পাবক দেহ, হরিপদ লীন ভই যাহাঁ নাইঁ ফিরে ॥

এইরূপে প্রেমিকা শবরীর প্রেমামৃতসিন্ধুর সহিত চিরমিলন (the complete merger of the self in the Self) সূচনা করিয়া তুলসীদাস শবরীর কাহিনী এই শ্লোকে শেষ করিয়াছেন—

জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীন্হি অসি নারী।
মহা মন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহি বিসারি ॥
নীচ জাতি হীন-জন্মা করিলা মুক্ত নারী।
মূঢ়মতি মন ! চাহে সুখ তাঁহারে বিসারি ॥



'খ' পরিশিষ্ট

গোপীপ্রেম

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

গোপী প্রেমকী ধুজা
জিন ঘনশ্যাম কিয়ে বশ
আপনে উর ধরি শ্যামভুজা !

'গোপী প্রেমের ধ্বজা—সাকার মূর্তি—নহিলে তাহার প্রেমে ঘনশ্যাম বশ হইবেন কেন ?'

রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

—ভাগবত, ১০।৩২।২২

'সখিগণ ! তোমাদের ঋণ আমি কোন দিনও শোধ দিতে পারিব না—ব্রহ্মার আয়ু পাইলেও নয়—কেন না, তোমরা আমার অনুরাগে লোকধর্ম-বেদধর্ম-আত্মীয়স্বজন সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ।' অর্থাৎ, গোপীরা 'ত্যক্ত-লোক-বেদ-স্বা' (ভাগবত); তাঁহারা 'সর্বধমান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ' (গীতা); তাঁহারা—

যা দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্যপথং চ হিত্বা।
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'দুস্ত্যজ নিজ-জন ও আর্যপথ ত্যাগ করিয়া—সমস্ত শ্রুতি যাঁ'র অন্বেষণ করে—সেই শ্রীকৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছিলেন।'

তাই কবি বলিয়াছেন—

নির্মৎসর যে সন্ত—তিন্‌হি চূড়ামণি গোপী।
নিরমল প্রেম-প্রবাহ সকল-মর্যাদা-লোপী॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের মর্যাদা বুঝিতেন। তাই দেখিতে পাই, কংস-বধের পর তিনি মথুরাবাসী হইলে তাঁহার পরম ভক্ত উদ্ধবকে গোপী-দিগের তত্ত্ব লইবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন।

'হে উদ্ধব! গোপীনাং মদ্‌বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়।'
—ভাগবত, ১০।৪৬।৩

উদ্ধব হয়ত' গোপীদের নামমাত্র শ্রুত ছিলেন—তাঁহাদের স্বভাব জানিতেন না। সে জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন—

তা মন্‌মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
যে ত্যক্ত-লোক-ধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥
—ভাগবত, ১০।৪৬।৪

তাহারা দেহ-গেহ বিসর্জন দিয়া, লোকধর্ম-বেদধর্ম উপেক্ষা করিয়া আমাতে প্রাণ মন সমর্পণ করতঃ 'মদাত্মিকা' হইয়াছে। আজ তাহাদিগের প্রিয়তম, 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' আমি দূরগত হইয়াছি—সুতরাং বিরহের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা আমাকেই স্মরণ করিয়া বিমোহিত হইয়াছে—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥
—ভাগবত, ১০।৪৬।৫

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ ভক্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—যে ভক্তি (তাঁহার মতে) 'তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা'—সেই প্রেমভক্তি গোপীতে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ভক্তি কি ?

তদর্পিতাখিলাচারিতা, তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা

—নারদ ভক্তি-সূত্র, ১৯

অর্থাৎ, তাঁহাতে সমস্ত আচার সমর্পণ এবং পরম ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ। গোপীরা কিরূপে আত্মীয়স্বজন বিস্মৃত হইয়া, আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত লোকধর্ম বেদধর্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা আমরা জানিয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া, তাঁহারা কিরূপে 'কিবা স্বপ্ন জাগরণে' তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না থাকিতেন—এবং 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর' এই গীতা-বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনম্ অনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্ত-যানাঃ ॥—১০।৪৪।১৫

(প্রেঙ্খেঙ্খনং = দোলাদোলনং ; উক্ষণম্ = সেচনম্)

অর্থাৎ, ব্রজগোপীরা দোহন, কুট্টন, মন্থন, লেপন, সেচন, মার্জন, শিশুর দোলা-দোলন ও রোদন-বারণ প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্যের মধ্যে অনুরক্ত চিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া সর্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করিতেন। তাঁহারা 'উরুক্রম-চিত্তযানা'—তাঁহাদের ধন্যবাদ !

সেই জন্য ভক্ত কবি সুরদাস গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

নাহিন রহো হিয় মহঁ ঠৌর।
নন্দনন্দন অছত কৈসে আনিয়ে উর ঔর ॥

'নন্দনন্দন হৃদয়ের সমস্তটা জুড়িয়া আছেন—এতটুকু স্থান নাই—অন্য কিছু কোথায় ধরিবে ?'

শ্যাম-গাত সরোজ-আনন, ললিত গতি মৃদু হাস।
'সুর' ঐসে রূপ কারণ মরত লোচন প্যাস ॥

'যিনি শ্যামবপু, সরোজ-আনন, যাঁহার ললিত গতি, মৃদুল হাস—সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-কারণে আমাদের চক্ষু চিরপিপাসিত—আমরা কি করিতে পারি ?'

চলত, চিতবত, দিবস জাগত, সুপন শোবত রাত।
হৃদয়তে উহ শ্যাম মূরতি ছিন ন ইত-উত যাত ॥

'দিবসে জাগ্রতে চলনে বলনে, রাত্রিতে শয্যায় শয়নে স্বপনে—সদাসর্বদা হৃদয়ে সেই শ্যাম-মূরতি—একক্ষণও মন ইতি-উতি যায় না—আমরা নিরুপায়। লোকে লোকলাজ আর কত না কি বলে, কিন্তু করিব কি ? আমাদের তনুমন সেই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ—সিন্ধু আসিয়া ঘটে প্রবেশ করিয়াছে—ঘট তাহাকে সামলাইবে কিরূপে ?'

কহত কথা অনেক উধো ! লোকলাজ দিখাত।
কহা করোঁ তন প্রেম-পূরণ, ঘট না সিন্ধু সমাত ॥*

কবি জ্ঞানদাসও গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

শ্যাম-রূপ দেখি আকুল হইয়া
দুকূল ঠেলিনু হাতে।

*এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হিন্দী কবিতা ও কোন কোন কথা "কল্যাণকল্পতরু" (৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায়) প্রকাশিত The Philosophy of Love প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে ॥
সজনি ! কি আর লোকের ভয় !
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয় ॥

ইহাই গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—'তদর্পিতাখিলাচারিতা তদ্-বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা।' প্রেমভক্তির এই লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—ঐরূপ ভক্তি একটা রূপকাদর্শ (Ideal) মাত্র নহে—'অস্ত্যেব এবম্'—ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কোথায় ? ব্রজগোপীতে—

যথা ব্রজগোপিকানাম্—২১ সূত্র

গোপীদিগের ভগবানে সেই অনুত্তমা ভক্তি, সেই অহৈতুকী রতি—যাহা 'মুনীনাম্ অপি দুর্লভা'—

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভি রনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনাম্ অপি দুর্লভা ॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।২৫

কেন ?

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ ।

—ভাগবত, ১০।৪৭।৫৮

গোপীদিগেরই দেহধারণ সার্থক—কারণ, ইঁহারা সেই অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে 'রূঢ়ভাবা', সেই উরুক্রমে 'চিত্তাযানা', অর্থাৎ, (গীতার ভাষায়) 'ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ'।

শ্রীরাধা 'গোপী-বর্যা', প্রধানা গোপী—তাঁহার প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত—তিনি কেবল 'রূঢ়-ভাবা নন—'মহা ভাবময়ী'। তথাপি তাঁহার কথা

এখানে বিশেষ করিয়া কিছু বলিব না—কারণ, গোপীদিগের মধ্যে রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নাই।

কিন্তু সে কথা যাক। আসুন আমরা ভক্তবর উদ্ধবের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে গোপীদিগের অনুসন্ধানে যাই।

উদ্ধব রথারোহণে গোকুলে উপস্থিত হইলেন—তখন সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ—

আদায় রথম্ আরুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।
প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ॥

—ভাগবত, ১০।৪৬।৭৮

উদ্ধব প্রথমেই নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নন্দ প্রেমবিহ্বল হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥

—ভাগবত, ১০।৪৬।১৮

উদ্ধব নন্দযশোদাকে কোন মতে সান্ত্বনা করিয়া, প্রত্যুষে গোপীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গোপীরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—ওঃ, জেনেছি আপনি যদুপতির পার্ষদ—পিতা মাতার তত্ত্ব লইতে এসেছেন। তবু ভাল! আমাদের অবশ্য তাঁহার মনে নাই—না থাকিবারই কথা—

পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ

—ভাগবত, ১০।৪৭।৬

'রমণী তো ফুল—পুরুষভ্রমর মধুপান শেষ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—ইহাই তো সনাতন বিধি!' এই বলিয়া গোপীরা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বলীলা গান করিতে লাগিল।

উদ্ধব মহা বিপন্ন হইলেন—নানাভাবে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পরাভক্তির প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনারা ধন্য ! পুত্র-পতি, দেহ-গেহ, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত বর্জন করিয়া সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছেন—

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাঽবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।২৬

ইহার পর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের যে বার্তা তিনি বহন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহা গোপীদিগকে শুনাইলেন। উহার মধ্যে সংযম, যম, নিয়ম, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতির উপদেশ ছিল।

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।৩৩

এই বিষয় লইয়া ভক্ত সুরদাস বেশ একটু মধুর বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উদ্ধবের পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত বক্তৃতার উত্তরে গোপীরা বলিলেন—

উধো ! যোগ জাগ হম নাহী।
অবলা জ্ঞানসার কহা জানে কৈসে ধ্যান ধরাহীঁ॥

'উদ্ধবজী ! আমরা অবলা জ্ঞানহীনা নারী—যোগ-যাগের আমরা কি বুঝিব—কিরূপেই বা ধ্যান করিব ?'

তে যে মূঁদন নইন কহত হো হরি মুরতি জিন মাহী।
ঐসী কথা কপট কী মধুকর ! হম তে শুনী না জাহী॥

'আপনি আমাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন—সেই চক্ষু, যাহাতে শ্রীহরির মূর্তি অনুদিন বিরাজিত আছে! হে মধুভাষী দূত! তোমার ও কপট কথা শ্রবণের যোগ্য নয়।'

শ্রবণ চীর অরু জটা বাঁধাবহ, যে দুখ কোন সমাহী।
চন্দন ত্যজি অঙ্গ ভসম বাতাবত, বিরহ অনল অতি দাহী॥

'আপনি কর্ণ বেধ করিয়া আমাদিগকে জটাধারণ করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু ও দুঃখ আমরা সহিব কেন? আপনার উপদেশ—চন্দন ত্যজিয়া অঙ্গে ভস্ম বিলেপন। আপনি কি জানেন না, আমরা অনুক্ষণ বিরহানলে জ্বলিতেছি?'

যোগী ভ্রমত জেহি লগি ভূলে সো তা হৈ হম পাহী।
সুরদাস সো ন্যারো ন পল-ছিন, যে ঘটতে পরছায়ী॥

'যাঁহার অন্বেষণে যোগী দেশে দেশে ভ্রমণ করে, তিনি তো সর্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছেন, এক পল-ক্ষণও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ নাই—যেমন বৃক্ষ ও তাহার ছায়া।'

গোপীর কথা শুনিয়া জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধবের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি—

সুনি গোপীকে বৈন নেম উধোকে ভূলে।
গাবত গুণ গোপাল ফিরত কুঞ্জনমেঁ ফূলে॥
খিন গোপিনকে পগ পরৈ, ধন্য সাই হৈ নেম।
ধাই ধাই দ্রুম ভেঁটহীঁ উধো ছাকে প্রেম॥

অর্থাৎ, গোপীর বচন শুনিয়া উদ্ধব 'নেম' (decorum) ভুলিয়া গেলেন এবং আনন্দে নিমগ্ন হইয়া, গোবিন্দের গুণগান করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরিতে লাগিলেন। কখনও গোপীপ্রেমের স্তুতি করিয়া তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন—কখনও বা প্রেমোন্মত্ত

ভাবে ধাইয়া ধাইয়া বনতরুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে শুকদেব উদ্ধবের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'এই বৃন্দাবনে তরুগুল্মাদি গোপীদিগের যে চরণরেণু ধারণ করিতেছে, সেই রেণু শিরে ধারণ করিবার আমার যেন সৌভাগ্য হয়!' উদ্ধব আরও বলিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬৩

'আমি সেই ব্রজগোপীর পাদরেণু অনুদিন বন্দনা করি—যাঁহাদের হরিকথা-সঙ্গীত এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছে।'

উদ্ধবের এ উক্তি অত্যুক্তি নহে। তাঁহার সাক্ষ্য বেশ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, উদ্ধব শিব-বিরিঞ্চির অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তম।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥—ভাগবত, ১১।১৪।১৫

সেই জন্য কবি বলিয়াছেন—(গোপীর)

গণত গুণগণ মতি হোতি পঙ্গী (পঙ্গু)।

অর্থাৎ, গোপীদিগের গুণগণ গণনা করিতে বুদ্ধি পঙ্গু (crippled) হইয়া যায়।

ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। অতএব অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মুখেও আমরা অনুরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার মুখে সর্বদা গোপীদিগের সম্বন্ধে ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রুত হইত।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্য-সারম্ অসমোর্ধ্বম্ অনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥—১০।৪৪।১৪

চরিতামৃতকার এই শ্লোকের শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া এইরূপ ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

সখি হে! কোন তপঃ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী
পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥
যে মাধুরীর ঊর্ধ্ব আন
নাহি যার সমান,
পর ব্যোম স্বরূপের গণে।
যিঁহো সব অবতারী
পর ব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা,
নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্যলোভে
ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥

মহাপ্রভু বলিতেন, গোপীদিগের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যে প্রসাদ কোন

দিন লাভ করিতে পারেন নাই, গোপবধূরা রাসোৎসবে সেই প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্ ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬০

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥—চরিতামৃত

উদ্ধৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই :—'রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া গোপবধূরা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, পদ্মগন্ধী সুরাঙ্গনাদিগের কথা দূরে থাক, ভগবানে একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীও কোন দিন সেই আশিস্ লাভ করেন নাই।'

এ প্রসঙ্গে রাসের কথা উঠে।

অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।

অর্থাৎ,

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩

এই রাসই গোপীর শ্রেষ্ঠ সাধনা—এই সাধনা দ্বারাই তাঁহারা চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই রাস সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ—কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। (অন্য রমণীর পক্ষে যাহা হউক, গোপীরা নিজেই বলিয়াছেন, 'অবলা জ্ঞানসার কহা জানে ?') স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে—'পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্ত্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত কুঞ্জ-বিহঙ্গম-কূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্ত-সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্ত-রঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান—যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য—তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

'ধর্মতত্ত্বে'র সপ্তদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"আদৌ রাস ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি-

গুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই—অপরের হউক বা না হউক—স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত, কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, জড়-প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীর বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল, আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল।

> কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদম্ উচুঃ পরস্পরম্।
> কৃষ্ণোঽহম্ এতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
> অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতিনিশাম্যতাম্।
> দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
> বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলা-সর্বস্বম্ আদদে॥
> অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
> অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্ধনো ময়া॥—ইত্যাদি
>
> —বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।২৫-৭

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান—জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া

উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া, (অর্থাৎ, আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।''

এক কথায়, ব্রজগোপীর সাধনা প্রেমভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা-প্রাপ্তি; এবং ঐ সাধনার সোপান, কৃষ্ণের অনন্য সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পাদমূলে সর্বস্ব-সমর্পণ—সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্ তব পাদমূলম্ (ভাগবত)। ব্রজগোপী তো কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই চাহেন নাই—

ময্যর্পিতাত্মা নেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ—ভাগবত, ১১।১৪।১৪

এবং তাহার ফলে পরানির্বৃতি, বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যে আনন্দ অন্যের সুদুর্লভ।

সংপশ্যে বিপুলং সুখং।
যৎ নৈরপেক্ষং ন বিদুঃ সুখং মম—ভাগবত, ১১।১৪।১৭

আমরা দেখিলাম, উদ্ধবের মত উচ্চ সাধকও গোপীদিগের চরণরেণু প্রার্থনা করিলেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাম্—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

ইহা বিচিত্র নয়—কারণ, শ্রীভগবানের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি স্বয়ং ঐরূপ প্রেমিক ভক্তের অনুগমন করেন। কেন? 'পূয়েয় ইত্য-ঙ্ঘ্রি-রেণুভিঃ (in order to sanctify Himself with the dust of their feet.)

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥
—ভাগবত, ১১।১৪।১৬

তাই বলিতেছিলাম—ব্রজগোপী সুধন্যা—'গোপী প্রেমকী ধুজা'।



'গ' পরিশিষ্ট

ভক্তের অভিযান

১

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বদেশে সকলকালে এরূপ জনকয়েক দুঃসাহসিকের আবির্ভাব হইয়াছিল—যাঁহারা বাধাবিঘ্নের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখেন নাই, সমস্ত বিপদ ও বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ্যের অভিমুখে অবাধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐরূপ জয়যাত্রাকারীকে আমরা 'ডানপিটে' বলি। প্রাচীন অথর্ববেদে ডানপিটের এইরূপ বর্ণনা আছে—

অহম্ অস্মি সহমান্
উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভিষাড়্ অস্মি বিশ্বাষাড়্
আশাম্ আশাং বিষামহি ॥—অথর্ববেদ, ১২।১।১৫

ইহার অনুবাদ এই :—

বিক্রমের মূর্তি আমি
'উত্তর' নাম ধরি ধরাতলে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী—
দিকে দিকে জয়রথ চলে ॥

অতএব adventurous-এর প্রাচীন প্রতিশব্দ—সহমানঃ, সহস্বী, সাহসী।*

প্রাচীন ভারতে সাহসিকতার চরম অবদান শ্রীরামলক্ষ্মণের লঙ্কায় অভিযান ও সীতা উদ্ধার—কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার অমর কাব্য

---

*'সহস্র' শব্দেরও ইহাই প্রাচীন অর্থ—সহস+র—সহো বলম্ অস্তি অস্মিন্—সহো বলনামসু ব্যাখ্যাতম্—রঃ মত্বর্থীয়ঃ।

রামায়ণে যাহা বিবৃত করিয়াছেন। মনে হইতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন অবতার—যখন তাঁহার ভ্রূভঙ্গে শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সাধিত হয়, তখন লঙ্কা-বিজয় ও সীতা-উদ্ধার তাঁহার পক্ষে আর adventure কি? বাল্মীকি কিন্তু তাঁহাকে মানুষ ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন—'সর্বোত্তম নরলীলা'। তিনি অবতার বটেন, কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত। রাবণ বধের পর সমবেত দেবতারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—"সীতা লক্ষ্মী ভবান্ বিষ্ণুঃ।"

রাবণ কর্তৃক শূন্য গৃহে সীতাহরণের পর, এই দুইজন নির্বাসিত রাজকুমার অসহায় অবস্থায় যেরূপে সীতার সন্ধান করিয়াছিলেন এবং সাগরবন্ধন করিয়া কপি-সৈন্যের সাহায্যে রাবণের মত অখণ্ড-প্রতাপ শত্রুর সুরক্ষিত পুরী অবরোধ করিয়া ছয় মাস যুদ্ধের পর রাবণবধান্তে অপহৃতা সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন—ইহা সাহসিকতার—adventureএর পরাকাষ্ঠা!

গ্রীক্ কবি হোমারের ইলিয়ড্ও রামায়ণের অনুরূপ কাব্য। খুব সম্ভব উহা রামায়ণের অনুকরণ। সে সময়ে প্রাচীন গ্রীস্ ও প্রাচীন ভারতে নানা ক্ষেত্রে আদান-প্রদান চলিত। গ্রীক্দিগকে প্রাচীন আর্যেরা 'যবন' বলিতেন। মহাভারতে দেখিতে পাই, দুর্যোধনের দুর্মন্ত্রী পুরোচন—যে বারণাবতে জতুগৃহ রচনা করিয়া, পঞ্চ পাণ্ডবকে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সেই পুরোচন যবন ছিল। পাণিনির যুগে (অর্থাৎ, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের পূর্বেই) গ্রীক্লিপি (script) ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় আর্যগণ উহাকে 'যবনানী' বলিতেন (যবনানাং লিপিঃ যবনানী)। অতএব সীতা-উদ্ধারে শ্রীরামলক্ষ্মণের বীর্যগাথা যে সমুদ্র পারে গ্রীসে অনুকৃত হইবে, উহা বিচিত্র নহে। কিন্তু

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন রামায়ণের সীতা গ্রীসে দ্বীপান্তরিতা হইলেন, তখন ইলিয়াডে তিনি হেলেনের রূপ পরিগ্রহ করিলেন।

Is this the face that launched a thousand ships
And burnt the tops of high Ilium ?

এবং শ্রীরামলক্ষ্মণ **Agamemnon** ও **Menileus**-এ এবং দশমুণ্ড রাবণ নব-কার্তিক লম্পট **Paris**-এ পরিণতি পাইলেন। কিন্তু তাহা হইলেও ট্রয়ের যুদ্ধ ও হেলেন-উদ্ধার গ্রীক্ অবদানের যে একটী বিশিষ্ট নিদর্শন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

কিন্তু গ্রীক্ দুঃসাহসিকতার মুখ্যতম অবদান হোমারের 'ওডেসি' কাব্যে। ট্রয়-ধ্বংসের পর গ্রীক্ বীর ইউলিসিস্ (ইহার অপর নাম **Odysseus**) প্রবাস হইতে কিরূপে সমুদ্র উত্তরণ করিয়া, পথের সহস্র বাধা-বিঘ্ন দুঃসাহসিকতার বলে বিজয় করিয়া, স্বধাম ইথাকায় প্রত্যা-বর্তন করিয়াছিলেন—'ওডেসি' তাহারই অদ্ভুত কাহিনী। কলম্বসের সমুদ্র-লঙ্ঘন ও নূতন মহাদেশ আবিষ্কার—ইউলিসিসের বীর্যগাথার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও যাঁহারা দুঃসাহসী, তাহাদের পক্ষে 'God is my adventure'—তাঁহারা ভগবানকে 'শরব্য' করিয়া তাঁহার অভিমুখে জয়যাত্রা করেন—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অভিযান করেন।

*হোমারের ইলিয়াড্ কাব্যে দেখা যায়, গ্রীকেরা একটি প্রাচীনতর অভিযানের কথা জানিতেন—The adventure of Jason and his fifty companions who sailed in the ship 'Argo' to fetch back the golden fleece which had been stolen. এই Jason প্রচুর বাধা-বিপত্তি এবং স্তূপীকৃত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এবং প্রচণ্ড দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়া সেই সুবর্ণচ্ছদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। The legend of the Argonauts is extremely ancient ; even Homer speaks of it as universally known.—Acyffert's Dictionary of Classical Antiquities.

ইহাই দুঃসাহসিকতার পরাকাষ্ঠা। উপনিষদের ঋষি এইরূপ 'ডান-পিটেকে' লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তদ্ লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥

—মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৪

ইংরাজ কবি ব্লেকের বিশ্রুত কবিতা কে না জানে ?

Bring me my bow of burning gold !
Bring me my arrows of desire !
Bring me my spear ! O clouds unfold !
Bring me my chariot of fire.
I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand,
Till we have built Jerusalem,
In England's green and pleasant Land.

নিরীহ কবি কবীরের ভাষা আরও জঙ্গি ধরণের—

পকড় সমসের সংগ্রামমেঁ পৈসিয়ে
দেহ পরযন্ত কর যুদ্ধ ভাই।
কাট শির বৈরিয়াঁ দাও জহঁকা তহাঁ
আয় দরবারমেঁ সীস নওয়াই ॥

অর্থাৎ, 'সমসের (খড়্গ) ধারণ করিয়া জীবন পণ করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হও। পথে যত বড় বিঘ্ন বৈরী হউক না কেন—তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া 'সাহেবের' দরবারে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণে শির অবনত কর।'

ভগবানের অভিমুখে এই অভিযানকে আখ্যান-বস্তু করিয়া অনেক কবি রূপকের ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। 'Deliberate spiritual allegories are a common form of literature.' বানিয়ানের Pilgrim's Progress, ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যান এবং প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক সকলেরই পরিচিত। স্পেন্‌সারের Fairie Queen এবং টেনিসনের Idylls of the Kingও এ প্রণালীর প্রখ্যাত নিদর্শন। 'Idylls of the King' কাব্যমালার নায়ক নৃপতি আর্থার। 'He is symbolic of the human race'. ঐ কাব্যের প্রচ্ছন্ন প্রতীক হইতেছে—'War of the Senses with the Soul.' আর্থারের আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুইটিই প্রহেলিকা। তাঁহার জন্মের বিবরণে দেখি—

The great sea fell,
Wave after wave, each mightier than the last,
Till last a ninth one, gathering half the deep,
Roaring, and all the wave was in a flame,
And down the wave and in the flame was borne
A naked babe, and rode to Merlin's feet,
Who stoopt and caught the babe, and cried "The king!"
—The Coming of Arthur, II. 377-85.

এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ সমালোচক এইরূপ লিখিয়াছেন—

His birth is the climax of the Life-wave cycling through nine evolutions. The ninth surge casts the child on the material plane. × × Emblematic of the nine initiations of Arthur are the nine waves. Accor-

ding to Theosophy, a soul that has passed the nine initiations becomes a Lord of the World.

—S. Mehdi Imam's A symphony of the poets.

আর্থারের তিরোধানেও ঐরূপ রূপক-প্রতীক। তাঁহার বিদায়ের বাণী এই—

I am going a long way
To the island valley of Avalion;
Where falls not hail, or rain, or any snow,
Nor ever wind blows loudly.

—The Passing of Arthur, II. 407-10

অভিজ্ঞ পাঠকের বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি স্মরণ হইবে—
স ব্রহ্মলোকম্ আগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্ তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ

—বৃহ, ৫।১০।১

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু সম্প্রতি 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর গুপ্তশিক্ষা' প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—অধ্যাত্মতত্ত্বের দুইটি দিক্ আছে—একটি সমষ্টির দিক্, অপরটি ব্যষ্টির দিক্—একটি macrocosmic, অপরটি microcosmic—একটি ব্রহ্মাণ্ডঘটিত, অপরটি পিণ্ডাণ্ডঘটিত। চণ্ডীতে বর্ণিত মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ এক হিসাবে cosmic ঘটনা, সমষ্টির ব্যাপার—কিরূপে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই মহাপ্রাণ (Elan Vital) সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতেছে—তাহারই প্রতিকৃতি-প্রদর্শন। অন্যপক্ষে ব্যষ্টিমানব যুগযুগান্ত ধরিয়া তাড়নার, কামনার, বাসনার, গঞ্জনার, লাঞ্ছনার শত

বিঘ্ন-ব্যত্যয় অতিক্রম করিয়া কিরূপে ক্রমোন্নতির স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া ভাগবতী শক্তির অভিমুখে জয়যাত্রা করিতেছে, সেই সাধন-সমরের সুরচিত ইতিহাস। এ দৃষ্টিতে দেখিলে চণ্ডীকাব্য কেবল পুরাকালের ইতিবৃত্ত নয়,—উহা আমাদের প্রত্যেকের আধি-ব্যাধি-ক্লিষ্ট দৈনন্দিন জীবনের চিরাভ্যস্ত দুঃসাহসিকতার দিনপঞ্জী।

আচ্ছা—কেন মানুষ সংসার-পঙ্কে শূকর-বৃত্তি না করিয়া, মান, যশঃ, গৌরব, সৌরভ, প্রভাব, প্রতিপত্তি হেলায় পদদলিত করিয়া ঈশ্বরের অভিমুখে অভিযান করিতে চায়? ইহা কি জনকয়েক মিষ্টিকের খাম-খেয়াল মাত্র, অথবা ইহার অভ্যন্তরে একটা গভীর প্রয়োজনীয়তা—একটা deep necessity আছে?

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর ঋগ্বেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছি—শৃণ্বন্তু সর্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। যেহেতু জীব অমৃতের পুত্র (Sons of Immortality), সেইজন্য তাহার মধ্যে অদম্য ব্রহ্ম-ক্ষুধা। সেইজন্য সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী—তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—মৃত্যো মা অমৃতং গময়। তাই সে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের অনুসন্ধান করে—'He pants for his sempiternal (ever-lasting) heritage'. (Shelley's Queen Mab)

সেইজন্য দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে অশেষ মনুষ্যভোগে ভোগিনী করিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন—যেনাহং ন অমৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? এইজন্য দেখিতে পাই, পিতৃপতি যম ঋষিবালক নচিকেতাকে পার্থিব ভোগ ও ইন্দ্রিয় সুখের লোভ দেখাইলে—

ভূমের্মহদ্ আয়তনং বৃনীষ্ব—'সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হও।'

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যাঃ
নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ—কঠ, ১।১।২৫

‘এই সব অপূর্ব সুন্দরী অপ্সরী কিন্নরীকে নিশিদিন সংভোগ কর’—নচিকেতা বলিয়াছিলেন—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ—অস্থায়ী ভোগে অমৃতকামী জীবের পরিতৃপ্তি হয় না! বাস্তবিক জীবের এখানকার অবস্থা পরদেশে প্রবাসীর সমান—‘কোন্ মুলুক্‌সে আয়সি হংসা’ (কবীর)—ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া জীব কিছুকালের জন্য প্রবাসে আসিয়াছে—কিন্তু যখনই তাহার ‘স্বধামে’র কথা স্মরণ হয়, তখনই সে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করে। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে Nostalgia—(Home-sickness) বলিতেন। সেইজন্যই জীবের হরি-অন্বেষণ—Quest of God—Spiritual Exploration. সেইজন্য নানামতে নানাপথে জীব ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হয়—কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে, ধ্যানের পথে, ভক্তির পথে। মনুষ্য-নাসায় যত নিশ্বাস, ঈশ্বরের অভিমুখে জয়যাত্রা করার তত পথ। সেই যে একজন খৃষ্টীয় মিষ্টীক্ বলিয়াছেন—‘As many breaths in the nostril of man, so many ways of approach to God.’ সেই কালিদাসের প্রাচীন কথা—

বহুধা প্যাগমৈর্ভিন্না পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥

—যেমন ক্ষুদ্র নদনদী কেহ কুটিল, কেহ ঋজু পথে বিচরণ করিয়া অবসানে সমুদ্রেই নিপতিত হয়, সেইরূপ যত মত, তত পথ—প্রথমে ভিন্ন হইলেও চরমে সেই ভগবানেই উপনীত করে। অর্থাৎ, All roads lead to Rome; কর্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত—যিনি যে মার্গেই বিচরণ করুন না কেন, সেটা তাঁহার পক্ষে—‘God is my adventure’

এবং তিনি যদি সত্যিকার দুঃসাহসিক হন, তবে পথের সহস্র বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি একদিন না একদিন তাঁহার দুঃসাহসিকতার ফলে গম্যস্থানে—সুখধামে উপনীত হইবেন। বর্তমান প্রবন্ধে কিন্তু আমরা সকল পথের অবশ্যম্ভাবী adventure-এর অলোচনা করিতে পারিব না। প্রেমভক্তিকে সম্বল করিয়া প্রেমিক ভক্ত কিরূপে ভগবানের অভিমুখে অভিযান করেন, তাহারই কথঞ্চিৎ পরিচয় দিব। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' হইতে পার্বতীর প্রেম-সাধন এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈষ্ণব পদাবলী হইতে শ্রীরাধার প্রেম-নিবেদনের যথাসম্ভব আস্বাদন করিব।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য কেন এত প্রেমিক থাকিতে দুইজন প্রেমিকার প্রেম-সাধনের প্রসঙ্গ করিতেছি। তাহার কারণ এই—প্রেমলীলায় ভগবান্ রমণ, ভক্ত রমণী। সেইজন্য পার্বতী ও রাধিকাকে আমরা সমস্ত Lovers of God-এর symbol, প্রতীক, প্রতিভূ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। নিউম্যান্ ঠিকই বলিয়াছেন—If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become *woman*—yes, however manly you may be among men. (F. W. Newman) সেইজন্য নরোত্তম দাস বলিতেন—'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব!' রূপগোস্বামীর প্রতি আরাধিকা মীরা বাঈর শ্লেষোক্তি স্মরণ করুন—মীরা রূপগোস্বামীর ভক্তি-যশের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান। গোঁসাইজি বলেন—'আমি প্রকৃতির মুখ দর্শন করি না, কিরূপে দেখা করিব?' উত্তরে মীরা বলিয়া পাঠান—'গোঁসাই প্রভু কবে থেকে পুরুষ হইলেন? আমরা ত' জানিতাম বৃন্দাবনে সবাই প্রকৃতি—একা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।' তখন রূপগোস্বামীর ভ্রান্তি তিরোহিত

হইল, তিনি সাদরে মীরার অভ্যর্থনা করিলেন। প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব, ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব হওয়া চাই। এই ভাবের পরিপক্ক অবস্থা প্রেম।

অতঃপর আমরা পার্বতী ও রাধিকার প্রেমময় অভিযানের আলোচনা করি।



২

আমরা দেখিয়াছি, মানুষের দুঃসাহসিকতার চরম-পরম adventure বা অবদান—ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অভিমুখে জয়যাত্রা। আমরা জানিয়াছি যে, যেহেতু মানুষ 'অমৃতস্য' পুত্র—সেইজন্য তাহার মধ্যে অদম্য ব্রহ্মক্ষুধা। সেইজন্য যতদিন না সে সেই 'তেজোময় অমৃত-ময়' পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয়, ততদিন সে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করে এবং তাহার স্বতঃসিদ্ধ 'Nostalgia'র প্রেরণায় হরি-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং নানামতে নানাপথে—কর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে, ধ্যানের পথে, ভক্তির পথে—তাঁহার অভিমুখে অভিযান করে। এইরূপে সকল মানুষের পক্ষেই 'God is my adventure'। পূর্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, অন্য সাধকের কথা না তুলিয়া—প্রেমিক-ভক্ত কিরূপে প্রেমভক্তিকে সম্বল করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়—তাহারই পরিচয়-প্রসঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' হইতে পার্বতীর প্রেমসাধন এবং বৈষ্ণব পদাবলী হইতে শ্রীরাধার প্রেমনিবেদনের যথাসম্ভব আস্বাদন করিব।

দক্ষ-কন্যা সতীসাধ্বী সতী পিতা কর্তৃক পতিনিন্দায় ব্যথিতা হইয়া যোগবলে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। মহাদেব সতীর সেই মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া প্রলয়-তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবিষ্ণু সৃষ্টিরক্ষার জন্য সেই দেহ সুদর্শন চক্রে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন। তখন—

ছিন্ন হইল সতীদেহ, শূন্য হইল শিবগেহ
বামদেব বিরস-বদন।

চাহেন কৈলাসময়—দেখেন কৈলাস নয়—
অন্ধকার বিঘোর ভুবন ॥

তখন কৃত্তিবাস কৈলাস ত্যজিয়া, হিমালয়ের এক 'মৃগনাভিগন্ধি' শৃঙ্গে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন—'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'। কে জানে কেন?

স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং, কেনাপি কামেন তপ শ্চচার।
—কুমারসম্ভব, ১।৫৭

এদিকে সতী গিরিরাজ ও মেনকার গৃহে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—'তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে'—এবং দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্ধিত হইতেছেন—'লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা'। ক্রমে পার্বতী যৌবন-সীমায় উপনীতা হইলেন—তাঁহার সর্বাঙ্গ অলৌকিক লাবণ্যে কুসুমিত হইয়া উঠিল।

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
× × ×
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন—১।৩২

সে কি সুষমা! শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্য—যেন বিধাতা চুনিয়া চুনিয়া সমস্ত সৌন্দর্য একাধারে পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন।

সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ
একস্থ-সৌন্দর্যদিদৃক্ষয়েব—১।৪৯

একদিন কামচারী নারদ হঠাৎ গিরিরাজ-পুরীতে উপস্থিত (কিন্তু সত্যই হঠাৎ কি?) পার্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'এ কন্যা আর কারও বধূ হইতে পারে না—ইহার বর শঙ্কর!' শুনিয়া পিতা আশ্বস্ত হইলেন। আর পার্বতী? (কালিদাস পার্বতীকে মনুষ্য-ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন) নারদের কথায় হয়ত' তাঁহার সতী-জন্মের সংস্কার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তিনি কায়মনোবাক্যে মহাদেবকেই

পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করেন কিরূপে? এইবার পার্বতীর 'God is my adventure' স্বরু হইল।

এক্ষেত্রে সহজ উপায় ছিল, গিরিরাজের পক্ষে বিবাহের সম্বন্ধ বহন করিয়া মহাদেবের নিকট ঘটক-প্রেরণ। কিন্তু মহাদেব যদি প্রত্যাখ্যান করেন? তাহাতে যে হিমালয়ের উচ্চশিরঃ অবনত হইবে!

অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুঃ
মাধ্যস্থ্যম্ ইষ্টেঽপ্যালম্বতেঽর্থে—১।৫২

তাই গিরিরাজ 'বক্রঃ পন্থা' অবলম্বন করিলেন—হিমালয়ের যে শৃঙ্গে মহাদেব তপশ্চরণ করিতেছিলেন, তথায় তাঁহার আরাধনের জন্য তিনি পার্বতীকে প্রেরণ করিলেন—

আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং
সমাদিদেশ প্রয়তাং তনূজাম্—১।৫৮

গিরিরাজের যদি অভিসন্ধি ছিল যে, গিরিশ পার্বতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করিবেন, সে অভিসন্ধি পূর্ণ হইল না। কারণ, যদিও পার্বতী প্রত্যহ গিরিশের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যোগী-শ্বরের তাহাতে কিছুমাত্র চিত্তবিকার ঘটিল না—

গিরিশম্ উপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।
নিয়মিত-পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ॥

—কুমারসম্ভব, ১।৬০

কিন্তু দেবতাদিগের প্রয়োজন শঙ্কর গিরিজাপতি হ'ন—নহিলে কুমারসম্ভব হয় না—তারকাসুর বধ হয় না। অতএব তাঁহারা এই প্লটে যোগ দিলেন। যেখানে নিবৃত্ত-বর্ষণ মেঘের ন্যায়, তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় যোগীশ্বর যোগমগ্ন ছিলেন—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপাম্ ইবাধারমনুত্তরংগম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥—৩।৪৮

—যেখানে পাদপ নিষ্কম্প ছিল, ভ্রমর নিভৃত ছিল, পক্ষী নীরব ছিল, মৃগপশু নিঃস্পন্দ ছিল,—যেখানকার বনভূমি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিঃসাড় ছিল—

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং
চিত্রার্পিতারম্ভম্ ইবাবতস্থে॥—৩।৪২

—যেখানে হেমবেত্রহস্ত নন্দীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমস্ত স্তিমিত স্তম্ভিত ছিল—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥—৩।৪১

—অকস্মাৎ সেখানে বসন্তের সহিত পুষ্পধনু মদনের আবির্ভাব হইল—সঙ্গে রতি—

তং দেশম্ আরোপিত-পুষ্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।—৩।৩৫

ফলে অচিরে শুষ্ক তরু পল্লবিত হইল—লতা ফুলভারে অবনত হইল—পক্ষীর শুষ্ককণ্ঠে কূজন ফুটিয়া উঠিল—এক কথায় সমস্ত আকাশে বাতাসে কামের কমনীয় উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হইল—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি—৩।২৬

আর— মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বাম্ অনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীম্ অকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥—৩।৩৬

—ভ্রমরীর অনুগত ভ্রমর এক পুষ্পপাত্রে মধুপান করিতে লাগিল, স্পর্শসুখে নিমীলিতাক্ষী মৃগীকে কৃষ্ণসার কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল—

দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সংভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥—৩।৩৭

—রসাবেশে করিণী করীর মুখে পদ্মগন্ধি গণ্ডূষ-জল তুলিয়া দিল এবং চক্রবাক্ অর্ধভুক্ত মৃণাল লইয়া চক্রবাকীর সম্বর্ধনা করিল।

কন্দর্পের হাতে ফুলধনু—তা'তে পঞ্চ পুষ্প-শর—তা'র মধ্যে অমোঘ 'সম্মোহন'। কিন্তু আজ বহুভাগ্যে তাহার তূণীরে অমোঘতর বাণ সঞ্চিত হইয়াছে, সে বাণ—পার্বতী। একেই ত' পার্বতীর অ-লোকসামান্য রূপ—তাহাতে তিনি আজ মোহিনী সাজিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে বালারুণ বসন—'বাসো বসানা তরুণার্করাগম্'—এবং সর্বাঙ্গে বসন্ত-পুষ্পের আভরণ—'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী'—অশোক, কর্ণিকার, সিন্ধুবার ইত্যাদি—ঠিক যেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'—পল্লবিত পুষ্পিত জঙ্গম লতা। তিনি 'শ্রোণীভারে অলসগমনা, স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং'—তাঁহার কটিতে কেশরদামের কাঞ্চী—যেন কামধনুর দ্বিতীয় জ্যা—এবং হস্তে

লীলাকমল—যদ্দ্বারা তিনি পদ্মগন্ধি বিম্বাধরে উৎপতিত ভ্রমর-বাধা বারণ করিতেছেন।

এইবার যোগেশ্বর সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন—'দৃষ্টা পরং জ্যোতিঃ উপাররাম'—এবং দৃঢ়বদ্ধ নিবিড় বীরাসন শ্লথ করিলেন—'পর্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ'।—তখন উমা সম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম-নিবেদন করিলেন—

চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন
মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়—৩।৬২

—এবং সযত্নগ্রথিত 'মন্দাকিনী-পুষ্করবীজমালা' সপ্রেমে সেই তাপসবরকে সমর্পণ করিতে গেলেন।' মদন দেখিলেন—এই ত' অবসর—তখনই তাঁহার 'চক্রীকৃত চারুচাপে' সম্মোহন-বাণ সন্ধান করিলেন। সে বাণ ত' বিফল হইবার নয়—শঙ্করের চিত্ত কথংচিৎ আন্দোলিত হইল—তিনি 'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যঃ'—ক্ষণার্ধের জন্য বিম্বাধরা উমার প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—

উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি—৩।৬৭

—উমা ব্রীড়াবিভ্রমে সঙ্কুচিতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন—

সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্যস্তবিলোচনেন—৩।৬৮

কিন্তু পরক্ষণেই যোগীশ্বর (সংযমিনাং বরঃ) প্রকৃতিস্থ হইলেন—তিনি দেখিলেন কন্দর্প তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিতেছে—অমনি তাঁহার তৃতীয় নয়নে কোপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

অক্ষঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত—

এবং—

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার—৩।৭২

সেই অগ্নিতে কাম সহসা ভস্মরাশিতে পরিণত হইল এবং বামদেব তপস্যার বিঘ্নে বিরক্ত হইয়া সে স্থান হইতে অন্তর্ধান করিলেন—

অন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ।

আর পার্বতী? পার্বতী ভাবিলেন—"কি বিপুল ব্যর্থতা! এই রূপ? শত ধিক্! মোহিনী সাজিয়া বসন্ত-মদনকে সহায় করিয়া ভগবান্‌কে ভুলাইতে চাহিয়াছিলাম? ছি! ছি!! ছি!!!" তিনি ভগ্ন মনোরথে কোনক্রমে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ—৩।৭৫

জনক-জননী নানাভাবে কন্যাকে সান্ত্বনা দিলেন—কিন্তু পার্বতীর শান্তি কই? সদাই হা-হুতাশ—বিষম অন্তর্দাহ!

ন জাতু বালা লভতেস্ম নির্বৃতিং
তুষারসংঘাত-শিলাতলেষ্বপি—৫।৫৫

শঙ্করই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান—দিনের চিন্তা, রাত্রের স্বপ্ন!

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
'ক্ব নীলকণ্ঠ! ব্রজসী'ত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥*—৫।৫৭

পার্বতী অনেক ভাবিলেন—শেষে নিশ্চয় করিলেন—'তপস্যা—তপস্যা ভিন্ন সেই তাপসবরকে পাইব কিরূপে?'

*টীকাকার বলেন—অনেন জাগরোন্মাদৌ সূচিতৌ।

ইয়েষ সা কর্তুম্ অবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিম্ আস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।—৫।২
(অবন্ধ্যরূপতাং সফলসৌন্দর্যং কর্তুম্ ইয়েষ)

মাতা শুনিয়া মহাচিন্তিতা হইলেন—কত বুঝাইলেন—'সুকুমারি! এ দেহে কখনও তপঃক্লেশ সহ্য হয়? শিরীশ-কুসুম কখনও পক্ষীর পদাঘাত সহিতে পারে?'

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীশপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।—৫।৪

কে শুনে মায়ের মানা?

উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম।—১।২৬

পিতা দুহিতার দৃঢ় নিশ্চয় বুঝিলেন—বুঝিলেন—

পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তা'র গতি?

বুঝিলেন—

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ—৫।৫

—তখন অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন।

এইবার, মোহিনী যোগিনী সাজিলেন। রমণীয় দুকূলের পরিবর্তে কর্কশ বল্কল ধারণ করিলেন—'ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলম্'—সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিলেন—'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে'—এবং সুকুমার কেশ-কলাপের স্থলে পিঙ্গল জটা বন্ধন করিলেন—

উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ—৫।৪৭

ঐ রূপে উমা তপস্যার জন্য হিমালয়ের গৌরীশিখর শৃঙ্গে উপনীত হইলেন—'জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ'। ব্রতচারিণী সেখানে জপ, হোম, স্তুতিপাঠে দিন যাপন করেন—নিত্য স্নান, দিনান্তে ফলমূলাহার, স্বহস্তে কুশাঙ্কুর-আহরণ, তরুলতায় সপ্রেম জলসেচন এবং অক্ষমালা বিবর্তন।

কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসম্
ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীম্ অধীতিনীম্।—৫।১৬
কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ
কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তথা করঃ।—৫।১১

কুসুম শয়নে যাঁহার অস্বস্তি বোধ হইত, আজ সেই সুকুমারীর বাহু-উপাধানে পাষাণ-শয্যা—

অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী
নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে—৫।১২

কিন্তু এততেও যখন ইষ্টসিদ্ধি হইল না—তখন পার্বতী আরও কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা হইলেন—

তদানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দবং
তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে—৫।১৮

চতুর্দিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতঃ দারুণ গ্রীষ্মে পঞ্চতপা করিয়া প্রখর সূর্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন—

বিজিত্য নেত্র-প্রতিঘাতিনীং প্রভাম্
অনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারম্ ঐক্ষত—৫।২০

বর্ষার মেঘাড়ম্বরে ধারাসিক্ত হইয়া ক্লিন্ন বদনে বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন—

তপাত্যয়ে বারিভি রুক্ষিতা নবৈঃ
ভুবা সহোষ্মাণম্ অমুঞ্চদ্ ঊর্ধ্বগম্—৫।২৩

এবং শীতে কম্পমান হইলেও অম্লান মুখে তুষারপাত সহিয়া রহিলেন—

তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসংপদাম্
সরোজসন্ধানম্ ইবাকরোদ্ অপাম্—৫।২৭

তখন তাঁহার ভোজন হইল গলিত পত্র এবং পান হইল অযাচিত জল।

অযাচিতোপস্থিতম্ অম্বু কেবলং
রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ। —৫।২২

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপস স্তয়া পুনঃ।—৫।২৮

এইরূপে পার্বতী কঠোরের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন—তাপসদিগের তপস্যা কোথায় দূরে পড়িয়া রহিল—'তপস্বিনাং দূরম্ অধশ্চকার সা!' এইবার মহাদেবের আসন টলিল—তিনি ব্রাহ্মণ-বটুর ছদ্মবেশে পার্বতীর আশ্রমে উপনীত হইলেন—মাথায় জটার ঘটা, পরণে অজিন, হস্তে পলাশদণ্ড, শরীরে জ্বলন্ত তেজঃ—যেন মূর্তিধারী ব্রহ্মচর্য!

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিৎ জটিল স্তপোবনম্
শরীরবদ্ধ প্রথমাশ্রমো যথা॥—৫।৩০

মহাদেব প্রথমটা একটু অভিনয় করিলেন—যেন কিছুই জানেন না! 'এই কি তপস্যার বয়স—সুকুমার দেহে এত তপঃক্লেশ। কেন?

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্ধকশোভি বল্কলম্?—৫।৪৪

কি? ঈপ্সিত পতি চাও? তোমাকে চাহিতে হইবে কেন? তুমিই ত' প্রার্থনার জিনিষ!—'ন রত্নম্ অন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ!' কিন্তু তোমার অভীষ্ট বর কী হৃদয়হীন—তোমার এই দারুণ তপস্যা উপেক্ষা করিতেছেন?'

উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ।—৫।৪৭

উমা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না—সখী বলিলেন—ইঁহার অতি উচ্চাভিলাষ—ইনি পিনাকপাণিকে পতি প্রার্থনা করেন—'পিনাকপাণিং পতিম্ আপ্তুম্ ইচ্ছতি।' শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিলেন—"পিনাক-পাণি? মহাদেব!" কি অদ্ভুত! এই কন্যার সেই বর? কপিকণ্ঠে মুক্তাহার! ছোঃ ছোঃ!

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতঃ
ত্বম্ অস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী॥—৫।৭১

'দুই জনের দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হয়—দুজনেই পিনাকীর প্রণয়ী—এক কান্তিমতী চন্দ্রকলা—আর এক সমস্ত লোকের নেত্রনন্দিনী তুমি! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—শঙ্করের কি রূপ আছে, না গুণ আছে, না বিত্ত আছে, না কুল আছে, না যশঃ আছে, না প্রতিষ্ঠা আছে? শুনেছি কন্যা রূপ চায়, মাতা বিত্ত চায়, পিতা বিদ্যা চায়, আত্মীয়েরা কুল চায়, আর—মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ। শঙ্করে এ-সবের একটিও আছে কি?

বপুর্বিরূপাক্ষম্ অলক্ষ্য-জন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যৎ বালমৃগাক্ষি! মৃগ্যতে
তদস্তি কিং ব্যস্তম্ অপি ত্রিলোচনে?—৫।৭২

কুৎসিত রূপ—জন্মের নিশ্চয় নাই—কপর্দকশূন্য—শ্মশানে মসানে ভূত নাচাইয়া দিগম্বর বেশে ফিরিতে দেখি।

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন!'

ব্রাহ্মণ যত অজস্র শিবনিন্দা করেন, পার্বতীর চিত্তে বিরক্তি ও কোপ ততই ধূমায়িত হয়। শেষে তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! তোমার ক্ষুদ্র আধার—তুমি সেই বিরাট্ পুরুষের কি ধারণা করিবে? তোমার সহিত কী তর্ক করিব? অলং বিবাদেন। শঙ্কর নির্গুণ হ'ন বা সগুণ হ'ন, সুরূপ হ'ন বা কুরূপ হ'ন—'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃস্থিতম্'—তাঁহাতে আমি একান্তে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। ইহার পর কা কথা? তোমার অধর স্ফুরিত হইতেছে—আরও কিছু বলিবে নাকি? অনেক শুনিয়াছি—আর না। সখি! এ বিটল ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া দাও—কিম্বা আমিই চলিয়া যাই—কারণ, যে মহতের নিন্দা করে, সেই শুধু পাপী নয়—যে সেই নিন্দা কাণে শুনে, তাহারও পাপ হয়। আর শিবনিন্দা শুনিতে পারিব না।"

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।—৫।৮৩

পার্বতীর পরীক্ষা শেষ হইল। তিনি অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি আসিল।

"কিন্তু একী? সহসা বিসংবাদী ব্রাহ্মণ বটুর জটাকলাপে জাহ্নবীর উচ্ছ্বাস মুখরিত হইল কেন? তাঁহার কপালে তৃতীয় নয়ন ফুটিয়া

উঠিল কেন? তাঁহার চূড়ায় চন্দ্রকলা দীপ্ত হইল কেন? কে ইনি? ইনি কি ছদ্মবেশী শ-ঙ্ক-র? আমার চিত্তহর শঙ্কর! প্রভু! শুনিয়াছি তুমি আশুতোষ—এতদিনে দুঃখিনীকে মনে পড়িল? তুমি শং-কর, স্মরহর, স্বতন্ত্র—তোমার ইচ্ছাই জয়ী হউক!”

মহাদেব পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হইয়া পার্বতীর করস্পর্শ করিলেন—

স্বরূপম্ আস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ।—৫।৮৪

পার্বতী প্রিয়তমের স্পর্শে সাত্ত্বিকভাবে আপ্লুত হইলেন—লজ্জায় তাঁহার চেষ্টা হইল পলাইয়া যান, কিন্তু সাধ্বস তাঁহার গতিরোধ করিল। বেপথুমতী—

মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।—৫।৮৫

মহাদেব বলিলেন—‘পার্বতী! তোমার তপের দ্বারা আমি ক্রীত হইয়াছি। দেবি! আজ হইতে আমি তোমার দাস’—‘অদ্য প্রভৃত্য-বনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ।’ ইহাই শৈব দাসখত।

ইহার পর মহাদেব অচিরে গিরিরাজের নিকট সপ্তর্ষিকে দূত পাঠাইয়া পার্বতীর সহিত পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইলেন—হর-গৌরীর যথারীতি বিবাহ হইল। শুধু বিবাহ নয়—শিব শিবানীকে যথার্থ ‘অর্ধাঙ্গী’ করিলেন—তিনি ‘অর্ধ-নারীশ্বর’ হইলেন, হরগৌরীর অচ্ছেদ্য অশ্লেষ্য মিলন ঘটিল—নারদ যাহা পূর্বে বলিয়াছিলেন—‘প্রেম্ণা শরীরার্ধহরাং হরস্য’। সত্যই ত’—

কার হেন প্রেম সাধা
জায়াকে করেন আধা!

বোম্বায়ের সন্নিকটে হস্তিগুম্ফায় (Elephanta Cave-এ) সজীব পাষাণ কাটিয়া এই 'অর্ধ-নারীশ্বর' মূর্তি খোদিত আছে—অতি অপূর্ব মূর্তি—হিন্দু ভাস্কর-শিল্পের চরম নিদর্শন—পার্বতীর প্রেম-অভিযানের সার্থকতার চিরস্থায়ী সাক্ষ্য! আসুন, আমরা ভক্তিভরে হরগৌরীকে প্রণাম করি—

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং
সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥

এইবার আমরা শ্রীরাধার প্রেম-অভিযানের আস্বাদন করিব—সেও এক অদ্ভুত 'God is my adventure'।



৩

আমরা দুইজন প্রেমিকার প্রেম-অভিযানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—পার্বতীর ও রাধিকার। আমরা ইতিপূর্বে পার্বতীর প্রেম-সাধনার পরিচয় পাইয়াছি। এইবার রাধিকার প্রেম-নিবেদনের আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব। আমরা দেখিব—রাধিকার 'adventure' পার্বতীর 'adventure' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সরলা কুলবালা কিশোরী রাধিকা—তিনি এই সম্প্রতি বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছেন—একদিন যমুনার জলকে যাইতে কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—অমনই—"পহিলহি রাগ নয়ন-রঙ্গ ভেল।" ইহাকেই বলে 'Love at first sight'.

যমুনার জলে যাইতে সজনি!
কালারূপ দেখিয়াছি।
সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা
রূপ নিরখিব কি?

ক্রমেই তাঁহার নবানুরাগ বাড়িতে লাগিল—'অনুদিন বাড়ল অবধি *না গেল'—সঙ্গে সঙ্গে আকুল উৎকণ্ঠা। তিনি কৃষ্ণ-লালসায় অধীর* হইয়া বলিতে লাগিলেন—হৃদয়ং তদলোকনকাতরং দয়িত! ভ্রমতি কিং করোম্যহম্ (মাধবেন্দ্র পুরী)।

সীদতি সখি! মম হৃদয়ম্ অধীরং।
যাবত নাহি হেরি সেই যদুবীরং॥

শ্রীরাধার সেই অবস্থা চণ্ডীদাস ভাব-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

রাধা কৃষ্ণকে ভুলিবার কতই না প্রয়াস করিলেন, কিন্তু—

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো।
কি করিব কি হবে উপায়?

দিন দিন তাঁহার সঙ্গম-উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল—As the parched deer thirsts for the water-brook, so my heart thirsts for Thee, O my God! তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন—

কি এ হিমকর-কর, কি এ নির্ঝর-ঝর
কি এ কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কি এ কিশলয় কি এ মলয় সমীরণ
জলত সো-চন্দন পঙ্ক।

তখন রাধার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা—Come to me, my Beloved—my Spouse!

কৃষ্ণ-প্রেমে মজিয়া রাধা আজ বড়ই বিপন্না! একে তিনি কুলকামিনী—তা'র উপর 'শাশুড়ী নাগিনী, ননদী বাঘিনীর' সতর্ক দৃষ্টি সর্বক্ষণ তাঁহার উপর পতিত। জটিলা কুটিলার ভয়ে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন না—হা-হুতাশ ত' দূরের কথা!

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥

পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥—চণ্ডীদাস

মর্ম্মন্তুদ যাতনা—রুদ্ধ বাষ্পে যখন চক্ষু ভরিয়া উঠিবার উপক্রম হয়, তখন—

তুয়া বঁধু পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইতে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

এক কথায়, শ্রীরাধার—

(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

এত যা'র উৎকণ্ঠা, তা'র পক্ষে কৃষ্ণ-সঙ্গম অবশ্যম্ভাবী—তা' হন না রাধা কুলবধূ, হন না তিনি পরাধীনা।

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তা'র পাশে!

'The assured fruition, the proper end of love is union with the Beloved'.

রাধার বেলায় কি এই সনাতন নিয়মের ব্যত্যয় হইবে? তাহাতে আবার সখীরা সহায়িনী আছেন। সখীরা দূতী হ'য়ে সঙ্কেত-স্থান (Place of Assignation) স্থির ক'রে দিলেন—

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা!

সঙ্কেত স্থির হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে আহ্বান করিলেন—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং (ভাগবত)। এ অমোঘ আহ্বান, এ Divine Call—it must be responded to—

ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে?

রাধা বাঁশী শুনিলেন—বন মাঝে—না মন মাঝে? বলিয়া উঠিলেন—

আর ত' ঘরে রইতে নারি আকুল করে প্রাণ।
কোন্ বিজনে ডাকৃছে আমায় শ্যামের বাঁশীর গান॥

তখন শ্রীরাধা 'অভিসারে' চলিলেন—এই অভিসারকে আমরা Quest of God (হরি-অন্বেষণ) বলিতে পারি। আকাশে ঘোর ঘনঘটা—রহিয়া রহিয়া বিদ্যুতের ঝলক ও কুলিশপাত। দীর্ঘ পথ—কর্দমময়, কণ্টকাকীর্ণ—'পন্থ বিজন অতি ঘোর'। তার উপর 'ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার'। কিন্তু প্রিয়তমের আহ্বান—রাধা চলিয়াছেন—

গগনে অব ঘন, মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পতন, শব্দ ঝনঝন, পবন খরতর বলগই॥
সজনি! আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি, সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর, বরিখে ঝরঝর, গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর, একলি কৈছনে, পন্থ হেরই মোর॥

× × ×

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুলীক জ্বালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারী॥

সেই জন্যই কবি বলিলেন—'পন্থ বিজন অতি ঘোর'! এ সেই পথ, যাহা, উপনিষদের ভাষায়—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

আর এই অভিসারে যাইতে হইলে নিছক একলা যাইতে হয়,—'একল যায়ব তুঝ অভিসারে'।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥—বিদ্যাপতি

কারণ এ পথে—

'Every aspirant must walk the single file, till the journey's end'. অধিকন্তু এই অভিসারে যাইতে হইলে, সমস্ত ছাড়িয়া, 'কুলশীললাজ ভয় তেয়াগিয়া সমুদয়' ছুটিতে হয়—'প্রোজ্ঝিত-লোক-বেদ-স্বানাং' (ভাগবত)। যিশুখৃষ্ট না বলিয়াছিলেন—

If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters—and yea his own life also, he cannot be my disciple.

রাধা পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কুঞ্জ-দ্বারে উপনীত হইলেন। এইবার রাধাকৃষ্ণের সঙ্গম ঘটিল।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।

নিজ কর-কমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির-থির আঁখি ॥

× × ×

ঐছন বহুত যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মান সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেমলোর ॥

ইহার পর কালিন্দীর কোকিল-কূজিত কেলি-কুঞ্জ-কুটীরে নানাছলে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটিতে লাগিল।

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥

× × ×

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥

রাধা আকণ্ঠ ভরিয়া সেই বিষামৃত পান করিতে লাগিলেন—'drank deep of the sweet-bitter chalice of Love—that poisoned *nectar* which Divine Love verily is.'

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে ॥

অথচ সে দুঃখের মধ্যে কি অগাধ সুখ!

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঁয়াই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥

'অবধি না পাই'! কেন না—কৃষ্ণপ্রেম যে 'নব রে নব নিতুই নব!'

কামুক পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়!

—প্রেমিক হাফেজ যাহাকে বলিয়াছেন 'তাজা বো তাজা, নৌ বো নৌ' অর্থাৎ, 'নিতি নব নৌতুন'। অথচ এ প্রেমে নিবৃ'তি নাই। তাই শ্রীরাধা বলেন—

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহাই কি শ্রীরাধার Adventure-এর, তাঁহার প্রেম-অভিযানের শেষ? নহি নহি—বরং আরম্ভ। কারণ, আমরা জানি—'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ'—প্রেম-ভক্তির নানা রঙ্গ, বিচিত্র বিভঙ্গ! এই মিলনের পর মানের দুর্যোগ ও মাথুরের দুর্ভোগ—কিন্তু এখানে তাহার বিস্তার করিতে চাহি না—কেবল পাঠককে স্মরণ করাইতে চাই—'মান লজ্জা ভয়, তিন থাকিতে নয়'।

রাধিকার আধিভৌতিক ভয় (physical fear) ত্যাগের কথা আমরা অভিসারেই জানিয়াছি। আর লোকভয়?

সজনি! কি আর লোকের ভয়?
ও চাঁদবয়ানে নয়ান ভুলল
আন মনে নাহি লয়।

লজ্জা? লজ্জাও তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন—

যো সুখ চাহে তো লজ্জা ত্যাগে
প্রিয়সে হিলমিল লাগে (কবীর)

—প্রিয়তমের সঙ্গে গভীরভাবে মিলিতে হইলে প্রিয়াকে নগ্ন হইতে হয়। তাই খৃষ্টান মিষ্টিক্ বলেন—Naked follow the Naked Christ.

And I shall at Thy lotus feet
Stripped, self-emptied, *naked* sit,
To see the *naked* Truth of Love,
The Love that steals and sanctifies.

যে রমণী 'নারীণাং ভূষণং লজ্জা' ত্যাগ করিয়াছে—তাহার পক্ষে লোক-লজ্জা ত্যাগ কি আর বেশি কথা?

কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পীরিতি ভূষণ প্রতি তনু মন, কহয়ে দাস গোবিন্দ॥

× × × ×

তাত মাত ভাই বন্ধু আপনা না কোই।
সন্তন ঢিংগ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই॥—মীরাবাঈ

কিন্তু মান? রাধা কি মান ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? 'অমানিনা মানদেন' হইয়াছেন? যদি হইয়া থাকেন—তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কুঞ্জে না আসিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে তিনি অভিমান করেন কেন?

সখীরে! শ্যাম না এল।
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী অমনি গেল॥

তিনি কি জানেন না, শ্রীকৃষ্ণ 'বহুবল্লভ কান'—তিনিই একমাত্র 'পুরুষ' আর সবাই তাঁ'র 'প্রকৃতি'—তাই মহিলা-সহস্র-ভরিত তাঁহার হৃদয়? যদি 'মান-অপমান ভাসিয়ে দিয়ে', শ্রীরাধা কুঞ্জমাঝে আসিয়া থাকেন, তবে 'প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া' শ্রীকৃষ্ণ—

গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়ালে রাই-এর আগে

—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করেন কেন? 'হরি হরি যাহি মাধব যাহি'—

যা তুহুঁ চন্দ্রাবলীর ধাম।
তোহে পুন না হেরব হাম॥

কেন বলেন?

চন্দ্রাবতীর কুঞ্জে সারানিশি পোহাইলে
প্রভাতে আসিলে কালা! দিতে প্রাণে যন্ত্রণা!

শ্রীকৃষ্ণ কত মত—

চরণ যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার॥

কিন্তু— এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তবু নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলত তব কান॥

এই কি রাধার মানত্যাগের পরিচয়?

বৈষ্ণব পদকর্তা মানকে যতই কমনীয় করুন না কেন, মান প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক গরিমা (superiority-complex)—অর্থাৎ, **spiritual hauteur.**

পরাভক্তির পরাকাষ্ঠায় না উঠিলে, ভক্তের মনে হয়—"আমার এত ভক্তি, তবু আমার দুর্গতি—ভগবান্ অপরের প্রতি সদয়, আমার প্রতি নির্দয়! তিনি তা'র প্রতি প্রসন্ন, আমার উপর বিষণ্ন!" **God favours another and neglects me! 'This feeling**

of being neglected breeds jealousy and temporary repulsion.' মানিনী রাধার তাহাই হইয়াছিল।

তাই বলি, মানে দৈন্যের অত্যন্তাভাব, অথচ সাধন-পথে ভক্তকে দীনাতিদীন হইতেই হয়—একান্তভাবে অকিঞ্চন (self-naughted) হইতে হয়—শ্রীচৈতন্যের কথায় বলিতে হয়—কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলি-সদৃশং বিচিন্তয়—'তুমি কে আর আমি কে? আমি তোমার পদপঙ্কজের রেণু বই নহি'—বলিতে হয়—

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।
—সম শৈল কুলমান দূর করি
তব চরণে শরণাগত কিশোরী।

ইহাই পূর্ণ শরণাগতি—

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

এইরূপ শরণাগতি না হইলে রাধিকার অভিযান যে ব্যর্থ হইবে—তাই পদাবলীতে মানের পর 'মাথুর'—সঙ্গমের পর বিরহ। বিরহের অগ্নিতে না পুড়িলে শ্রীরাধা কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে পাইবেন কিরূপে?

বিরহ-অগিন অন্দর জারে।
তব পাওয়ে পদ পূরে॥—কবীর

শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধের জন্য মথুরায় চলিয়া গেলেন—কবে ফিরিবেন স্থিরতা নাই—হয়ত' ফিরিবেনই না—'ব্রজের খেলা সাঙ্গ হ'ল, তাই

এসেছি মথুরায়।' তখন শ্রীরাধা ধিকি ধিকি বিরহ-অনলে পুড়িতে লাগিলেন—পতঙ্গ যেরূপ দীপ-শিখাতে পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হয়, সেইরূপ—

অগ্নি যথা নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে পুড়াইয়া মারে।

The lovers who dwell within the sanctuary are moths burnt with the torch of the Beloved's face.
—Rumi

এই বিরহকে খৃষ্টীয় মিষ্টিক্ 'Dark Night of the Soul' বলেন। তখন ভক্ত প্রাণের মধ্যে একটা বিরাট্ রিক্ততা অনুভব করে—'a profound emptiness, a period of destitution' ! তখন প্রেয়সীর মনে হয়, প্রিয়তম তাহাকে চিরদিনের জন্ম ত্যাগ করিলেন। সেইজন্ম বিরহের নাম—'the ecstasy of deprivation'—টেরেসা যাহাকে 'pain of God' বলিয়াছেন। বিরহে ভক্ত ভগবান্কে অন্বেষণ করে, কিন্তু তাঁহার পদ-চিহ্ন খুঁজিয়া পায় না—'She seeks God, but cannot find the least marks or footsteps of His presence.'

বিরহের সার্থকতা কি ? কেন ভগবান্ ভক্তকে বিরহানলে দগ্ধ করেন ? কেন 'having shown Himself, He now deliberately withdraws His presence—never perhaps to manifest Himself again ?' কেন 'He acts, as if there were a wall erected between Himself and us ?' (Eckhart)

কেন ? বিরহের তাপে স্বর্ণের শ্যামিকা ক্ষালিত হইয়া বিশুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে বলিয়া—'in order to raise the soul from im-

perfection', 'in order that mercenary love may for ever be dis-established and the new state of pure love (অকৈতব প্রেম) abruptly established in its place.' কেন ? গরিমা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া লঘিমায়, দীনতায় হৃদয় আপ্লাবিত হইবে বলিয়া —'I withdraw Myself in order to humiliate her and to cause her to seek Me in truth.' (St. Catherine)

কেন মিলনের পর মাথুর—যদি এক কথায় তাহার উত্তর চান, তবে নিম্নোক্তিটির প্রতি প্রণিধান করুন—'With mystics, the 'Dark Night' (বিরহ) is all directed towards the essentially mystic act of utter self-surrender, that *fait voluntas tua* which marks the death of selfhood in the interests of a new and deeper life of *complete* self-naughting.' শ্রীরাধার প্রেম-অভিযানের শেষ পর্বে আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করি।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, বিরহের দশ দশা—যথা,

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

অর্থাৎ চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্বেগ, বিশীর্ণতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু—বিরহের এই দশ দশা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধিকাকে বিরহের এই দশ দশাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা—মুখে সদাই প্রলাপ—ক নন্দকুলচন্দ্রমা! ক শিখিচন্দ্রিকালংকৃতি!

ধনি ভেল মুরছিত, হরিল গেয়ান।
দশনে দশন লাগি মুদল নয়ান ॥

সখীরা কৃষ্ণ-নাম শুনাইতে লাগিলেন—

শ্যাম-নামে চেতন পাই চারিদিকে চায়।
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়॥
তমালে দেখিয়া ধনি হইলা বিভোর।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া তমালে দিল কোর॥

এই ত' ব্রহ্মদর্শন—'বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি'—প্রাচীন গ্রীকেরা যাহাকে 'Theophany' বলিতেন—যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি (গীতা)। বিরহিণী রাধিকার ত' সেই অবস্থাই হইল—

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

আর—

বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব!
দশদিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনা-জল অবহুঁ অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

—যাহার নেত্রে এই অবিরল প্রেমাশ্রু, তাহার অভিযানের পূর্তি অতি প্রত্যাসন্ন! ঐ জলে তাহার মান-অভিমান সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া যায় —সে বুঝে—

তোমারি গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমারি রূপে!

ক্রমে শ্রীরাধা দশমী দশায় উপনীত হইলেন—

নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।

মৃত্যুই বিরহের চরম দশা—খৃষ্টান্ ভাবুকেরা যাহাকে 'Mystic Death' বলেন।

Although this ecstasy lasts but a short time, the bones of the body seem to be disjointed by it. The pulse is as feeble as if one were at the *point of* death × × she is no longer the mistress of her reason.

—St. Teresa.

রাধিকার সেই দশা হইল—

মরিব মরিব সখি! নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥

রাধিকার এ আর্তি শ্রীকৃষ্ণ কি সহিতে পারেন?

যত্তপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥

আর্তির কথা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে বৃন্দাবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন—

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক লইয়া মূঢ়া
অবসর নাহি বাঁশী লতে।
নূপুর বিহনে পায় অমনি চলিয়া যায়
পীত ধড়া পরিতে পরিতে॥

এইবার রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হইল।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥

ভক্ত নরোত্তমদাস এইভাবে ঐ মিলনের বর্ণনা করিয়াছেন—

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু॥

এ মিলনে কি আনন্দ! কি 'perfiniteness of joy'! ঐ আনন্দ—অতিস্নীম্ আনন্দস্য—আনন্দং নন্দনাতীম্।

বুঝিয়া দেখিলে রাধিকার এই মিলন পার্বতীর মিলনের অপেক্ষাও নিবিড়তর—গৌরী হরের অর্ধাঙ্গী মাত্র হইয়াছিলেন—রাধা কৃষ্ণের সহিত একীভূত হইলেন—

বঁধু সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ—(চণ্ডীদাস)

অর্থাৎ, এ মিলনে হইল—"a perfect uniting and coupling together of the lover and the Beloved into *one*." (Hilton)

সে অবস্থায় 'না সো রমণ, না হাম রমণী'। এ মিলন মহামিলন—মিশ্রণ। জলস্তম্ভে জলদ যেমন জলধির সহিত মিলিত হয়, সেরূপ মিলন নয়—নদী যেমন নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়, সেইরূপ মিশ্রণ—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

গীতা এই মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্—গীতা, ১৮।৪৪

অর্থাৎ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে নিবিড়ভাবে জানিয়া তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ, 'একীভূত হন'। জার্মান্ মিষ্টিক্ একহার্ট এ-কথার

যেন অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন—If I am to know God directly, I must become completely He and He I; so that this He and this I become and are *one* I. অর্থাৎ, 'Perfect love makes God and the Soul to be as if they both together were but *one* thing'. (Hilton)

ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মসাযুজ্য—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

অবিভাগো বচনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

ইহাই খৃষ্টানের 'At-one-ment'—কারণ, খৃষ্টীয় মিষ্টিক্ নিপট দ্বৈতী হইলেও অনুভূতির ফলে অদ্বৈতের ভাষা প্রয়োগ করেন—"Amalgamation with God", "Immersion in the Absolute", "Absorption in the Divine Dark", "Self-loss in the All", "Annihilation of the selfhood in the unity of Pure Being" ইত্যাদি।

এইরূপে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত জীব ব্রহ্মচক্রে চক্রমণ করিয়া প্রবাস হইতে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়—ইহাই 'Return Home of the exiled Native'—যিশুখৃষ্টের 'Parable of the Prodigal Son'.

For man, who is from God sent forth
Doth again to God return.—Wordsworth.

আর একজন পাশ্চাত্য মনীষীর উক্তি এই—

Man, the pilgrim of an internal Odessey, then *reaches home,* when he is united with God.

বস্তুতঃ ব্রহ্মই ত' জীবের স্বধাম—

বিশন্তে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

Trailing clouds of glory do we come
From God who is our home.

ইহাকেই ঋগ্‌বেদের ঋষি 'অস্ত' বলিয়াছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি।

'সমস্ত অঞ্জন হইতে স্বচ্ছ হইয়া, হে জীব! নিজ 'অস্তে' (স্বধামে) ফিরিয়া আইস।'

বুদ্ধদেবের মুখেও ঐ বাণী—অত্থং গতস্স ন প্পমানং অত্থি। ইহাই জীবের প্রকৃত নিয়তি এবং সে নিয়তি তখনই নিষ্পন্ন হয়—যখন জীব বলিতে পারে—সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি, I and my Father are one, অয়েন-উল হক্।

এইরূপে জীবের ভগবদ্-অভিযান (God is my adventure) শেষ হয়—ভক্ত ভগবানের সহিত মহামিলনে মিলিত হয়। এ অভিযান একটা বিরাট্ জয়যাত্রা—একটা true adventure—ইহাতে কত যে আক্ষেপ-বিক্ষেপ, কত উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস, কত হা-হুতাশ, কত সন্ত্রাস, বিশ্বাস, আশ্বাস, আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইলাম—কিন্তু চরমে কি স্বস্তি, কি শান্তি, কি ভূমানন্দ—অতিসীম্ আনন্দস্য!

সম্পূর্ণ